উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৮ আষাঢ় ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 3 July 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 46

রাহুলকে বালখিল্য কটাক্ষ মোদির

সাতের পাতায়

কান্না মুছে প্রতিজ্ঞা রোনাল্ডোর

এগারোর পাতায়

রাজ্য তো বটেই, গোটা দেশে এখন চর্চায় চোপড়া। ঠিক তালিবানি আদলে যেন শাসন চলেছে সেখানে। মঙ্গলবার সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার কথা ছিল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। কিন্তু তিনি সেখানে না গেলেও আক্ষেপ নেই নির্যাতিতার পরিবারের। এসবের মাঝে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে তৃণমূল।

শিলিগুড়িতে প্রাতরাশ সেরে ফের দিল্লিতে

চোপড়া গেলেন না রাজ্যপাল

শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে পুলিশের অভিবাদন নিচ্ছেন রাজ্যপাল। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

মনজুর আলম ও রাহুল মজুমদার

চোপড়া ও শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : দিল্লি থেকে উড়ে এসেছিলেন চোপড়ায় নিপীড়িতদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বলে। সেইমতো বন্দোবস্তও হয়েছিল সর্বত্র। কিন্তু হঠাৎ পরিকল্পনা বাতিল করে শিলিগুড়িতে ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়ে ফের দিল্লি চলে গেলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

সূত্রের খবর, রাজ্যপাল আসবেন বলে চোপড়ায় বিক্ষোভের প্রস্তুতি চলছিল। আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে আঁচ করেই সম্ভবত চোপড়া সফর এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। তবে, কেন গেলেন না, তার কোনও যুক্তি দেননি বোস। শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসে দাঁড়িয়ে তিনি শুধু বলেছেন, 'ওই নিপীড়িতদের এখানে ডাকা হয়েছিল। ওঁরা আসতে না পারায় রাজভবনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।'

রাজ্যপাল চোপড়ায় না আসায় আক্ষেপ নেই নির্যাতিতার পরিবারের। নির্যাতিতার দাবি, রাজ্যপাল এলে তাঁর কাছে ভাইরাল ভিডিও ডিলিট করার আবেদন জানাতেন তিনি। এর বেশি কিছু চাইতেন না।

> মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা মহিলাদের বসবাসের যোগ্য নয়। সরকার সমর্থিত হিংসা চলছে গোটা রাজ্যে। আমি এই সমস্ত ঘটনা কড়া হাতে দমন করব।
>
> **সিভি আনন্দ বোস**

এদিকে, চোপড়ার নিপীড়িতদের সঙ্গে দেখা করতে না পারলেও এদিন কোচবিহারের নির্যাতিতা এসে দেখা করেছেন রাজ্যপালের সঙ্গে। বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত ওই মহিলা নদীঘাট থেকে ফেরার সময় তাঁকে বিবস্ত্র করে মারধর করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। তাঁর সঙ্গে কথা বলার পরই মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন রাজ্যপাল। তিনি বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা মহিলাদের বসবাসের যোগ্য নয়। সরকার সমর্থিত হিংসা চলছে গোটা রাজ্যে। আমি এই সমস্ত ঘটনা কড়া হাতে দমন করব।' শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়ে এতকিছু বললেও লাগোয়া ফুলবাড়ির ঘটনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে শোনা যায়নি তাঁকে।

মাসকয়েক আগে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে রাজভবনে এক নৃত্যশিল্পীকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন বলেও সরব হয়েছিলেন রাজ্যপাল। সেই ঘটনায় তিনি হাইকোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন বলে জানিয়েছেন। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যপাল *এরপর আটের পাতায়*

হামিদুলকে ধমক মমতার

মনজুর আলম ও অরুণ ঝা

চোপড়া, ২ জুলাই : সালিশি সভায় যুগলকে গণপিটুনি এবং তা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জের। চোপড়ার দলীয় বিধায়ক হামিদুল রহমানকে ফোন করে ধমক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হামিদুলের সঙ্গে মিনিট পাঁচেক ফোনে কথা হয় তাঁর। সূত্রের খবর, এলাকায় আর যেন সালিশি সভা না বসে তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনালাপের প্রসঙ্গ স্বীকার করে নিয়েছেন হামিদুল। চোপড়ার বিতর্কিত বিধায়ক বলছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ফোন করে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন। সঙ্গে এলাকায় যাতে সালিশি সভা না হয়, সেই বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। সমস্ত নিবাচিত জনপ্রতিনিধিদের বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হবে।' এলাকায় কোনও সমস্যা হলে আইনি পথেই সমাধান হবে, মুখ্যমন্ত্রীকে এমন আশ্বাসও দিয়েছেন হামিদুল।

শুধু মুখ্যমন্ত্রীর ধমক নয়, এদিন তৃণমূলের তরফে শোকজও করা হয়েছে হামিদুলকে। রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশেই দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বিধায়ককে শোকজের চিঠি পাঠিয়েছেন। সালিশি সভায় যুগলকে গণপিটুনি এবং তা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে তাঁর কাছে। এদিকে, এসবের মাঝেই হঠাৎ নির্যাতিতার সুর বদলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নির্যাতিতা বলছেন, 'সব মীমাংসা হয়ে গিয়েছে। আমি এখন ঘরসংসার করছি। ভালো আছি।' অনুমতি না নিয়ে যাঁরা তাঁর ভিডিও ভাইরাল করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেছেন তরুণী।

বিরোধীদের অভিযোগ, পরিবারটিকে ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে তৃণমূল। এক্ষেত্রে বিজেপি ও কংগ্রেস একই সুরে কথা বলছে। বিরোধী নেতাদের মতে, রাজ্যপাল না আসার পেছনে এটাই একমাত্র কারণ।

হামিদুলকে শোকজের প্রসঙ্গে কানাইয়ালাল বলছেন, 'দলের নির্দেশেই বিধায়ককে শোকজ করা হয়েছে। ভাইরাল ভিডিও ঘিরে ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিধায়কের মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে।' শোকজের প্রসঙ্গ স্বীকার করেছেন হামিদুলও। তাঁর কথায়, 'নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দলকে সব জানানো হবে।' *এরপর আটের পাতায়*

DESUN EXPRESS CLINIC SILIGURI
মাত্র 4 ঘন্টার মধ্যে একই দিনে
ডাক্তার দেখান
টেস্ট করান
রিপোর্ট নিয়ে আবার ডাক্তার দেখিয়ে প্রেসক্রিপশন পান
90 5171 5171

চর্চায় সালিশি

- চোপড়ায় সালিশিতে গণপিটুনির ঘটনায় চাপে তৃণমূল
- ঘটনা প্রকাশ্যে আসার দু'দিন পর শোকজ বিধায়ক হামিদুল রহমানকে
- মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী নিজে ফোন করে হামিদুলকে ধমকান
- এলাকায় যাতে আর সালিশি না বসে তা নিশ্চিত করতে বলেছেন
- নির্যাতিতার পরিবার এখন ভিডিও ভাইরাল নিয়ে ক্ষুব্ধ

ফের শিরোনামে হাথরস

পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল ১১৬ পুণ্যার্থীর

হাথরস (উত্তরপ্রদেশ), ২ জুলাই : লাশের ওপরে লাশ। গুনে শেষ করতে পারছিল না পুলিশ। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব গোটা দেশ। সংবাদ শিরোনামে আবার হাথরস। এবার অবশ্য ধর্ষণের কারণে নয়। পদপিষ্ট হয়ে শতাধিক মৃত্যু ঘটায়। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত ১১৬ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। প্রশাসন অবশ্য ৮৭ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। মৃতদের মধ্যে মহিলা বেশি। আছে শিশুও।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও অনেকে। তাঁদের মধ্যে ১৫ জনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। এটা মেডিকেল কলেজে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। স্বঘোষিত এক ধর্মীয় গুরু নারায়ণ সাকার ওরফে 'ভোলেবাবা' আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে হুড়োহুড়িতে ওই কাণ্ড ঘটে। হাথরসের জেলা শাসক আশিস কুমার জানিয়েছেন, ঘটনাটি রতিভানপুরের মুঘলাগড়ি গ্রামের। কয়েক হাজার ভক্ত ছোট ঘেরা জায়গায় জড়ো হয়েছিলেন। ফ্যানের ব্যবস্থা না থাকায় হাঁসফাঁস করছিলেন পুণ্যার্থীরা।

সে কারণে অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্র দমবন্ধকর পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে এক সঙ্গে বেরোনোর চেষ্টা করেন অনেক মানুষ। এতে এমনিতেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখা দেয়। তার ওপর বেরোনোর রাস্তাটি সংকীর্ণ হওয়ায় ভিড়ের চাপ সামলাতে না পেরে অনেকে পড়ে যান। তাঁদের ওপর দিয়ে চলে যায় জনতা। এতে ঘটনাস্থলেই অনেকের মৃত্যু ঘটে।

হাথরসে মৃতদের দেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাসে। মঙ্গলবার। - পিটিআই

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আহতদের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও পর্যাপ্ত চিকিৎসক না থাকায় চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হয়। দেড় ঘণ্টা পরেও পুলিশ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা কেউ মুঘলাগড়িতে যাননি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে আগ্রার অতিরিক্ত ডিজির নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ধর্মীয় অনুষ্ঠানটির আয়োজকদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ।

মৃতদের পরিবারের জন্য ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার।

এরপর আটের পাতায়

মঙ্গলবার যখন বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিল, তখনও সৃষ্টি তামাং, শিশির রাইরা ভাবতেই পারেনি, এমনটা হতে পারে। পাহাড়ি নদী পার হতে গিয়ে প্রবল জলস্রোতে আটকে পড়ে ফাগুখোলার কয়েকজন পড়ুয়া। স্থানীয়দের চেষ্টায় শেষ অবধি অবশ্য কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। গাড়ি থেকে খুদে পড়ুয়াদের উদ্ধার করে নিয়ে আসেন তাঁরাই। কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের বনবস্তি ফাগুখোলা। এদিন নদী পেরোতে গিয়েই বিপত্তি। ঘটনার পর বর্ষায় প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকাগুলি থেকে স্কুলে যাতায়াত নিয়ে চিন্তায় অভিভাবকরা।

বিস্তারিত আটের পাতায়

ঘাসফুল থেকে বহিষ্কৃত দেবাশিস

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই : জমি কেলেঙ্কারিতে ধৃত তৃণমূল কংগ্রেসের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ব্লক সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিককে দল থেকে বহিষ্কার করা হল। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর নির্দেশে তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ মঙ্গলবার জেলা অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে এই খবর জানান। দলের রাজ্য সম্পাদক দীপেন প্রামাণিককে সঙ্গে নিয়ে মহুয়া বলেন, 'নেতাদের অনেকের অনৈতিক কাজের জন্য দলের ভাবমূর্তি খারাপ হচ্ছে। শীর্ষনেতৃত্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লকের সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিককে দল থেকে সামগ্রিকভাবে বহিষ্কার করা হল।' দেবাশিসের পরিবর্তে নতুন কাকে ব্লক সভাপতি করা হচ্ছে তা খুব শীঘ্রই রাজ্য নেতৃত্ব থেকে ঘোষণা করা হবে বলে তিনি জানান।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জমি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত দেবাশিসকে পুলিশ ২৬ জুন নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আটক করেছিল। ২৭ জুন তাঁকে জলপাইগুড়ি মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁকে সাতদিনের পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। ৪ জুলাই তাঁকে ফের আদালতে তোলা হবে। দেবাশিস গ্রেপ্তার হওয়ার পর রাজনৈতিক সহ বিভিন্ন মহলে হইচই পড়ে গিয়েছিল।

দেবাশিস ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ছিলেন।

এর আগের লোকসভা ভোটে হারের পর দল তাঁকে এই আসন থেকে সরিয়ে দেয়। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় তাঁকে ফের ব্লক সভাপতি করা হয়। তিনি এলাকায় অবৈধভাবে জমি কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত বলে দীর্ঘ বছর ধরেই দলের কাছে অভিযোগ আসছিল। কিন্তু শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে দল তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছিল না বলে অভিযোগ।

একই অভিযোগ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছায়। পরপর দুটি লোকসভা ভোটে এলাকায় দলের বিপর্যয়ের কারণে মুখ্যমন্ত্রী এই কেন্দ্রে জোর নজর দিয়েছিলেন। দলের অনেকেই অনৈতিক কাজে যুক্ত বলে তিনি প্রকাশ্যে ক্ষোভ জানান। এরপরেই পুলিশ নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে দেবাশিসকে গ্রেপ্তার করে।

রঞ্জনের দখল করা জমি উদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই : গজলডোবায় সরকারি জমি দখল করে রেখেছিলেন তৃণমূল নেতা রঞ্জন শীলশর্মা। মঙ্গলবার এলাকায় গিয়ে তাঁর দখলে থাকা সেই জমি পুনরুদ্ধার করে সরকারি বোর্ড লাগিয়ে দিল রাজগঞ্জ ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। পাশাপাশি সেখানে বানানো অস্থায়ী অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

জমি কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল নেতা দেবাশিস প্রামাণিক। এমনকি মঙ্গলবার তো তাঁকে দল থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছে। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রঞ্জনের এই জমি দখলের বিষয়টি সামনে আসায়, জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তাহলে কি এবার দলের ভাবমূর্তি ঠিক রাখতে জমি কাণ্ডে নাম জড়ানো রঞ্জনের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার পথে হাঁটবে দল?

এবিষয়ে রঞ্জন বলেন, 'এই জমির দখলস্বত্ব ভোগ করছিলাম। কিন্তু আজ সরকার যখন জমি ফিরিয়ে নিল, তাতে আমার কোনও আফসোস নেই।'

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই বেদখল হয়ে থাকা সরকারি জমি পুনরুদ্ধার করতে ময়দানে নেমেছেন প্রশাসনের কর্তারা। গত শনিবার রাজগঞ্জের বিধায়ক তথা গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভাইস চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়ের উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসনের একটি প্রতিনিধিদল সরকারি জমি চিহ্নিত করতে গজলডোবায় যায়। সেখানে তাঁদের নজরে আসে সীমানা প্রাচীর দেওয়া একটি বিশাল জমি। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলতেই তাঁরা জানিয়ে দেন, সেই জমি দখল করে রেখেছেন রঞ্জন। এদিকে, এই জমি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতেই রঞ্জন জানিয়েছিলেন, জমির কোনও দলিল বা পাট্টা তাঁর কাছে নেই। তিনি শিলিগুড়ির এক বাসিন্দার থেকে জমিটি কিনেছেন।

এরপর আটের পাতায়

বাসি-পচা মাংস নয় তো, দেখবেটা কে!

বিরিয়ানিতে সংশয়

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : রাস্তার ধারে লাল শালুতে মোড়া সারি সারি হাঁড়ি। কোথাও ফুটপাথেই কাটা হচ্ছে সবজি। রান্নাঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আরশোলা, টিকটিকি। শহরের অধিকাংশ বিরিয়ানি ও ফাস্ট ফুডের দোকানে এটাই চেনা ছবি। সস্তার খাবারের লোভে দিব্যি অনেকে খেয়েও নিচ্ছেন তা। কিন্তু কী খাচ্ছেন, তা জানেন কী!

ভাগাড়ের মাংস নিয়ে বছর ছয়েক আগে হইচই হয়েছিল গোটা রাজ্যে। ভাগাড় থেকে মরা জন্তুর দেহাংশ তুলে এনে খাবারের প্লেটে সাজিয়ে দেওয়ার অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছিল কলকাতা পুলিশ। ঘটনার পর

শিলিগুড়িতেও প্রশাসনের কর্তারা বিভিন্ন খাবারের দোকান, রেস্তোরাঁয় অভিযান শুরু করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, খাবারের মান যাচাই করা। কয়েকদিন চলার পর অবশ্য ইতি পড়েছে ওই অভিযানে। তারপর আর কোনও নজরদারি চোখে পড়েনি।

সোমবার দিনহাটা শহরে অভিযান চালিয়ে দুটি বিরিয়ানির দোকানের ফ্রিজ থেকে পচা মাংস উদ্ধার হয়। তারপরই শিলিগুড়িতে চর্চা চলছে বিরিয়ানি, ফাস্ট ফুডের দোকানের খাবারের মান নিয়ে। শহরবাসীর মনে প্রশ্ন, যে চিকেন বা মাটনে কামড় বসাচ্ছি, তা বাসি-পচা নয় তো! পিনাকী দে, রূপশ্রী চক্রবর্তীর মতো অনেকের মনেই বিরিয়ানির মাংস নিয়ে সন্দেহ জাগছে। পিনাকী বলছেন, 'যখন রান্না হয়, তখন তো আর আমরা চোখে দেখি না। কোথা থেকে মাংস আসছে, বা কতদিন ধরে সেই মাংস ফ্রিজে রাখা হচ্ছে, তা জানা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু অনেকসময় এসব বিচার না করেই আমরা ওই বিরিয়ানি খাচ্ছি।'

আগে পুরনিগমের ফুড ইনস্পেকটর গণেশ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে প্রায়শই অভিযান চলত শহরে। *এরপর আটের পাতায়*

একনজরে

গণপ্রহারে প্রাণদণ্ড বিল আটকে রাজ্যে

রাজ্যে একের পর এক গণপিটুনির ঘটনা ঘটছে। দেশের নতুন ফৌজদারি আইন দণ্ড সংহিতায় গণপিটুনিতে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। অথচ রাজ্যে বিধানসভায় পাশ হওয়া গণপিটুনির ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডের বিল পাশ হয়ে গেলেও পাঁচ বছর ধরে রাজভবনে তা পড়ে রয়েছে। রাজ্যপাল ওই বিলে এখনও সই করেননি। সেই কারণে এই আইন এই রাজ্যে আগেই কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা হয়নি।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

গেট খোলা, ডুয়ার্সে দুর্ঘটনা এড়াল কাঞ্চনকন্যা

সন্তু চৌধুরী

মালবাজার, ২ জুলাই : কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে ভয়াবহ দুর্ঘটনার রেশ কাটার আগেই আবার একটি দুর্ঘটনা এড়াল রেল। মালবাজারের কাছে রেলগেট খোলা থাকা অবস্থায় গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে ছুটে আসছিল কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। ট্রেনচালক ও অন্য রেলকর্মীদের তৎপরতায় শেষপর্যন্ত রেলগেটের মুখে দাঁড়িয়ে যায় ট্রেন। সেসময় বেশ কয়েকজন ওই গেট পার হচ্ছিলেন।

সোমবার সন্ধ্যায় এমন ঘটনার পর ফের কাঠগড়ায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। নির্মলজোতে সিগন্যাল বিকল হয়ে থাকা ও এগিয়ে যাওয়ার জন্য কাগজে অনুমতি দেওয়া, চালকের গাফিলতি এসব নিয়ে তদন্ত এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। তার আগেই আবার এমন ঘটনায় রেলযাত্রীদের নিরাপত্তা বড় প্রশ্নের মুখে পড়ছে।

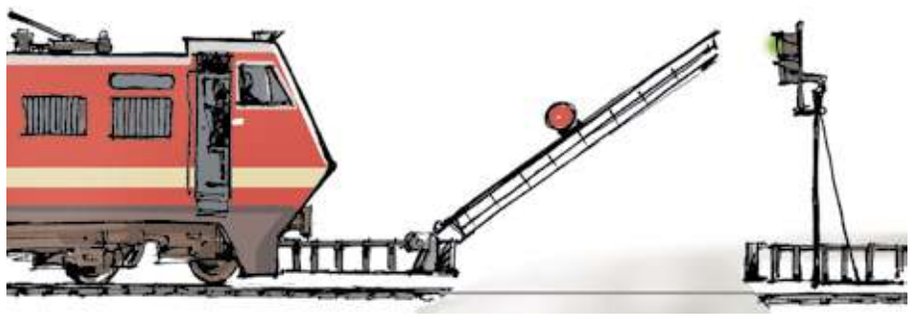

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সিপিআরও সব্যসাচী দে বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। আমরা গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখছি।' রেলের একটি সূত্র জানিয়েছে, চালসা ও মালের স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। এদিন কয়েক দফায় গেটম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার চালসা ও মালবাজার স্টেশনের মধ্যে সোনগাছি চা বাগানের লেভেল ক্রসিংয়ে সবুজ সিগন্যাল সত্ত্বেও রেলগেট খোলা ছিল। ওই সময় ডাউন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস চালসা পেরিয়ে মালবাজারের দিকে ছুটছিল। এই পথে চা বাগানের ভেতর দিয়ে বেশ কয়েকটি রেলগেট রয়েছে। ট্রেন থেকে হঠাৎ চালক দেখতে পান রেলগেট নামানো নেই। অথচ সিগন্যালে সবুজ বাতি অর্থাৎ থ্রু পাস। রেলগেটের গার্ড পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে না থাকায় চালক ও অন্য কর্মীদের সন্দেহ বেড়ে যায়। ইমার্জেন্সি ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে দেন চালক। ততক্ষণে গাড়ি প্রায় রেলগেট ছুঁয়ে গিয়েছে। রেল সূত্রেই জানা গিয়েছে, সামনে স্টেশন থাকায় ওই সময় কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটারের কম ছিল। সেইজন্যই ইমার্জেন্সি ব্রেক কষে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

রেলগেট খোলা থাকায় এই সময় একাধিক বাইক, সাইকেল এবং ছোট গাড়ি পার হচ্ছিল এই রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ ট্রেন আসতে দেখে এবং ট্রেনের হুইসলের প্রচণ্ড শব্দে লাইনের দু'পাশে সরে যান সকলে। ফলে কোনও বিপদ ঘটেনি।

প্রত্যক্ষদর্শী আজমত আনসারি বলেন, 'ট্রেন জোরে হুইসল না দিলে আমরা রেললাইনে উঠেই পড়তাম। গেট খোলা থাকায় কেউই সবুজ সিগন্যালের দিকে লক্ষ করেননি। বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।'

রেলের ম্যানুয়ালে বলা আছে, এমন পরিস্থিতিতে খোঁজ নিতে হবে গেটম্যানের। অসুস্থতা বা অন্য কোনও কারণে গার্ড সিগন্যাল না দিলে এভাবেই কর্মীরা গেটম্যানের খোঁজ নেন। আজমত জানান, 'ট্রেন থামিয়ে নেমে পড়েন চালক এবং অন্য কর্মীরা। কিন্তু গেটম্যানের ঘরে ঢুকে সবাই অবাক হয়ে যান। বহালতবিয়তেই রয়েছেন তিনি। তড়িঘড়ি নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইতে থাকেন গেটম্যান।'

এদিকে, ততক্ষণে খবর পৌঁছে গিয়েছে স্টেশন পর্যন্ত। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সোনগাছি রেলগেটে তদন্ত করতে আসে ডিভিশনের নিরাপত্তা বিভাগের চার সদস্যের প্রতিনিধিদল। তারা অভিযুক্ত গেটম্যানের সঙ্গে বেশ কয়েক দফায় কথা বলে। তবে স্থানীয় কারও সঙ্গে তারা কথা বলেনি। সংবাদমাধ্যমের সামনেও তারা মুখ খুলতে রাজি হয়নি।

আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম বলেন, 'লেভেল ক্রসিংয়ে গেট পড়লে সিগন্যাল সবুজ হওয়ার কথা। বিষয়টি নিয়ে আমরা খোঁজ নিচ্ছি।'

ক্যানসার আক্রান্ত স্ত্রীকে নিয়ে দুঃস্থদের সঙ্গে বিবাহবার্ষিকী

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২ জুলাই : ক্যানসার আক্রান্ত স্ত্রীকে নিয়ে সহায়সম্বলহীনদের সঙ্গে নিজেদের ৪০তম বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করলেন নাগরাকাটার আংরাভাসা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমাজসেবী রাজেন ফুয়েল। রাজেন মঙ্গলবার 'ক্লথম্যান অফ ডুয়ার্স' নামে পরিচিত সাজু তালুকদারের এথেলবাড়ির হেভেন শেলটার হোমে এই বিশেষ দিনটি কাটালেন। তাঁর স্ত্রী উমা এই হোমের আবাসিকদের সঙ্গে কেক কাটেন। তাঁদের উদ্যোগে বিশেষ মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করা হয়। প্রত্যেককে নতুন জামাকাপড় উপহার দেন ফুয়েল দম্পতি। তাঁরা হোমের জন্য আর্থিক সাহায্যও করেন। জানালেন, যৌথ জীবনের বিশেষ দিনটি এখানে কাটাতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছেন তাঁরা। সাজু তালুকদার বলছেন, 'এমন মহান হৃদয়ের মানুষজনের জন্যেই পৃথিবীটা আজও সুন্দর।'

আংরাভাসার ফুয়েল দম্পতি।

ভাবা অ্যাটমিকে মোরাঘাট চা বাগানের বিশাল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২ জুলাই : মোরাঘাট চা বাগানের গিরগিটিয়া লাইন থেকে একেবারে মুম্বইয়ের ভাবা পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্রে। শুনতে কিছুটা আশ্চর্যের মনে হলেও পারমাণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে দেশের কুলিন ওই সংস্থাটিতে সায়েন্টিফিক অফিসার হয়ে এমনই তাকলাগানো নজির সৃষ্টি করেছেন বানারহাটের মোরাঘাট চা বাগানের বাসিন্দা বিশাল শা নামে এক তরুণ। তাঁর ওই কৃতিত্বে এখন উচ্ছ্বাসে ভাসছে গোটা এলাকা। যদিও নিজের স্বপ্নের গন্তব্যে পৌঁছোনোর যাত্রাপথ আদৌ মসৃণ ছিল না অভাবী পরিবারের ওই ছাত্রের। এই খবরে খুশি প্রশাসনের কর্তারাও। বানারহাটের বিডিও নিরঞ্জন বর্মন বলেন, 'ওই তরুণ পড়াশোনাকেই ধ্যানজ্ঞান করে যেভাবে সফলতা ছিনিয়ে এনেছেন, তা অন্য ছাত্রছাত্রীদেরও প্রেরণা জোগাবে বলেই মনে করি।'

বিশালের বাবা রাজকুমার শা বাগানেই একটি ছোট মুদি দোকান চালান। মা মুন কুমারী শা এলাকার একটি প্রাথমিক স্কুলের পার্শ্বশিক্ষিকা। বিশাল পড়াশোনা করেছেন বানারহাটের আদর্শ বিদ্যামন্দিরে। সরকারি ওই স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার পর জয়েন্ট এন্ট্রান্সে (মেইন্স) উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভোপালে চলে যান মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। এরপর চলতি বছরে কানপুর আইআইটি থেকে 'এমটেক' শেষ করেন। এবছরই 'গেট'-এ উত্তীর্ণ হয়ে মুম্বইয়ের ভাবা পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্রে বিজ্ঞানী পদের জন্য আবেদন করেন তিনি। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাশ করার পর সেখানে যোগ দেওয়ার ছাড়পত্র মেলে।

বিশালের কথায়, 'লক্ষ্যে স্থির থাকলে সবকিছুই সম্ভব। আমার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল বিজ্ঞানী হওয়া। আরও এগোতে চাই।' ওই তরুণের বাবা রাজকুমার শা বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি ছেলের অদম্য আগ্রহ। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পড়িয়েছি। আজ আমারও স্বপ্ন পূরণ হল।' চোখে জল মা মুন কুমারীর। তিনি বলেন, 'পরিশ্রম ও নিষ্ঠাই ছেলের সাফল্যের মূল কারণ।'

সোমবার রাতে মুম্বই থেকে ফেরার পর বিন্নাগুড়ি স্টেশনে নামতেই সংবর্ধনা জোয়ারে ভাসতে থাকেন বিশাল। যা অব্যাহত ছিল মঙ্গলবারও। মোরাঘাট টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিআইসি বিজয় প্রসাদ বলেন, 'চা বাগানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিশাল এখন আইকন। চেষ্টা থাকলেই যে উপায় হয়, তা ফের প্রমাণ হল বিশালের মাধ্যমে।' এলাকার বাসিন্দা তথা ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক শম্ভু ছেত্রী বলেন, 'মোরাঘাট চা বাগান পরমাণু বিজ্ঞানী পেল। এর চেয়ে গর্বের আর কিছু হতে পারে না।'

ভাবা পরমাণু গবেষণাকেন্দ্রের বিজ্ঞানী পদে যোগদানের ছাড়পত্র পাওয়ার পর বিন্নাগুড়িতে ফিরতেই বিশাল সহ সংবর্ধিত তাঁর মা-বাবা।

এনার্জি রিসার্চে সুযোগ নিশীথের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গবেষণা করার সুযোগ পেলেন শিলিগুড়ির নিশীথ বর্মন। বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স থেকে (আইআইএসসি) 'ইন্টারডিসিপ্লিনারি সেন্টার ফর এনার্জি রিসার্চ' বিভাগে গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। সেখানে জুনিয়ার রিসার্চ ফেলো হিসেবে যোগ দেবেন খুব তাড়াতাড়ি। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের পোখাইজোতের এই তরুণ মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুলের প্রাক্তনী। সেখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং' নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনার সুযোগ পান। তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময় গেট (গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং)-এ ২৭৫ র‍্যাংক করেন। স্নাতক স্তরের চতুর্থ বর্ষে তাইওয়ানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ক্ষেত্রে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ আসে নিশীথের কাছে।

একের পর এক সাফল্য নিয়ে নিশীথের কথা, 'তাইওয়ানে ইন্টার্নশিপ করার সময় গবেষণার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। অনেক রকমের বই এবং গবেষণাপত্র পড়েছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ার সময় ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম, উদ্ভাবনী চিন্তাধারার প্রতি আমার ঝোঁক বেশি। কীভাবে নতুন নতুন জিনিস তৈরি করা যায়, তার খোঁজে বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছি ল্যাবে।' নিশীথ ফোনে জানালেন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি মাদ্রাজ থেকে অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স অ্যান্ড বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি।

নতুন জিনিসের খোঁজ ছাড়াও সময় পেলেই তিনি লিখে ফেলেন কবিতা। অবসর সময়ে গান গাইতে এবং শুনতে পছন্দ করেন। নিশীথের কথায়, 'আইটি সেক্টরে কাজ করার ইচ্ছে আমার কোনওদিন ছিল না। গবেষণা করে নতুন কিছু উদ্ভাবনের প্রতি আগ্রহ বরাবর। আইআইএসসি-র মতো প্রথমসারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আরও অনেক কিছু শেখার সুযোগ পাব বলে আশা করছি।' নিশীথের কৃতিত্বে গর্বিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ কমলকৃষ্ণ মণ্ডল। নতুন প্রজন্মের প্রতি শিলিগুড়ির কৃতী সন্তানের বার্তা, 'পড়াশোনায় ফাঁকিবাজি করা চলবে না। যতটুকু সময় পড়বে, সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। একইসঙ্গে নিজের ভালোলাগার বিষয়গুলোকে নিয়ে চর্চা চালাতে হবে অবসর সময়ে। আমি তো সময় পেলেই ক্রিকেট খেলি এবং টিভিতে ম্যাচ দেখি।'

স্টোর্স ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/০৯/২০২৪-২৫ তারিখ: ২৮-০৬-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে:

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ৮১/২৪/৪১১১/ওটি/৬৪/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-০৭-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আইএস: ৩০৯/২০০৫ অনুসারে কমপ্রেসড অক্সিজেন গ্যাস (চতুর্থ সংশোধনী) (ওয়ারান্টির সময়সীমা : ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০]। (১) পরিমাণ- গুয়াহাটি/ফর্মস/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৭৫০০ সিইউএম, (২) পরিমাণ: ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩২০০০ সিইউএম। (৩) নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪০০০০ সিইউএম, (৪) পরিমাণ: শিলিগুড়ি জংশন/ডিজেল/ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৩০০ সিইউএম, (৫) পরিমাণ: নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৫০০০ সিইউএম। পিএল. সংখ্যা. ৮১০৪০৪১৬।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ৬০/২৩/৫০৬৫৫/ওটি/৬৫/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-০৭-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ১) স্পেসিফিকেশন নং. সিওএফএমওডব্লিউ/বিএলটি-৫০টি/২০২১ (আরইভি-০১) অনুসারে বোগী লোড টেস্টিং মেশিন (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০] পরিমাণ- এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল সংখ্যা. - ৬৫০৩০৪৩৪০০১২। ২) টেন্ডার স্পেসিফিকেশন অনুসারে সংলগ্ন সরঞ্জামসমূহের ব্যয়। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট, পিএল সংখ্যা. - ৬৫০৩০৪৩৫ (৩) দফা ১৭ অনুসারে ওয়ারান্টির পরে ৫ বৎসরের জন্যে বিস্তৃত এএমসির ব্যয়। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল সংখ্যা.- ৬৫০৩০৪৩৪ (৪) মেশিন সম্পূর্ণরূপে কার্যক্ষম করে তোলার জন্যে যোগানদাতার অতি আবশ্যক হওয়া বিবেচনায়ে যেকোনো অন্য সরঞ্জামের ব্যয়। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল সংখ্যা. - ৬৫০৩০৪৩৬। (৫) টার্ন কী শুল্কের ব্যয় অর্থাৎ ফাউন্ডেশন, স্থাপন এবং কমিশনিং আদির। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল সংখ্যা. - ৬৫০৩০৪৩৭। (৬) ওয়ারান্টির সময়সীমার প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষের সময়ে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল সংখ্যা. - ৬৫০৩০৪৩৮। (৭) অনুচ্ছেদ IV এর দফা ৪.৩ তে নির্ধারিত করা অনুসারে, ব্যক্তিগত সামগ্রীর ব্রেক আপ সহিত বৈকল্পিক সরঞ্জাম। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল সংখ্যা. - ৬৫০৩০৪৩৯। (৮) প্রযোজ্য হওয়া অনুসারে ব্যক্তিগত সামগ্রীর ব্রেক আপ সহিত দফা V এর অনুচ্ছেদ ৬ অনুসারে কনজিউমেবলস। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল সংখ্যা. - ৬৫০৩০৪৪০। (৯) অনুচ্ছেদ V এর দফা ৫ অনুসারে দুই বৎসরের সাধারণ পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে স্পেয়ার্স। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০]। পরিমাণ- এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল. সংখ্যা. - ৬৫০৩০৪৪১।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ৬০/২৪/৫০৫০/ওটি/৬৬/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৭-০৭-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) অনুসূচি-I এ অগ্রগামী পেরামিটারের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং স্পেসিফিকেশন অনুসারে সংলগ্ন সরঞ্জামের সঙ্গে সিএনসি নিয়ন্ত্রিত ডাইনামিক হুইল সেট বেলেন্সিং মেশিন (ওয়ারান্টির সময়সীমা : ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০] পরিমাণ- এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬৫৭১৯০৪৩৮০০৫১। (২) ০২ বৎসরের ওয়ারান্টির সমাপ্তির পরে ০৫ বৎসরের জন্যে বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকার ব্যয়। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০] পরিমাণ- এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি। পিএল. সংখ্যা: ৬৫৭১৯০৪৩৬। (৩) টার্ন কী শুল্কের ব্যয় অর্থাৎ ফাউন্ডেশন, স্থাপন, কমিশনিং আদি। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০], পরিমাণ: এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬৫৭১৯০৪৩৭। (৪) ওয়ারান্টির সময়সীমার প্রথম এবং দ্বিতীয় বৎসরের সময়ে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ শুল্কের ব্যয়। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০], পরিমাণ: এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি। পিএল সংখ্যা.- ৬৫৭১৯০৪৩৮.৫ (৫) ব্যক্তিগত সামগ্রীর ব্রেক আপ সহিত বৈকল্পিক সরঞ্জামের ব্যয় [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০] পরিমাণ- এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬৫৭১৯০৪৩৯।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ৬০/২৩/৫০৬৪বি/ওটি/৬৭/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৭-০৭-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) রোটারি স্ক্রু ইলেক্ট্রিক্যাল ড্রাইভেন এয়ার কম্প্রেশর ক্যাপ: ৫০০ সিএফএম, ১০ কেজি/সিএম বর্গমিটার (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: আছে, পর্যায়: ১] পরিমাণ:- এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল সংখ্যা. ৬৫০৫০৬২৯০০১৯ (২) টেন্ডার স্পেসিফিকেশন অনুসারে সংলগ্ন সরঞ্জামের ব্যয় [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০], পরিমাণ-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল সংখ্যা.- ৬৫০৫০৬৩০ (৩) দফা ১৭ অনুসারে ওয়ারান্টির পরে ৫ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিস্তৃত এএমসির ব্যয় (ওয়ারান্টির সময়সীমা সম্পূর্ণ হওয়ার পরে যদি প্রয়োজন হয় প্রাপক এএমসি প্রারম্ভ করতে পারবে) [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০], পরিমাণ-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল সংখ্যা. ৬৫০৫০৬২৯, (৪) মেশিন সম্পূর্ণরূপে কার্যক্ষম করে তোলার জন্যে যোগানদাতার অতি আবশ্যক হওয়া বিবেচনায়ে যেকোনো অন্য সরঞ্জামের ব্যয় [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০], পরিমাণ-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল সংখ্যা.- ৬৫০৫০৬৩১, (৫) টার্ন কী শুল্কের ব্যয় অর্থাৎ ফাউন্ডেশন, স্থাপন এবং কমিশনিং আদি [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০], পরিমাণ-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল সংখ্যা. - ৬৫০৫০৬৩২, (৬) ওয়ারান্টির সময়সীমার প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষের সময়ে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০], পরিমাণ-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৬৫০৫০৬৩৩ (৭) অনুচ্ছেদ IV এর দফা ৪.৩ তে নির্ধারিত অনুসারে ব্যক্তিগত সামগ্রীর ব্রেক আপ সহিত বৈকল্পিক সরঞ্জাম। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০], পরিমাণ-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল সংখ্যা.- ৬৫০৫০৬৩৪ (৮) প্রযোজ্য হওয়া অনুসারে ব্যক্তিগত সামগ্রীর ব্রেক আপ সহিত অনুচ্ছেদ V এর দফা ৬ অনুসারে কনজিউমেবলস [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০], পরিমাণ-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল সংখ্যা. - ৬৫০৫০৬৩৫ (৯) অনুচ্ছেদ V এর দফা ৫ এবং দফা ১৩ অনুসারে ব্যক্তিগত সামগ্রীর ব্রেক আপ সহিত স্পেয়ার্স। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০], পরিমাণ-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল সংখ্যা.- ৬৫০৫০৬৩৬ (১০) পরিচালনের ৪৪০০ ঘণ্টার জন্যে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যয় (২২০০ ঘণ্টা/বৎসরের বিবেচনায়ে অর্থাৎ দফা ২.২ অনুসারে সম্পূর্ণ দর ক্ষমতাসম্পন্ন ২ বৎসরের জন্যে)। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০], পরিমাণ-এসএসই/এমডব্লিউএস/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৬৫০৫০৬৩৭।

ক্রমিক সংখ্যা ৫। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/৫৫৩৪/ওটি/৬৮/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৫-০৭-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) ফীড পাইপ কমপ্লিটের জন্যে এয়ার ব্রেক হস কাপলিং, সেপ্টেম্বর ২০১৬ এর সংশোধনী-০৪ সহিত আরডিএসও ডিআরজি নং. ডব্লিউডি-৮১০২৭-এস-০১, এএলটি-১৪ এমএটি. স্পেসিফিকেশনঃ আরডিএসও, ০২- এবিআর-০২ (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০] ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৩৮২ টি ২) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩৯৯৭ টি (৩) পরিমাণ- পাণ্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২৬০ টি, ৪) পরিমাণ- কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ২১০ টি (৫) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১৯২ টি, পিএল. সংখ্যা.- ৩১৩৫৭১০৬।

ক্রমিক সংখ্যা ৬। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫১৩৭/ওটি/৬৯/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৬-০৭-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: সেপ্টেম্বর ২০১৬ এর (অনন্তিম পরিবর্তন) সংশোধনী নং. ৬ এর গ্লুড ইনসুলেটেড রেইল জয়েন্টের (১৯৯৮) স্পেসিফিকেশন আইআরএস/মেনুয়াল অনুসারে আরডিএসও ডিআরজি নং. টি- ২৫৭২ (অনন্তিম সংশোধনী) অনুরূপে পিএসসি স্লীপারের উপরে ৬০ কেজি রেইলের জন্যে গ্লুড জয়েন্ট। (এই টেন্ডারে প্রযোজ্য হওয়া টেন্ডার খোলা তারিখের পূর্বে এক মাস পর্যন্ত আরডিএসও দ্বারা জারি করা ড্রয়িং এবং স্পেসিফিকেশন অনুসারে পরিবর্তন হবে) (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০], পরিমাণ-এসএসই/পিওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৬০০ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩০১১০৬৮৫।

ক্রমিক সংখ্যা ৭। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫১৩৫/ওটি/৭০/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৬-০৭-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: টেন্ডার খোলার তারিখ অনুসারে অনন্তিম পরিবর্তন সহিত ইলাস্টিক রেইল ক্লিপ (প্রভিজনেল) ২০২০ সহিত ব্যবহারের জন্যে মেটাল লাইনারের হেতু আইআরএস স্পেসিফিকেশন অনুসারে এবং অনন্তিম পরিবর্তন সহিত আরডিএসও ডিআরজি নং. টি/৩৭৪১ এবং টি/৩৭৪২ অনুসারে ৬০ কেজি পিএসসি স্লীপারের উপরে ৫২ কেজি ইউআইসি রেইলের জন্যে কম্বিনেশন মেটাল লাইনার্স (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০], পরিমাণ-এসএসই/পিওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৩২৮০০০ সেট, পিএল. সংখ্যা. ৩০১১০৫১০।

ক্রমিক সংখ্যা ৮। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫১৩২/ওটি/৭১/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৮-০৭-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: যদি আছে, টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ অনুসারে, অনন্তিম পরিবর্তন সহিত ৫২ কেজি এবং ৬০ কেজি (ইউআইসি) রেইলের জন্যে উপযোগী হওয়া ওয়াইডার পিএসসি স্লীপার সহিত ব্যবহারের জন্যে আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৮৭৪৭ অনুরূপে ওয়াইডার বেস পিএসসি স্লীপারের জন্যে ১০ এমএম থিক কম্পজিট গ্রুভড রাবার স্যলেট। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ অনুসারে যদি আছে অনন্তিম সংশোধনী এবং ২০১৮ এর [illegible]

ক্রমিক সংখ্যা ৯। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫১৮১/ওটি/৭২/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৯-০৭-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: [illegible]

ক্রমিক সংখ্যা ১০। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫১৮৩/ওটি/৭৩/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখ: ২২-০৭-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: [illegible]

বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনে পার্সেল স্পেস লিজিং

নং. সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৩/পিটি-II, তারিখ ২৮.০৬.২০২৪

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশন থেকে উদ্ভূত ০৯টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৩ টি এসএলআর এবং ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৩ টি আরটিভিপি-তে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত শর্তাবলী সম্বলিত অ-হস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে। তৎক্ষণাৎ ই-অকশনের জন্য বিডিং www.ireps.gov.in -এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য, ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের এককালীন নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার নেওয়া আবশ্যক। অকশন ক্যাটালগ নং.: পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৪-৭বি। ট্রেন সংখ্যা: ০৯টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৩ টি এসএলআর এবং ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৩ টি আরটিভিপি; অকশনের শুরুর তারিখ ও সময় : ১২.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায়।

HWH-144/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

রাঁধুনিতে অর্পিতা সাহা রাঁধবেন ছোলা বাদাম চিকেন এবং প্রোটিন বোল। **আকাশ আটে** দুপুর ১.৩০টায়।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৪৫ মিঠিঝোরা, ১০.৩০ যোগমায়া

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.৩০ শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়- যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ আদালত ও একটি মেয়ে, ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ বাদল শেষের পাখি, ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.৩০ একাই একশো, বিকেল ৩.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, সন্ধ্যা ৬.০০ মেমসাহেব, রাত ৮.৩০ পথ ও প্রাসাদ, রাত ১১.০০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ খোকা ৪২০, দুপুর ১.০০ বড় বউ, বিকেল ৪.০০ চ্যাম্পিয়ন, সন্ধ্যা ৭.০০ স্নেহের প্রতিদান, রাত ১০.০০ ভিলেন

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ অরুন্ধতী, বিকেল ৩.৫৫ সকাল সন্ধ্যা, সন্ধ্যা ৭.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ১০.৪০ বাঙালি বাবু ইংলিশ মেম

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্ধু

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সাত পাকে বাঁধা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দালাল

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে বিকেল ৪.০৭ মিনিটে **দ্য কাশ্মীর ফাইলস।**

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে রাত ৮টায় **১০২ নট আউট।**

চলচ্চিত্র

শুটিং ১৯ জুলাই। বিখ্যাত শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে ৮-৭০ বয়সি নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। সিঙ্গার চাই। 8282979209. (C/111083)

সংশোধনী নং.-০২

অনুগ্রহ করে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কেআইআর/ইএনজিজি/২২ অব ২০২৪ তারিখ ০৩-০৬-২০২৪-এর টেন্ডার নং.২ ও ৩-এর পরিবর্তিত বন্ধ ও খোলার তারিখ পড়ুন। এখন অনুগ্রহ করে পড়ুন :-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০২-০৭-২০২৪ -এর ১৫.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১০-০৭-২০২৪ -এর ১৫.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ০২-০৭-২০২৪ -এর ১৫.৩০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১০-০৭-২০২৪ -এর ১৫.৩০ ঘণ্টা। উপরের টেন্ডারের অন্যান্য সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলি একই থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Expression of Interest (EOI) are hereby invited from the Government / Semi-Government / Government PSU / Govt. Enterprise Organizations vide No. G/1135/DM/MDM Dated 20.06.2024 for implementing of awareness on PM POSHAN. For details visit the website www.coochbehar.nic.in.

Sd/-
District Magistrate
Cooch Behar

E-Tenders are hereby invited from the Bonafied Agencies vide NIT No. G/1136, G/1137 and G/1138 Dated 20.06.2024.For details visit the website www.wbtenders.gov.in or www.coochbehar.nic.in.

Sd/-
District Magistrate
Cooch Behar

কাটিহার-মুকুরিয়া ডাবলিং প্রোজেক্টে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৪/জুন/০২, তারিখঃ ২৬-০৬-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. সিই/কন/কে-এম/এমআইএস/২০২৪/০৯। কাজের নামঃ কাটিহার-মুকুরিয়া ডাবলিং প্রোজেক্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিমি ৯.৭৬০ থেকে কিমি ২৪.০০০ -এর মধ্যে রেলওয়ে বিজি এমব্যাংকমেন্ট-এর জন্য ফর্মেশনে আর্থওয়ার্ক, আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্ল্যাংকেটিং কাজ, আরইউবি (৮টি) সহ মাইনোর ব্রিজ নির্মাণের পাশাপাশি সুরক্ষার কাজ, আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল/ড্রেন, এবং সার্কুলেটিং এরিয়া ও হাই লেভেল প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মের সাথে ২টি ডি ক্লাস স্টেশন বিল্ডিং, ৩ এম প্রশস্ত এফওবি নির্মাণ এবং সংযুক্ত সমস্ত ধরনের আনুষঙ্গিক কাজ। আনুমানিক মূল্যঃ ৯৭,৮১,৬৮,৫১৯.৯৫ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৬-০৮-২০২৪ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৬-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ এবং যে কোনও সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/৫

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

(নির্মাণ সংস্থা)

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

জ্যোতিষ

জ্যোতিষবিদ শ্রী প্রশান্ত আচার্য্য বিবাহ, ব্যবসা, মামলা, যে কোনও সমস্যার 100% সমাধান, 6 তাং শিলিগুড়িতে। (M) 8145448077. (C/111095)

কলকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষ শ্রীভৃগু শিলিগুড়িতে ১-৭, আলিপুরদুয়ার ৮-১৪, বসছেন রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। Ph : 7719371978.

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস-বিল্ডিং, ফ্ল্যাট, জমি, বাড়ি কেনা ও পুরোনো গাড়ির লোন করা হয়। M : 97751-37242, শিলিগুড়ি। (C/111095)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি জলপাইমোড়ে রিলায়েন্স জিও ওয়্যারহাউসে লেবার চাই। রবিবার ছুটি। বেতন 10,000/-। M :- 8653710700. (C/111094)

প্রাইভেট গাড়ি এবং পিকআপ ভ্যান চালাবার জন্য ড্রাইভার চাই। থেকে চালাতে হবে। (M) 8907280000

Wanted A Lady Teacher (Unreserved) Having Qualifications B.A. (ENG), B.ED. In Maternity Leave Vacancy (Up to 28.10.2024). Apply (With All Documents) to the Member Secretary, K.B.S Girl's Junior High School, AT & P.O. Bhagabanpur, VIA- Baishnabnagar, Dist- Malda, Pin- 732210 Within 10 (Ten) Days From the date of Advertisement. (M-109626)

অ্যাফিডেভিট

আমার পুত্র Aditya Das-এর জন্ম শংসাপত্র Regn No. 1118 dt 27.08.2007 আমার নাম ভুল থাকায় গত 26.06.24 সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mamoni Dass এবং Barnali Das (Sen Konger) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পেষ্টার ঝাড়, খারিজা কাকড়িবাড়ি, কোচবিহার। (C/110741)

বিক্রয়

Flat বিক্রয়-950 sq.ft. দোকান সমেত বিক্রি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, আশ্রমপাড়া, জলপাইগুড়ি। (M) 9749213634. (C/111085)

দোকান বিক্রয় (গ্রাউন্ড ফ্লোর) হিলকার্ট রোড, সেবক মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি। (M) 9126082632

নিউ কোচবিহারে বাইশগুড়ির মেইন রোডের পাশে ফ্লাইওভারের নীচে, তিনদিকে দেওয়াল দেওয়া 3 কাঠা জমি সত্বর বিক্রয় হইবে। M-9434028924.

Tender Notice

NIT No.-e-NIT/01/BPS/2023-24, dated- 02.07.2024

Tender has been floated for 14 (Fourteen) no. work under Bamangola Panchyat Samity, Malda. Under 15th FC fund. Tender Circulated Memo No. 285/BPS, Dated- 02.07.2024.

Bonafide contractors/ Suppliers are quested to visit office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Bamangola Panchyat Samity, Malda

Memo No : 621 (2)/DICO/MLD, dt- 02-07-24

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্য গর্ববোধ। নিজের সিদ্ধান্ত ভুল হওয়ায় সমস্যা বাড়বে। কোনও দুষ্ট ব্যক্তির প্রতারণায় পড়তে পারেন। **বৃষ :** বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবসায় লগ্নির কথা ভাবুন। সারাদিন যাবে শ্রমের মধ্যে দিয়ে বিদ্যার্থীরা সাফল্য পাবেন। নতুন ব্যবসার শুরু হবার দিন। **মিথুন :** আজ শত্রু বশীভূত হবে। আটকে থাকা মামলা নিয়ে দুশ্চিন্তা। উচ্চশিক্ষায় বিঘ্ন। প্রেমে শুভ। **কর্কট :** সত্যি কথা বলে বিপত্তিতে পড়বেন। সামান্য কারণে অধিক দুশ্চিন্তা। নতুন কোনও কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **সিংহ :** সংসারে হঠাৎ জটিলতা বৃদ্ধি। বিতর্কে গিয়ে সমস্যায়। পুরোনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা। নতুন জমি ক্রয়ে সুযোগ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ। **কন্যা :** বাবার পরামর্শ মেনে নিন। প্রেমের সংকট কাটবে। কোনও ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটায় স্বস্তি। **তুলা :** আজ কোনও কারণে আইনি পরামর্শ নিতে হতে পারে। নতুন বন্ধু প্রাপ্তিতে আনন্দ। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা। **বৃশ্চিক :** বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। চর্মরোগ বৃদ্ধি। ব্যবসার কারণে দূর স্থানে যেতে হতে পারে। মায়ের রোগমুক্তি স্বস্তিলাভ। **ধনু :** আজ আপনার বুদ্ধি প্রশংসিত হওযায় খুশি হবেন। গৃহ সংস্কারে হঠাৎ অর্থব্যয়। **মকর :** প্রয়োজনীয় কাজে নিজে অংশগ্রহণ করুন। সুফল মিলবে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। **কুম্ভ :** অপত্য স্নেহে অধিক ব্যয়। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক শান্তি। সন্তানের জন্যে গর্ব। **মীন :** সামান্য কারণে দাম্পত্যে অশান্তি। শরীর নিয়ে অযথা উদ্বেগ্ন হয়ে পড়বেন। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৮ আষাঢ়, ১৪৩১, ১২ আষাঢ়, ৩ জুলাই ২০২৪, ১৮ আহার, সংবৎ ১২ আষাঢ় বদি, ২৬ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৫।০, অঃ ৬।২৩। বুধবার, দ্বাদশী দিবা ৭।৩। কৃত্তিকানক্ষত্র প্রাতঃ ৫।১৬ পরে রোহিণীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।৩৬। শূলযোগ দিবা ১০।১৭। তৈতিলকরণ দিবা ৭।৩ গতে গরকরণ সন্ধ্যা ৬।২০ গতে বণিজকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, প্রাত ৫।১৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, শেষরাত্রি ৪।৩৬ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ প্রাতঃ ৫।১৬ গতে একপাদদোষ, দিবা ৭।৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৭।৩ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৮।২১ গতে ১০।১ মধ্যে ও ১১।৪২ গতে ১।২২ মধ্য। কালরাত্রি ২।২১ গতে ৩।৪০ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- প্রাতঃ ৫।১৬ গতে দিবা ১০।১৭ মধ্যে পুনঃ দিবা ১।২২ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধানরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৭।৩ মধ্যে নবোদকশ্রাদ্ধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৭।৩ মধ্যে একাদশীর পারণ। অমৃতযোগ - দিবা ৭।৪৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ১।৫৬ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৬ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ১।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মমতার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনন্দের

কলকাতা, ২ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মানহানির মামলা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মঙ্গলবার মামলা দায়ের করা হয়। বুধবারই বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার বিষয়টি এদিন শিলিগুড়িতে জানান রাজ্যপাল। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'কেউ যদি আমার সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা করেন, তবে তিনি যেই হোন, তাঁকে ফল ভুগতে হবে।'

রাজভবনের এক মহিলা কর্মীকে শ্লীলতাহানি নিয়ে রাজ্যপালকে লাগাতার আক্রমণ করেছেন মমতা। এমনকি দিল্লিতে রাজ্যপাল এক নৃত্যশিল্পীকে যৌন হেনস্তা করেছেন বলে দাবিও করা হয়েছে। দুটি বিষয় নিয়েই রাজ্যপালকে লাগাতার আক্রমণ করেছে তৃণমূল। এই নিয়ে নবান্নের সঙ্গে রাজভবনের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। এরই মাঝে সম্প্রতি বরানগর ও ভগবানগোলায় উপনির্বাচনে জয়ী দুই তৃণমূল বিধায়কের শপথগ্রহণ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে ফের সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হয়েছে সরকারের। বরানগরের নবনির্বাচিত বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শপথ নেওয়ার জন্য রাজভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু সায়ন্তিকা রাজভবনে যেতে রাজি হননি।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'রাজভবনের যা কীর্তি, মেয়েরা সেখানে যেতে ভয় পায়।' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য নিয়েই ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল। এরপরই তিনি মামলার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন বলে সূত্রের খবর। আইনজীবীদের সঙ্গে তিনি পরামর্শও শুরু করেন। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর এই নিয়ে কথা হয়। তারপরই মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে তিনি এই নিয়ে মামলা দায়ের করেছেন।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যপালের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী আমার সাংবিধানিক সাথী। সেই হিসাবে আমি তাঁকে মর্যাদা দিই। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা নিয়েই মানহানির মামলা দায়ের করা হয়েছে। বাকিটা আদালত বিচার করবে।' বুধবারই মামলাটির শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা।

সিদ্ধান্ত নবান্নের, গণপ্রহারের বিল পড়ে রাজভবনে

মৃতদের পরিবারে চাকরি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ জুলাই : রাজ্যে একের পর এক গণপিটুনির ঘটনা ঘটছে। দেশের নতুন ফৌজদারি আইন দণ্ড সংহিতায় গণপিটুনিতে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। অথচ রাজ্যে বিধানসভায় পাশ হওয়া গণপিটুনির ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডের বিল পাশ হয়ে গেলেও পাঁচ বছর ধরে রাজভবনে তা পড়ে রয়েছে। রাজ্যপাল ওই বিলে এখনও সই করেননি। সেই কারণে এই আইন এই রাজ্যে আগেই কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা হয়নি। এরই মধ্যে মঙ্গলবারও আড়িয়াদহে এক মহিলা ও তাঁর ছেলেকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্তের সঙ্গে আবার কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে। তা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কও হয়েছে।

গণপিটুনি আটকাতে ও এই নিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে রাজ্যের প্রতিটি পুলিশ সুপার এবং পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিল নবান্ন। এদিন নবান্নে রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং এডিজি (আইনশৃঙ্খলা)-কে নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ধরনের ঘটনা একের পর এক ঘটলেও পুলিশ কেন আগে থেকে জানতে পারছে না, গোয়েন্দা দপ্তর কী পদক্ষেপ করছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবারও আড়িয়াদহে এক মহিলা ও তাঁর ছেলেকে রাস্তায় ফেলে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। অথচ এই নিয়ে পুলিশ আগে থেকে কেন সচেতনতামূলক ব্যবস্থা নেয়নি, তা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ক্ষোভের কথা জানিয়ে দেন।

এরপরই এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) মনোজ ভার্মা সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন, গণপিটুনির ঘটনায় মৃতদের পরিবারের একজনকে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরি ও পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আলাপন বলেন, 'যে-কোনো মৃত্যুই দুঃখজনক। চাকরি বা টাকা দিয়ে সেই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফে পরিবারগুলির পাশে থাকার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

> যে-কোনো মৃত্যুই দুঃখজনক। চাকরি বা টাকা দিয়ে সেই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফে পরিবারগুলির পাশে থাকার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
>
> **আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *মুখ্য উপদেষ্টা*

মনোজ ভার্মা বলেন, 'জনগণকে বলব আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। পুলিশকে জানান। কিন্তু তা না করে আইন নিজের হাতে তুলে নিলে প্রশাসন বরদাস্ত করবে না।' উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় এক তরুণ-তরুণীকে নৃশংসভাবে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় এক তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তারও হয়েছেন। বিতর্কিত মন্তব্য করায় চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ককে শোকজও করা হয়েছে। এরই মধ্যে নবান্ন এই সিদ্ধান্ত নিল।

তবে নবান্নের কর্তাদের বক্তব্য, ২০১৯ সালে রাজ্য মন্ত্রীসভায় গণপিটুনির ঘটনায় অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত পাশ হয়। তারপর রাজ্য বিধানসভায় তা অনুমোদিতও হয়েছিল। এরপর ওই বিল পাঠানো হয় রাজ্যপালের কাছে। কিন্তু গত পাঁচ বছরে ওই বিল রাজভবন থেকে পাশ হয়নি। এখনও ওই বিলে রাজ্যপাল সই করেননি। রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'চোপড়ার ঘটনায় অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু রাজ্য এই গণপিটুনির ঘটনার বিরুদ্ধে যথেষ্ট কড়া মনোভাব নিতে চায়। রাজ্যপাল সংবাদমাধ্যমে বড় বড় কথা বলছেন। কিন্তু পাঁচ বছর ধরে রাজভবনে যে বিল আটকে রয়েছে, রাজ্যপাল তাতে সই করেননি কেন? এর উত্তর রাজ্যপালকে দিতে হবে।'

এদিন প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপার, রেলের পুলিশ সুপার এবং পুলিশ কমিশনারদের পাঠানো নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, গণপিটুনির বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে ও টিভি চ্যানেলে সচেতনতামূলক প্রচার করতে হবে। ভুয়ো খবর যাতে না ছড়ায় নজর রাখতে হবে। নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে আলাপন বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি ঘটনা রাজ্য সরকারের নজরে এসেছে। পুলিশকে এই নিয়ে সবাধিক সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।'

তিলোত্তমার বৃষ্টি উপভোগ বিদেশিদের। মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

বোসের ওপর চাপ শাসক-বিরোধীর

কলকাতা, ২ জুলাই : আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে সুরাহা না হলে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করাতে পারেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজভবনের ওপর চাপ বাড়াতে মঙ্গলবার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিমান। তবে বিধানসভা ও নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজভবন ও নবান্নের মুখরক্ষা করে শপথ-জটের মীমাংসা কীভাবে হবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যে রাজভবনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের আলোচনা হয়েছে।

সূত্রের দাবি, সেই আলোচনাতেই জট খোলার ইঙ্গিত মিলেছে। নতুন করে আর কোনও জটিলতা তৈরি না হলে, অধ্যক্ষের পদক্ষেপ করার দরকার হবে না। সম্ভবত, আগামী বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল কলকাতায় ফেরার পর, চলতি সপ্তাহেই কাটতে চলেছে শপথ জট। মঙ্গলবারও তৃণমূলের পাশাপাশি বিধানসভায় ধর্না দিল বিজেপি।

বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকারের ধর্না পঞ্চম দিন পেরোল। এদিন সায়ন্তিকা ও রেয়াতের পরনে ছিল কালো পোশাক। হাতে প্ল্যাকার্ডে রাজ্যপালের উদ্দেশে লেখা, 'আর কতদিন আমাদের শপথের জন্য অপেক্ষা করতে হবে?' দিনভর ধর্নায় এদিনও তাঁদের প্রতি সহমর্মিতা দেখাতে হাজির ছিলেন পরিবহণমন্ত্রী শুভাশিস চক্রবর্তী ও দলীয় বিধায়করা।

এদিন আচমকাই চোপড়া সফর বাতিল করে শিলিগুড়ি থেকেই দিল্লি ফিরে যান রাজ্যপাল আনন্দ বোস। বোসের দিল্লি ফিরে যাওয়ার

শপথ-জটের মীমাংসা অধরাই

খবরে কার্যত হতাশ সায়ন্তিকা বলেন, 'ভেবেছিলাম চোপড়া থেকে রাজভবনে ফিরে বুধবারই হয়তো আমাদের শপথটা দিয়ে দেবেন। কিন্তু, উনি দিল্লি ফিরে যাওয়ায় কোনও আশা দেখছি না।'

অধ্যক্ষ বলেন, 'ওদেরও ধৈর্যের একটা সীমা আছে। কতদিন এভাবে চলতে পারে?' সোমবারই দুই বিধায়ক শপথ জট কাটাতে অধ্যক্ষকে মধ্যস্থতা করার আর্জি জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। তারই জেরে, বিধায়কদের আর্জিতে সাড়া দিয়ে দ্রুত শপথ দেওয়ার জন্য রাজ্যপালকে চিঠি দিয়েছিলেন অধ্যক্ষ। কিন্তু, এদিন সেই চিঠির কোনও জবাব দেয়নি রাজভবন। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ অধ্যক্ষ এদিন বলেন, 'আমি আরও ২-৩ দিন অপেক্ষা করে এই বিষয়ে পদক্ষেপ করব।'

নিয়মানুযায়ী, বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে অধ্যক্ষ বিধায়কদের শপথ দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু রাজ্যপালের অনুপস্থিতিতে তা করা হলে, বিধানসভায় ওইভাবে শপথ নিয়ে বিধায়করা অধিবেশনে যোগ দিলে দৈনিক ৫০০ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে বিধায়কদের।

সম্প্রতি, বিধানসভাকে দেওয়া রাজ্যভবনের একটি চিঠিতে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে, এদিন দুই বিধায়কই বলেন, 'দরকার হলে তা দেব। কিন্তু, কোনওভাবেই রাজভবনে যাব না।' সব মিলিয়ে রাজভবনের ওপর চাপ বাড়ানোর রাজনীতি বহাল রেখেছে শাসকদল।

ভোটে পদ্মের সভাপতি নয়

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ জুলাই : সুকান্ত মজুমদার সরলেও রাজ্য সভাপতি পদে সাংগঠনিক নির্বাচন এড়াতে পারে বিজেপি। রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, দলের নীচুতলায় বুথ বা মণ্ডলস্তরে সাংগঠনিক নির্বাচন হলেও বাকিটা 'অ্যাডহক' হিসাবে রেখে আপাতত কাজ চালাবে রাজ্য বিজেপি। রাজ্য সভাপতি পদ নিয়ে নির্বাচনে 'বিড়ম্বনা' এড়াতে এমনই সম্ভাবনা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। তবে বিষয়টি এখনই চূড়ান্ত নয়।

সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা থেকে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সবাই খাতায়-কলমে নির্বাচিত। কিন্তু গত ২০১১-১২ থেকে সারা দেশেই কার্যত বিজেপির সাংগঠনিক নির্বাচনের পাট উঠে গিয়েছে। খাতায়-কলমে নির্বাচন হলেও কোথাও কোনও ভোটাভুটি হয় না। সবটাই পূর্বনির্ধারিত ও মনোনীত। ওই মনোনীত ব্যক্তিরাই বুথ থেকে শুরু করে রাজ্য সভাপতি মায় সর্বভারতীয় সভাপতির চেয়ার অলংকৃত করেন। এক রাজ্য নেতা বলেন, 'প্রকাশ্যে দলের তরফে অবশ্য বলা হয়, নির্বাচনের দরকার পড়েনি বলেই ভোটাভুটি করতে হয়নি। সবটাই সুশৃঙ্খলভাবে হয়েছে। সর্বসম্মতভাবেই আমরা পদাধিকারী নির্বাচন করতে পেরেছি। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়, আসলে বুথ সভাপতি কে হবেন, মণ্ডলে মণ্ডলে পদাধিকারী কারা হবেন তা আগেই ঠিক হয়ে যায়। সাংগঠনিক নির্বাচনটা খাতায়-কলমে। ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রকৃত নির্বাচন করতে গেলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে এক বছরেও দলের সাংগঠনিক নির্বাচন শেষ হবে না।'

সূত্রের মতে, এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সভাপতি পদ নিয়ে জটিলতা এড়াতে সাংগঠনিক নির্বাচন এড়াতে চাইছে দল। দলের এক প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন, অমিত শা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর জায়গায় সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডাকেও অ্যাডহক নিয়োগ করা হয়। বঙ্গ বিজেপিতেও রাহুল সিনহা, দিলীপ ঘোষরা অ্যাডহক হিসাবেই মেয়াদের বেশি সময় রাজ্য সভাপতি পদে ছিলেন। ফলে সুকান্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলে রাজ্য সভাপতি নির্বাচন না করে 'অ্যাডহক রাজ্য সভাপতি' পদে কাউকে বসিয়ে দেওয়া হতে পারে। পরে অ্যাডহক সভাপতি দলের রাশ হাতে নেওয়ার পর সাংগঠনিক নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্য সভাপতি হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত হবেন।

টাকা ফেরাতে চান ঋতুপর্ণা

কলকাতা, ২ জুলাই : ইডির তলব পেয়ে ১৯ জুন সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল অভিনেত্রী অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। ইডি সূত্রে খবর, ২ সপ্তাহের মধ্যে তিনি ৭০ লক্ষ টাকা ইডিকে ফেরত দিতে চান বলেই ওই দিন জানিয়েছিলেন।

জামিন

কলকাতা, ২ জুলাই : বারুইপুরের বিজয়গঞ্জের আইএসএফ কর্মী খুনের মামলায় মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেন ভাঙড়ের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক আরাবুল ইসলাম। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁকে জামিন দেয়।

সালিশি। খুব ছোট্ট শব্দ। কিন্তু পরিণতি ভয়ংকর। চোপড়া থেকে ফুলবাড়ি, সালিশি সভায় নির্মম নির্যাতনের ছবি সামনে আসছে, যা নিয়ে তুমুল বিতর্ক বাংলায়। সাংসারিক সমস্যা হোক বা ব্যক্তিগত, সব জায়গাতেই নাক গলাচ্ছে নীতিপুলিশরা। যেন দেশে আইনকানুন বলে কিছু নেই। এই প্রথম নয়, উত্তরবঙ্গে একাধিকবার সালিশির ঘটনা সামনে এসেছে। সংবাদমাধ্যমে হইচই না হলে অবশ্য টনক নড়ে না পুলিশের। ফুলবাড়ি তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। চোপড়াতেও সামনে আসছে হামিদুল-ঘনিষ্ঠ বাহুবলী নেতাদের সালিশি সভার কীর্তি। সবমিলিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে।

নিউ জলপাইগুড়ি থানায় বিজেপির বিক্ষোভ। মঙ্গলবার।

জাগল পুলিশ, শুরু ধরপাকড়

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : সালিশি সভায় মারধর ও তার জেরে অপমানে তরুণীর 'আত্মহত্যা'র ঘটনায় অবশেষে টনক নড়ল পুলিশের। মঙ্গলবার সকাল থেকে দফায় দফায় এলাকায় অভিযান চালাল পুলিশ। এদিন দুজন সহ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চারজন গ্রেপ্তার হয়েছে। বাকি অভিযুক্তরা অধরাই। যদিও প্রথম থেকেই সালিশির অভিযোগ পুলিশের তরফে অস্বীকার করা হয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (জোন-১) দীপক সরকারের বক্তব্য, 'অভিযোগের ভিত্তিতে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তদন্ত চলছে। আমাদের কাছে সালিশির কোনও অভিযোগ আসেনি।'

সংবাদমাধ্যমের সামনে মৃতার পরিবার অবশ্য বারবারই সালিশিতে মারধরের অভিযোগ তুলছেন। তরুণীর স্বামী বলছেন, 'প্রথমে ঠিক হয় পঞ্চায়েত সদস্যের উপস্থিতিতে এক জায়গায় বসা হবে। পঞ্চায়েত সদস্য মালতী রায়ের স্বামী শম্ভু রায়ের কাছে গেলে তিনি আমাদের নিজেদের বাড়ির দিকে এগোতে বলেন। কিন্তু সভা শুরু হওয়ার আগেই আমার স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর শুরু করা হয়। বাধা দিতে এলে পরিবারের অন্যদেরও আক্রমণ করা হয়।' এমনকি ছবি তুলতে গিয়ে কয়েকজন আক্রান্ত হয় বলেও জানিয়েছেন মৃতার পড়শিরা।

ঘটনায় পরপর দু'দিন দুটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। শনিবার ঘটনা ঘটার পর রবিবার তরুণীর স্বামী একটি অভিযোগ করেন। সেখানে তরুণী যাঁর সঙ্গে ঘর ছেড়েছিলেন সেই ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করা হয়। সোমবার তরুণীর ভাই স্বপ্না অধিকারী, ব্রজেন অধিকারী সহ আটজনের বিরুদ্ধে মারধরের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে

দিনভর যা হল

- মঙ্গলবার সকাল থেকে দফায় দফায় অভিযান
- এদিন দুজন সহ এখনও পর্যন্ত চারজন গ্রেপ্তার
- সকালে আক্রান্তদের বাড়িতে পদ্মের প্রতিনিধিদল
- নিউ জলপাইগুড়ি থানার সামনে বিক্ষোভ বিজেপির
- দুপুরে ঘটনাস্থলে সিপিএম দার্জিলিং জেলা কমিটির প্রতিনিধিদল

মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করা হয় স্বপ্না ও ব্রজেনকে। এদিনই তাঁদের পাঠানো হয় জলপাইগুড়ির আদালতে। বিচারকের নির্দেশে দুজনকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। রবিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সাগর রায় ও শিবানী রায়কে। আদালতের নির্দেশে ওই দুজনই বর্তমানে জলপাইগুড়ির জেলে রয়েছেন। যদিও অভিযোগপত্রে নাম থাকা আরও অনেকে এখনও পর্যন্ত অধরা।

এদিন সকালে প্রথমে আক্রান্তদের বাড়িতে যায় বিজেপির এক প্রতিনিধিদল। সেখানে দাঁড়িয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা শম্ভু রায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তাঁরা। বিজেপি নেতা রাহুল বর্মন বলছেন, 'তৃণমূলের লোকেরা সালিশি সভা ডেকেছিল বলে আমরা জানতে পেরেছি। সেখানে তৃণমূলের প্ররোচনাতেই এই মারধরের ঘটনা ঘটে।'

বিজেপির তরফে এদিন নিউ জলপাইগুড়ি থানার সামনে বিক্ষোভও দেখানো হয়। দুপুরে ঘটনাস্থলে যায় সিপিএম দার্জিলিং জেলা কমিটির এক প্রতিনিধিদল। সেখান থেকে দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ সিং বলেন, 'দু-একজনকে গ্রেপ্তার করে লঘু ধারা দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে চলবে না। সেরকম হলে আমরা দলের তরফে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করব।'

ফুলবাড়ি ও চোপড়ায় একইভাবে সালিশিতে নির্যাতনের বিরুদ্ধে এদিন শিলিগুড়ির হাসমি চকে প্রতিবাদ জানায় সিপিআই। রাজ্যে ঢিলেঢালা প্রশাসন চলছে বলেও অভিযোগ করেন দলের নেতারা। অন্যদিকে, ঘটনার দায় এড়িয়ে অভিযুক্তদের পাশে দাঁড়ায়নি স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। দলের ফুলবাড়ি-১ অঞ্চল সভাপতি ধীরেশ রায় বলেন, 'আমাদের দল এই ধরনের সালিশির অনুমোদন করে না। কেউ যদি এমনটা করে থাকে তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে করে থাকতে পারে। পুলিশকে বলব, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে।'

সংসারের ঝামেলায় কেন নীতিপুলিশি

প্রশ্ন শাশুড়ির

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : আইনের বেড়া টপকে ডাকা হয়েছিল সালিশি সভা। সেখানে এক বিবাহিত তরুণীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছিল এলাকার মাতব্বরদের বিরুদ্ধে। অপমানে 'আত্মঘাতী' হয় তরুণী, এমনটাই দাবি পরিবারের।

এমন ঘটনায় শিউড়ে উঠেছেন অনেকেই। ঘটনায় নিন্দায় সরব হয়েছেন তাঁরা। মঙ্গলবার মৃতার বাড়িতে তাঁর শেষকৃত্যের আয়োজন করেন পরিজনরা। একদিকে শেষকৃত্যের কাজ, অপরদিকে বাড়িতে সংবাদমাধ্যম ও দফায় দফায় পুলিশের আনাগোনা। সবকিছুর মাঝেই অপরাধীদের কঠিন শাস্তির দাবিতে সরব হতে দেখা গেল পরিবার ও পড়শিদের।

মৃতার স্বামী বলছেন, 'স্ত্রী ভুল করে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। পরে ভুল বুঝতে পেরে ও ফিরে আসে। আমি ওকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে চাইলেও এলাকার অনেকে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঘরে ফেরালে আমাদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়। এরপর মারধর করে আমার স্ত্রীকে আধমরা করে ফেলে ওরা।'

স্থানীয় হেমা রায়, অপর্ণা প্রসাদ সিং, লিপিকা প্রসাদের মতো অনেকেই ঘটনার নিন্দা করেছেন। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি মৃতার শাশুড়ি। তাঁর বক্তব্য, 'পরিবারের সমস্যা আমরা তো মিটিয়েই নিয়েছিলাম। বাইরের লোকেরা কেন এভাবে আমার পুত্রবধূর প্রাণ কেড়ে নিল? দুই নাতিকে এভাবে মাতৃহারা করার অধিকার ওদের কে দিয়েছে?'

এদিন দিনভর ওই বাড়ির সামনে স্থানীয়দের ভিড় দেখা গিয়েছে। ওই রাস্তায় জমে থাকা জলকাদা দেখিয়ে কয়েকজন মহিলা বললেন, 'পঞ্চায়েত সদস্য রাস্তায় জমে থাকা জল ও নিকাশিনালা পরিষ্কার করতে না পারলেও বাহিনী নামিয়ে অন্যকে আক্রমণ ঠিক করতে পারে।'

এদিন ঘটনাস্থলে গিয়ে তৃণমূল নেতা ও পঞ্চায়েত সদস্য মালতী রায়ের স্বামী শম্ভু রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন বিজেপি নেত্রী

> পরিবারের সমস্যা আমরা তো মিটিয়েই নিয়েছিলাম। বাইরের লোকেরা কেন এভাবে আমার পুত্রবধূর প্রাণ কেড়ে নিল? দুই নাতিকে এভাবে মাতৃহারা করার অধিকার ওদের কে দিয়েছে?
>
> -মৃতার শাশুড়ি

মামণি দাস। একইভাবে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আইনি সহায়তা করার কথা ঘোষণা করেন দার্জিলিং জেলা সিপিএমের নেতারা।

এদিন ভিড়ের মধ্যে থেকেই কয়েকজনকে বলতে শোনা যায়, অভিযুক্ত তৃণমূল নেত্রী স্বপ্না অধিকারী এর আগেও একইভাবে আইন হাতে তুলে 'নীতিপুলিশ' সেজেছিলেন। স্থানীয় হেমা রায় বলছেন, 'ওই মহিলার একটি বাহিনী রয়েছে। সব জায়গায় গণ্ডগোল করে বেড়ায় ওরা। আগেও এই ধরনের কাজ করে পুলিশের কাছে ধরাও পড়েছে স্বপ্না।'

তরুণী শিলিগুড়ির একটি সেন্টারের অধীনে আয়ার কাজ করতেন। কর্মস্থলে প্রত্যেকেই তাঁর প্রশংসা করছেন। তাঁর এভাবে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছেন না কেউই।

মৃতার বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় ভিড়। মঙ্গলবার ফুলবাড়িতে।

সালিশির নামে তোলা আদায় আবদুলেরও

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২ জুলাই : তাজিমুল ইসলাম ওরফে জেসিবি-র মতোই তার এক সাগরেদ সুজালির 'বাহুবলী' তৃণমূল নেতা আবদুল হকের বিরুদ্ধেও উঠেছে সালিশি সভার নামে লুটের অভিযোগ। লক্ষ্মীপুরে যেমন জেসিবির শাসন কায়েম হয়েছিল, একইভাবে গত এক দশক ধরে সুজালির ত্রাস হয়ে উঠেছিল আবদুল।

পারিবারিক সহ নানা বিবাদ সালিশি সভার মাধ্যমে মেটাতেন আবদুল। এই সভাগুলি ছিল তাঁর তোলাবাজির উৎস বলে দলের একাংশের অভিযোগ। তাঁর বিরুদ্ধেও সালিশি সভার নামে লুটের অভিযোগ রয়েছে। লক্ষ্মীপুরের বহু আগে থেকেই সুজালিতে খাপ পঞ্চায়েতের রমরমা। আবদুলের অনুমতি ছাড়া কেউ থানায় এফআইআর করার হিম্মত কয়েক মাস আগেও দেখাতে পারতেন না। কিন্তু জেসিবি গ্রেপ্তার হতেই চোপড়া বিধানসভায় এই 'বাহুবলী' তৃণমূল নেতাও ফেরার হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জেবি থমাসের কথায়, 'আবদুলের বিরুদ্ধে বহু মামলা আছে। সে পুলিশের খাতায় ওয়ান্টেড। তাকে ধরতে একাধিক অভিযান চালানো হয়েছে। নিয়মিত তল্লাশিও চলছে।'

একসময় পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে সুজালির গোপন ডেরায় জেসিবিকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে আবদুলের বিরুদ্ধে। ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোট অবধি জেসিবি-আবদুল জুটি ত্রাসে পরিণত হয়েছিল। সম্প্রতি একের পর এক অভিযান, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হলেও আবদুলকে ধরতে ব্যর্থ পুলিশ।

চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানের হাত ছেড়ে দলের ইসলামপুর লবিতে ভিড়তেই আবদুলের বিপাকে পড়া শুরু। এ কথা স্বীকার করেছেন খোদ আবদুলও। ফোনে তিনি বললেন, 'চোপড়ার বিধায়কের সঙ্গে যতদিন ছিলাম কেউ চোখ রাঙাতে পারেনি। আমার সময় সুজালিতে পুলিশকে মাথা ঘামাতে হত না। এখন এলাকায় আন্ধা কানুন চলছে। দলেরই কিছু লোক আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। ৩০৭ ধারায় মামলা দায়ের করে বাড়িতে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' আবদুলের এমন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় হামিদুল অবশ্য কোনও কথা বলতে চাননি।

এরই মধ্যে মঙ্গলবার চোপড়া ব্লক কংগ্রেস হামিদুল ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির দুই হাতে দুটি দো-নলা বন্দুক ধরা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে। মুহূর্তের মধ্যে সেই ছবি ভাইরাল হয় ('উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ছবির সত্যতা যাচাই করেনি।)। এ ব্যাপারে চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মসিরুদ্দিন বলেন, 'যে ছেলেটি বন্দুক হাতে দাঁড়ানো সে জেসিবি ঘনিষ্ঠ। চোপড়ার বিধায়কের কাছেও তার অবাধ যাতায়াত। আমাদের দাবি, পুলিশ অবিলম্বে তদন্ত করে আগ্নেয়াস্ত্রসহ এই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করুক।'

সুজালি ইসলামপুর ব্লকের অধীনে থাকলেও বিধানসভার নিরিখে চোপড়া পড়ে। জেসিবি প্রসঙ্গে আবদুলের প্রতিক্রিয়া, 'সুজালিতে কয়েক হাজার মানুষের বাস। জেসিবি আমার আশ্রয়ে নয়, নিজের লোকদের বাড়িতে এসে গোপন ডেরায় থাকত।' উল্লেখ্য, ভৌগোলিক অবস্থানে সুজালি ও লক্ষ্মীপুর পাশাপাশি। ২০১৮ থেকে টানা প্রায় দেড় বছরেরও বেশি সময় বিরোধীদের কাছ থেকে লক্ষ্মীপুর দখলে নিতে শাসকদলের অন্যতম হাতিয়ার ছিল জেসিবি-আবদুল জুটি। লক্ষ্মীপুরে সে সময় আবদুলের উপর গুলিও চলে। কিন্তু বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি।

হামিদুলের সঙ্গ ছাড়তেই তাঁকে দলের সুজালির অঞ্চল সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে আবদুলের স্ত্রী সুজালি পঞ্চায়েতের প্রধান। কিন্তু এখন আবদুল ফেরার থাকায় দল সহ একসময় তাঁর ত্রাসের শিকাররা প্রধানকে মানতে চাইছেন না। ২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটেও সুজালি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতে আবদুল শিবির।

অবশ্য গোটা চোপড়া ব্লকে তৃণমূল বিনা বাধায় জিতেছিল। বিরোধীরা মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করতেই চোপড়ায় গুলিতে মনসুর আলম নামে এক সিপিএম কর্মী খুন হন। ভাইরাল ভিডিও কাণ্ডের পর মনসুরের পরিবার ওই খুনে অন্যতম অভিযুক্ত জেসিবির কঠোর শাস্তি দাবি করেছে। পাশাপাশি দ্রুত আবদুলকে গ্রেপ্তারের দাবি জোরালো হচ্ছে।

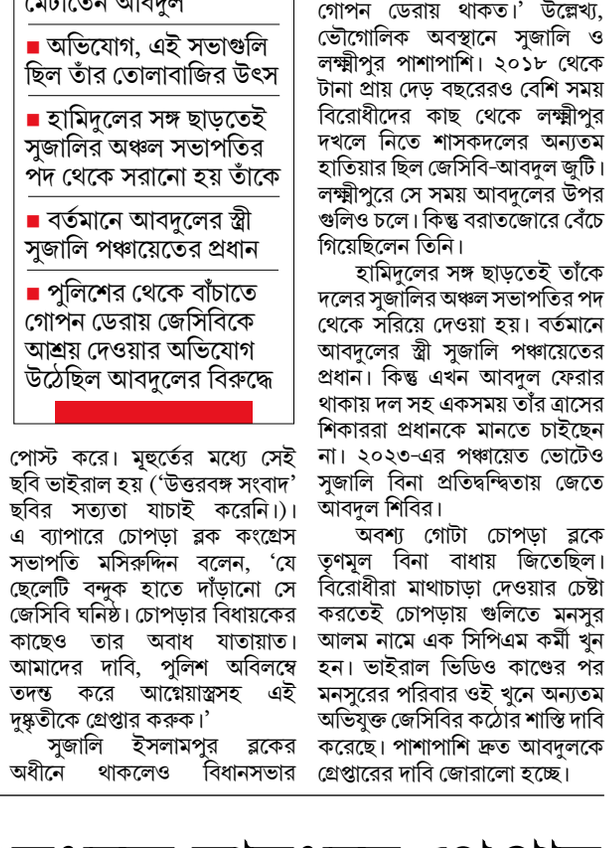

হামিদুল-ঘনিষ্ঠের এই ছবি ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

'বাহুবলী'র কীর্তি

- পারিবারিক সহ নানা বিবাদ সালিশি সভার মাধ্যমে মেটাতেন আবদুল
- অভিযোগ, এই সভাগুলি ছিল তাঁর তোলাবাজির উৎস
- হামিদুলের সঙ্গ ছাড়তেই সুজালির অঞ্চল সভাপতির পদ থেকে সরানো হয় তাঁকে
- বর্তমানে আবদুলের স্ত্রী সুজালি পঞ্চায়েতের প্রধান
- পুলিশের থেকে বাঁচাতে গোপন ডেরায় জেসিবিকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল আবদুলের বিরুদ্ধে

আম্ফুত প্রকল্পে রিজার্ভার তৈরি নিয়ে তদন্ত দাবি রাজুর

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : আম্ফুত প্রকল্পে দার্জিলিং পুরসভায় পানীয় জলের রিজার্ভার তৈরিতে অনিয়মের অভিযোগ তুললেন বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট। তিনি কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়নমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার কাছে তদন্তের দাবি জানালেন। এই প্রকল্পে দার্জিলিং, শিলিগুড়ি সহ রাজ্যে যেসব পুরসভায় কাজ হচ্ছে সর্বত্রই তদন্তের দাবি জানান তিনি। তাঁর দাবি, সরকারি সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষা না করেই রিজার্ভারগুলি তৈরি করা হয়েছে। ফলে, সামান্য ভূমিকম্প হলেই সেগুলি ভেঙে পড়তে পারে।

তাঁর অভিযোগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে সমীক্ষা করানোর দাবি জানানোয় তৎকালীন মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট নর্থ সার্কেলের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার পরিতোষ মৃধাকে বদলি হতে হয়েছিল। সেই ঘটনাও এবার তদন্ত দাবি করেছেন সাংসদ। তাঁর কথায়, 'আম্ফুত প্রকল্পের একাজে ব্যাপক অনিয়ম রয়েছে। তাই, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তদন্তের দাবি জানিয়েছি।'

উল্লেখ্য, এই প্রকল্পে দার্জিলিং পুর এলাকায় ১৮টি রিজার্ভার তৈরি করা হয়েছিল। অভিযোগ, সরকারি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে সমীক্ষা না করেই রিজার্ভারগুলি তৈরি হয়েছে। গত ২৩ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদই প্রথম বিষয়টি তুলে ধরেছিল। ৩০ ফুট উঁচু ও ৩০ ফুট ব্যাসের রিজার্ভারগুলি কয়েক হাজার লিটার জলধারণক্ষমতা রাখে। ১৮টি তৈরির পর ১৯ নম্বরটি তৈরির সময় ফাইল আসে তৎকালীন সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার পরিতোষ মৃধার কাছে। তিনি সেই ফাইল আটকাতেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোপে পড়েন। তাঁকে প্ল্যানিং বিভাগে বদলি করা হয়।

ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সিভিক ভলান্টিয়ার

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২ জুলাই : প্রায় বছর খানেক আগে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর থাকা ঘোষপুকুর মোড়ে ট্রাফিক লাইট ও অটো সিগন্যালিং বসানো শুরু হয়েছিল। তবে, সেই কাজ এখনও শেষ হয়নি। ব্যস্ততম এই মোড়ে ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে সিভিক ভলান্টিয়ার ও পুলিশই। ঘোষপুকুর মোড়ে অটো সিগন্যালিং ট্রাফিক লাইটের দাবি দীর্ঘদিনের। সেইমতো উড়ালপুল চালু ও চার লেন রাস্তা তৈরির পরই ট্রাফিক লাইট বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বছর খানেক ধরে শুরু হয়েছে ট্রাফিক সিগন্যালিংয়ের কাজ। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের জন্য সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই, ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য সংশ্লিষ্ট মোড়েই তৈরি করা হয়েছে ঘরও।

তবে, সেখানে এখনও সব মেশিনপত্র আনা হয়নি বলে ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর। ঘোষপুকুর মোড়ে সন্ধ্যার পর থেকে জ্বলে থাকা কমলা আলো এখন বন্ধ রয়েছে। তবে, কলকাতা ও শিলিগুড়ি ছাড়াও ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ি যাওয়ার রাস্তার এই মোড়ে এখন ম্যানুয়ালি হাত দেখিয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছেন পুলিশকর্মী সহ সিভিক ভলান্টিয়াররাই। অবশ্য, পুলিশের দাবি, খুব শীঘ্রই ট্রাফিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করা হবে। তাহলেই ট্রাফিক সমস্যা মিটবে।

স্থানীয় অসীম রায় জানান, রাতে ট্রাফিক সমস্যা বাড়ে। যদিও, পুলিশ ম্যানুয়ালি যানজট নিয়ন্ত্রণ করছে। ঘোষপুকুর মোড়ের এক ব্যবসায়ী বলেন, 'দিনে হাত দেখিয়ে ও রাতে রঙিন টর্চের মাধ্যমেই ট্রাফিক সিগন্যাল দেওয়া হয়। আগে এই

ঘোষপুকুর মোড়

মোড়ে একাধিক দুর্ঘটনাও ঘটেছে। অটো সিগন্যালিং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হলে দুর্ঘটনা কমবে।'

ট্রাফিক পুলিশ সূত্রের খবর, এখনও অটো সিগন্যালিংয়ের সমস্ত যন্ত্রপাতি আসেনি। ট্রাফিক সিগন্যাল চালুর বিষয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এখনও অনুমতি দেয়নি। এই অবস্থায় কমলা আলো জ্বালিয়ে রাখলে সমস্যা হচ্ছিল। তাই, সেই লাইটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফাঁসিদেওয়া-ঘোষপুকুরের ট্রাফিক ওসি কঙ্কন চক্রবর্তী বলেন, 'এবিষয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে আবার চিঠি দিয়ে জানানো হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়ার পর অটো সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করা যাবে।'

পর্যটন সংস্থাকে নথিভুক্ত

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : একদিকে যেমন পর্যটনের প্রসার ঘটছে তেমনই ঘটছে প্রতারণাও। এমন ক্রমবর্ধমান প্রতারণা রুখতে এবার পর্যটন সংস্থাগুলিকে নথিভুক্ত করতে চায় রাজ্য পর্যটন দপ্তর। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে রাজ্যের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক। এ ব্যাপারে আগামী ৫ জুলাই মৈনাক ট্যুরিজম প্রপার্টিতে একটি শিবির হতে চলেছে। মঙ্গলবার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল এ খবর জানিয়ে বলেন, 'গাড়িচালক, ট্যুর অপারেটর সহ পর্যটন নির্ভর সবাইকে নথিভুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের সঙ্গে যৌথভাবে এ কাজ করা হচ্ছে।' উত্তরবঙ্গের সর্বত্র এমন নথিভুক্তিকরণ শিবির করা হবে বলে তিনি জানান।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অপূর্ব।। আত্রেয়ী নদীর তীরে ছবিটি তুলেছেন বালুরঘাটের তনুশ্রী মণ্ডল।

জমি বিবাদে মারধরে অধরা অভিযুক্ত

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : শিলিগুড়ির প্রকাশনগরে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে মারধর করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের নাম রমেশ প্রসাদ। সেও একই এলাকার বাসিন্দা। ঘটনাটি রবিবার ঘটে। তারপর দু'দিন কেটে গেলেও পুলিশের তরফে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগকারী জানিয়েছেন। অভিযোগকারী রীতাদেবী সিংয়ের

অভিযোগ, 'আমাদের জমি দখল করার চক্রান্ত করছে রমেশ। পুলিশকে জানিয়েছি, কিন্তু পুলিশ তদন্তে আসেনি। এমনকি, ৩০ জুন ভক্তিনগর থানায় এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জমা দিলেও এখনও পর্যন্ত আমাকে রিসিভ কপি দেওয়া হয়নি।' শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (জোন-১) দীপক সরকার বিষয়টা জানেন না বলে দাবি করেন। তবে খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

রীতার অভিযোগ, প্রকাশনগরে তাঁর দুই কাঠা জমি রয়েছে। সেই জমিতে তাঁরা অনেকদিন ধরে বসবাস করেন। জমির সামনে রাস্তার ওপর দোকান করতেন রমেশ। কয়েকদিন আগে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য অনেকের দোকান ভাঙা পড়ে। তারই মধ্যে একটি রমেশের দোকান ছিল।

মঙ্গলবার রীতা বলেন, 'এতদিন আমার বাড়ির সীমানার বেশ কিছু জায়গা খোলা অবস্থায় ছিল। বাড়ির মহিলাদের তাতে অসুবিধা হচ্ছিল। আমরা সেই কারণে সীমানায় টিনের ঘেরা দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু পুনরায় দোকান করার জন্য রমেশ আমাদের জমির সামনে গেটের কাছে জায়গা দখল করে দোকান দিতে চাইছে। সেজন্য রমেশ আমাদের কাজে বাধা দেয় এবং কয়েকজনকে মারধর করে।' রীতার পরিবারের মহিলাদেরও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার সঙ্গে রমেশের ছেলে রাকেশ সহ আরও একজনের বিরুদ্ধে বাড়িতে ঢুকে লোহার রড, লাঠি দিয়ে মারধরের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। রবিবারের ঘটনার পরই পুলিশের দ্বারস্থ হন রীতা। কিন্তু দু'দিন কেটে গেলেও পুলিশ কাউকে ধরেনি বলে অভিযোগ রীতার।

বধূকে মারধরে গ্রেপ্তার

ফাঁসিদেওয়া, ২ জুলাই : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাটের পেটকিতে 'ডাইনি অপবাদে' বছর ৪৬-এর এক মহিলাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হল বাচ্চা সোরেন, হীরামুণি সোরেন ও রানি সোরেন। হীরামুণি সম্পর্কে নিগৃহীত বধূর ননদ। রানি তাঁর সতিন। এবিষয়ে নির্যাতিতার দাদা থানায় চারজনের বিরুদ্ধে বোনকে 'ডাইনি অপবাদ' দিয়ে মারধরের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তদন্তে নেমে মঙ্গলবার পুলিশ তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। এদিনই তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বিচারক ধৃতদের ১৪ দিন জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ফেরার অন্য অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে বলে ফাঁসিদেওয়ার ওসি ইফতিকার-উল-হাসান দাবি করেন। তিনি বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।' ঘটনার পিছনে অন্য রহস্য রয়েছে কি না, পুলিশ তা জানার চেষ্টা করছে। বিধাননগর সংলগ্ন ভীমবারের ওই মহিলার প্রায় বছর ২০ আগে বিয়ে হয়েছিল। তাঁর স্বামীর প্রথমপক্ষের স্ত্রী রয়েছে। কুড়িদিন আগে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। তার এতদিন পর কেন এমন অভিযোগ তাও তদন্তকারীদের ভাবাচ্ছে। ২৯ জুন থেকে ওই নির্যাতিতা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তদন্তে তাঁর বয়ান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ সূত্রের খবর, তদন্তকারী অফিসার মেডিকেলে তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য গিয়েছিলেন। তবে, অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কথা বলা যায়নি। তাঁর দাদার কথায়, 'বোনকে ২৬ জুন অচৈতন্য অবস্থায় বাপের বাড়িতে দিয়ে যাওয়া হয়েছিল।' শরীরের বহু জায়গায় জখমের চিহ্ন দেখা যায় বলে নির্যাতিতার দাদার দাবি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে ফাঁসিদেওয়া থানা।

ডিসানের নার্সিং স্কুল ও কলেজ

নিউজ ব্যুরো

২ জুলাই : ফুলবাড়িতে নার্সিং স্কুল ও কলেজ চালু করল শিলিগুড়ির ডিসান হাসপাতাল। ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল ও ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলের অনুমোদিত এই স্কুলে জিএনএম পাঠক্রমে ৬০টি আসন রয়েছে। পাশাপাশি বিএসসি নার্সিংয়ে ৬০টি আসন রয়েছে। উত্তরবঙ্গের ছাত্রীদের নার্সিং পাঠের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে ডিসান। এই গ্রুপের ডিরেক্টর শাঁওলি দত্ত বলেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য উত্তরবঙ্গের নার্সিং পড়ুয়াদের উন্নতমানের শিক্ষা ও হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া। স্বাস্থ্য পরিষেবায় সফল কেরিয়ারের জন্য আমরা শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করব।'

অরূপের পিএসও পরিচয় দিয়ে হুমকি

নদীর চর দখলে বাধা কর্মাধ্যক্ষর

নকশালবাড়ি, ২ জুলাই : নদীর চর দখলে বাধা দেওয়ায় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার (পিএসও) পরিচয় দিয়ে তৃণমূল নেতাকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার এই হুমকিকে কেন্দ্র করে হইচই শুরু হয় হাতিঘিসায়। এনিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই তৃণমূল নেতা তথা নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আসরফ আনসারি। আসরফের কথায়, 'মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পিএসও পরিচয় দিয়ে অমিত বলে একজন তাঁর জামাইয়ের জমিতে আমাকে না যাওয়ার হুমকি দেন। সেখানে গেলে আমাকে পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তারির ভয় দেখান। এছাড়া দলীয়ভাবে পদক্ষেপ করার হুমকি দেন। তাতে কোনও কাজ না হলে পার্টির ফান্ডের প্রলোভন দেওয়া হয়। চারবার ফোনে বিভিন্নভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বীরসিংজোতের গাজিরাম মৌজায় বামনঝোরা নদীর চর দখল করে কংক্রিটের সীমানা ও প্লটিংয়ের অভিযোগ ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা নির্মাণকাজে বাধা দিতে গেলে জমি মাফিয়াদের সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয়। খবর পেয়ে এলাকায় যান নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আসরফ আনসারি। সেখানে গিয়ে দেখেন, অর্ধেক নদী দখল করে প্রায় ৫০ ফুট অংশে

বামনঝোরা নদীতে বিতর্কিত নির্মাণ।

চলছে অবৈধ নির্মাণ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাজ আটকে দেন। অভিযোগ, কাজ আটকানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই আসরফের মোবাইলে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পিএসও পরিচয় দিয়ে একজনের ফোন আসে। তিনি কর্মাধ্যক্ষকে হুমকি দেন। মঙ্গলবার এনিয়ে ব্লক প্রশাসনে অভিযোগ জানিয়েছেন আসরাফ আনসারি। এছাড়া নকশালবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন। গোটা ঘটনার পিছনে স্থানীয় এক জমি মাফিয়া রয়েছে বলে দাবি কর্মাধ্যক্ষের। আসরাফ বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে দলের জেলা নেত্রী পাপিয়া ঘোষ এবং মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছি। তবে অমিত নামে মন্ত্রীর কোনও পিএসও নেই বলে জানতে পেরেছি। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি।'

কী অভিযোগ

- নদীর চর দখলে বাধা দেওয়ায় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পিএসও পরিচয় দিয়ে তৃণমূল নেতাকে হুমকি
- মঙ্গলবার এই হুমকিকে কেন্দ্র করে হইচই শুরু হয় হাতিঘিসায়
- এনিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আসরফ আনসারি

নকশালবাড়ি বিএলএলআরও বিপ্লব হালদার বলেছেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। এলাকা পরিদর্শন করে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

নতুন ঠিকানায় লালটংবস্তি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস...', এই বিশ্বাসে ১৯৬৮ সালের বন্যায় ভিটেমাটি হারিয়ে তিস্তার ওপার ছেড়ে এপারে আশ্রয় নেন লালটংবস্তিবাসী। মহানন্দা অভয়ারণ্যের একটি এলাকা বেছে নিয়ে নতুন স্বপ্ন বুনতে শুরু করেন তাঁরা। যদিও জায়গার নাম বদলায় না। মহানন্দা অভয়ারণ্য হলেও সেই জায়গার নাম রাখা হয় লালটংবস্তি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সরকারি নথিতে ঠিকানা হিসেবে এই নামই লেখা। যেমনটা ঘটে চমকডাঙ্গির ক্ষেত্রে।

বর্তমান বাসিন্দাদের অনেকেই '৬৮-র বন্যা দেখেননি। কিন্তু তিস্তার ত্রাস দেখে তাঁরা কিছুটা আন্দাজ করতে পারছেন, ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। তাই তাঁরা ফের নতুন ঠিকানার খোঁজে। এবার মহানন্দা অভয়ারণ্যের একটি উঁচু এলাকা বেছে নিয়েছেন ওঁরা। সেখানে মঙ্গলবার থেকেই বাড়ি তৈরি শুরু করে দিলেন অনেকে। ভিটে ছাড়তে মন সায় না দিলেও বাঁচার তাগিদে প্রিয়াংকা, সুভাষরা নতুন ঘর গড়ছেন। যদিও একটা প্রশ্ন উঁকি দেয়, 'এবার কী ভাগ্য বদলাবে?'

'৬৮-র বন্যার সাক্ষী যাটোর্ধ্ব রন্তি মাঝি। আট মাইলের বিট অফিসে বসে বলছিলেন, 'খুব ছোট ছিলাম। রাতে বাবা কোলে চাপিয়ে পাহাড়ের উঁচু জায়গায় নিয়ে যান। সেখানেই ত্রিপালের তলায় থাকতে হয়েছে বহুদিন। তারপর নদীর এপারে চলে আসি সবাই মিলে।' নতুন জায়গায় তাঁর যেতে ইচ্ছে করছে না এবং থাকতে ইচ্ছে করছে না বিট অফিসে, সেটাও স্পষ্ট করে দিলেন রন্তি। আক্ষেপের সুর পহলমন ছেত্রীর গলাতেও। তাঁর বক্তব্য, 'এভাবে পালিয়ে বেড়ানো যায়? জানি না আমাদের ভাগ্যে শেষপর্যন্ত কী আছে।'

গত ৫০ বছরে তিস্তার এমন ভয়াবহ চেহারা তাঁরা দেখেননি, অভিজ্ঞতা থেপরু মাঝির। ভিটে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া যে অন্য কোনও পথ নেই, স্পষ্ট করলেন প্রিয়াংকা তামাং, সুভাস রাইরা। এদিন ঘর ভাঙতে ভাঙতে সুভাষ বললেন, 'এখানে থাকলে তো গবাদিপশুগুলির মতো তিস্তায় ভেসে যেতে হবে।'

পুরোনো আস্তানা ছেড়ে। মঙ্গলবার।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ২৭ জুন রাতে এখানকার প্রচুর গোরু, ছাগল ভেসে গিয়েছে তিস্তার স্রোতে। সেচ দপ্তরের উদ্যোগে বালির বস্তা দিয়ে বাঁধ তৈরি শুরু হয়েছে। সোমবার সেই বাঁধের ওপর দিয়ে জল বইছিল, জানালেন স্থানীয়রা। প্রিয়াংকার কথায়, 'রোদ ওঠায় এদিন জল শুকিয়েছে কিছুটা। যদিও রাতে ঘুমোতে পারছি না। তাই চলে যাচ্ছি এখান থেকে।'

এদিনের পর কমিউনিটি কিচেন না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থা। ২৮ জুন লালটংবস্তির জন্য আট মাইল বিট অফিসে কমিউনিটি কিচেন চালু করেছিল সমাজসেবী সংগঠনটি। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নরেন্দ্রকুমার বাররি বললেন, 'ওঁরা উঁচু জায়গায় যাচ্ছেন। সেখানে রান্না করার মতো পরিস্থিতি রয়েছে। তাছাড়া অন্তত ১৫ দিনের আনাজ রয়েছে তাঁদের কাছে।' তবে প্রয়োজনে ফের কমিউনিটি কিচেন চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জমি উদ্ধারে পদক্ষেপ সেবদেল্লাজোতে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২ জুলাই : হাতিঘিসার সেবদেল্লাজোতে সরকারি জমি দখল করে বহিরাগতদের কাছে বিক্রির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। প্রশাসনের একাংশ আধিকারিকের মদতে এই অবাধ কারবার চলছে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার নকশালবাড়ির ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর জমি উদ্ধারে নেমে শুধু বোর্ড ঝুলিয়ে দায় সেরেছে। জমির কারবারিদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়নি কোনও ব্যবস্থা। তবে বিএলএলআরও বিপ্লব হালদারের বক্তব্য, 'যাঁরা সরকারি জমিতে ঘরবাড়ি বানিয়েছেন, তাঁদের নামে আমরা নোটিশ জারি করেছি।'

অভিযোগ, একশ্রেণির আধিকারিকের সহযোগিতায় সেবদেল্লাজোতে রাস্তার ধারের সরকারি জমি দখল করা হয়েছে। ভুয়ো নথি তৈরি করে তা বহিরাগতদের কাছে সাত থেকে দশ লক্ষ টাকা কাঠা হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক বছরে সরকারি জমিতে একের পর এক বাড়িঘর তৈরি করেছেন মণিপুরের বাসিন্দারা।

মঙ্গলবার নকশালবাড়ি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং নকশালবাড়ি থানার পুলিশ আধিকারিকরা সেবদেল্লাজোতে যান। জমিতে বোর্ড বসিয়ে দেন তাঁরা। যেখানে পরিষ্কার লেখা, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমি'। যেখানে বোর্ড বসানো হয়েছে, তার পাশে সরকারি জমিতে বাড়িঘর নির্মাণ চলছিল। পাশাপাশি অধিকাংশ জমিই প্লটিং করে রাখা হয়েছিল। এনিয়ে প্রশাসনের তরফে কেন পদক্ষেপ করা হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বাদল ওরাওঁ বলেছেন, 'এমন বোর্ড এলাকায় অনেকবার বসানো হয়েছে। কিন্তু তারপরেও সরকারি জমি কোটি কোটি টাকায় বাইরের লোকদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। জমি যাঁরা বহিরাগতদের কাছে বিক্রি করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসন আজও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।' তাঁর অভিযোগ, 'জমি মাফিয়াদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা।' অন্যদিকে, জমি মাফিয়াদের আড়াল করতেই বোর্ড বসানোর নাটক বলে কটাক্ষ সিপিআই (এমএল) কানু সান্যাল সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক দীপু হালদারের।

নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আসরফ আনসারি বলেছেন, 'ভুয়ো পাট্টা বাতিল করে প্রায় ১৬ বিঘা জমিতে এদিন বোর্ড বসানো হয়েছে। প্রশাসনের আধিকারিকরা যুক্ত থাকায় বাকি ৬০ বিঘা জমি উদ্ধার করতে সমস্যা হচ্ছে।'

নকশালবাড়ির বিএলএলআরও বিপ্লব হালদারের বক্তব্য, '৫ একর ১০ ডেসিমাল জমি আমরা সেবদেল্লাজোতে উদ্ধার করে বোর্ড বসিয়েছি। যাঁরা ঘরবাড়ি বানিয়েছেন তাঁদের নামে আমরা নোটিশ জারি করেছি। জমির অবৈধ কারবারে কারা যুক্ত, তা আমরা খতিয়ে দেখছি।'

হাতিঘিসায় সেবদেল্লাজোতে সরকারি জমিতে বোর্ড লাগিয়েছে প্রশাসন। পাশেই আবার অবৈধ নির্মাণ।

গ্রাম পঞ্চায়েতে অনিয়ম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : বেসরকারি সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিতে সম্পত্তি কর মকুবের অভিযোগ উঠল ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লকের ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে। প্রাক্তন প্রধান তথা বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য নমিতা করাতির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে। বোর্ডে রেজোলিউশন না করে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি বেসরকারি সংস্থার সম্পত্তি কর এক লাফে প্রায় ৯৯ শতাংশ মকুব করে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ওই সংস্থার সম্পত্তি করের ৯৯ শতাংশ অংশকে এতদিন ডেভেলপমেন্ট ফি হিসেবে দেখানো হয়েছে। বাকি ১ শতাংশ কর হিসেবে নেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালে নেওয়া এই সিদ্ধান্ত একটি নোট শিটে লেখা রয়েছে। যেখানে নমিতা করাতির স্বাক্ষরের পাশাপাশি তৎকালীন সচিব সুভাষ রায়েরও স্বাক্ষর রয়েছে।

২০২১-২০২২, ২০২২-২০২৩ অর্থবর্ষে ওই অনুপাতে কর নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষে ওই সংস্থা মাত্র ১ শতাংশ কর দেওয়ার জন্যে ডিডি (ডিমান্ড ড্রাফট) জমা করেছে। তখনই বিষয়টি সামনে আসে। কোন স্বার্থে এভাবে বেসরকারি সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন

কাঠগড়ায় ফুলবাড়ি-১ এর প্রাক্তন প্রধান

উঠছে। বিষয়টি জানতে প্রাক্তন প্রধান নমিতা করাতির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সমস্ত দায় তৎকালীন সচিব সুভাষ রায়ের ওপর দিয়েছেন। নমিতার বক্তব্য, 'আমার কিছু জানা নেই। প্রাক্তন সচিব আমাকে যেরকম বলেছিলেন আমি সেরকমই লিখে দিয়েছি এবং স্বাক্ষর করে দিয়েছি।' যদিও প্রাক্তন সচিব সুভাষ রায়ের বক্তব্য, 'এরকম হতে পারে না। তবে কাগজ না দেখে এখন কোনও মন্তব্য করতে চাই না।' বর্তমান প্রধান সুনিতা রায় চক্রবর্তী ফোন না ধরায় বক্তব্য মেলেনি।

পোড়াঝাড়ের কাছে একটি বেসরকারি সংস্থার কয়েকশো একর জমি রয়েছে। সরকারি নিয়ম মতো ওই জমির সম্পত্তি কর দাঁড়ায় ১৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫৩৩ টাকা। ২০২০-২০২১ এবং ২০২১-২০২২ সালে কর বাবদ সংস্থাটি ওই টাকার একটি ডিমান্ড ড্রাফট জমা করে (ডিডি নম্বর ১৭৪৯৩৭)। ২০২১ সালের ২২ জুন একটি নোট শিট তৈরি করা হয়। শিটের তথ্য অনুযায়ী, বেসরকারি সংস্থা একটি ১৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫৩৩ টাকা ডিডি জমা করেছে। ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ সালে সংস্থাটি সম্পত্তিকর হিসেবে ৯০ হাজার ৯১০ টাকা করে জমা করেছে। বাকি ১৮ লক্ষ ৩১২৩ টাকা ডেভেলপমেন্ট ফি হিসেবে জমা করেছে। প্রশ্ন উঠছে, যে সংস্থা ১৮ লক্ষ টাকার ওপরে ডেভেলপমেন্ট ফি দিচ্ছে, সেই সংস্থার জমির সম্পত্তি কর মাত্র ৪৫ হাজার টাকা কী করে হয়। এসব বিষয়ে দপ্তরের অন্দরে ঝামেলা চলাকালীনই চলতি বছরের সম্পত্তি কর দিতে গিয়েছিল ওই সংস্থা।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ২০২২-'২৩, ২০২৩-'২৪-এ সম্পত্তি কর বাবদ মাত্র ৪৫০০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট জমা করা হয়েছে। বাকি ১৮ লক্ষ টাকা ডেভেলপমেন্ট ফি দিতে চাইছে না সংস্থাটি। কীভাবে ওই সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হল? কেন প্রাক্তন প্রধান সব জেনেও নোট শিটে স্বাক্ষর করলেন? কেন বর্তমান প্রধান বিষয়টি দেখেননি তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। গোটা ঘটনার তদন্তের দাবি উঠেছে।

পথ দুর্ঘটনা

ইসলামপুর, ২ জুলাই : মঙ্গলবার ইসলামপুরের বিহার মোড়ে রাজ্য সড়কে একটি চারচাকার গাড়ি এবং স্কুটারের সংঘর্ষে জখম হলেন দুই তরুণ। মহম্মদ কুরবান এবং মহম্মদ রিয়াজ নামে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুই বাসিন্দাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, চারচাকার গাড়িটি আচমকা বাঁক নিলে স্কুটারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।

প্রতিবাদ

ইসলামপুর, ২ জুলাই : চোপড়ায় সালিশি সভায় মারধর এবং ইসলামপুরের কালনাগিনে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের প্রতিবাদে মঙ্গলবার ইসলামপুর ব্লকের ধনতলায় মিছিল করল সিপিএম। দলের ইসলামপুর ২ নম্বর এরিয়া কমিটির নেতৃত্বে এদিন মিছিল বের হয়েছিল। এরিয়া কমিটির সম্পাদক বাজিল আখতার জানান, চোপড়া এবং ইসলামপুরে সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে।

মারধর

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন ঠাকুরনগর রেলগেট এলাকায় দুই তরুণকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল আরপিএফের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। আরপিএফ জওয়ানকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। অভিযোগ, ওই জওয়ান মদ্যপ ছিলেন। তিনি তরুণের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও মারধর করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এনজেপি থানার পুলিশ ও আরপিএফের উচ্চপদস্থ কর্তারা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আহত তরুণকে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

যুগলকে হেনস্তা

চোপড়া, ২ জুলাই : চোপড়া থানার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পরকীয়ার ঘটনায় এক যুগলকে হেনস্তার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরে পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে। স্থানীয় সূত্রে খবর, গ্রামে এক যুগলকে ঘিরে গণ্ডগোল বাধে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। যুগলকে হেনস্তার হাত থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান জানান, এলাকায় পরকীয়া সংক্রান্ত একটি অভিযোগে গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল বলে শোনা যায়। পরে স্থানীয়রা ওই যুগলকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ঘটনার তদন্ত করেছে পুলিশ।

জলে ডুবে মৃত্যু

চোপড়া, ২ জুলাই : মামাবাড়ি বেড়াতে এসে জলে ডুবে মৃত্যু হল বছর সাতেকের এক শিশুর। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে চোপড়া থানার দোলাপাড়া গ্রামে। গ্রামেরই এক খাল থেকে শিশুটির দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয়দের অনুমান, সম্ভবত স্নান করতে নেমে শিশুটি তলিয়ে গিয়েছিল।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ২

ইসলামপুর, ২ জুলাই : মঙ্গলবার আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল ইসলামপুর থানার পাটাগোড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে গোপন সূত্রে কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালগছ এলাকার বাসিন্দা মমতাজুল, ভরিয়াডাঙ্গি এলাকার বাসিন্দা খুরশেদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মমতাজুলের বাড়ি থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পাটাগোড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ ধৃত দুজনকে গ্রেপ্তার করে ইসলামপুর থানায় নিয়ে আসে। এ বিষয়ে আইসি হীরক বিশ্বাস বলেন, 'বুধবার তাদের ইসলামপুর কোর্টে তোলা হবে।'

তলিয়ে প্রৌঢ়ের মৃত্যু

বাগডোগরা, ২ জুলাই : সামরিক বিভাগের পরিখায় তলিয়ে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে বাগডোগরার বিহার মোড় সংলগ্ন সুকান্তপল্লিতে। সেখানে ব্যাংডুবি সামরিক বিভাগ থেকে গর্ত করে পরিখা তৈরি হয়। সেখানে জমে থাকা জলে ডুবে মৃত্যু হয় জীতেন বর্মন (৭৯)-এর। তিনি বাগডোগরা শ্রী কলোনির বাসিন্দা ছিলেন। ঘটনায় সামরিক বিভাগের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। মৃতদেহ সেনা পুলিশ না বাগডোগরা পুলিশ উদ্ধার করবে তা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ চলে চাপানউতোর। শেষ অবধি বাগডোগরা থানার পুলিশই জল থেকে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, জীতেনবাবু এদিন দুপুরে সামরিক বিভাগের এলাকা দিয়ে হেঁটে সুকান্তপল্লির দিকে আসছিলেন। সামরিক বিভাগের সীমানা ঘেঁষে সুকান্তপল্লি। এখানে সামরিক বিভাগের কোনও সীমানা প্রাচীর নেই। পরিবর্তে গর্ত খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে প্রায় ১০-১২ ফুট গভীর পরিখা।

লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান গৌতম ঘোষ এ সম্পর্কে বলেন, 'সামরিক বিভাগকে বহুবার সীমানা প্রাচীর দিতে বলা হয়েছে। যদি ওরা পাঁচিল না দেয় তবে পঞ্চায়েত সমিতি বা মহকুমা পরিষদ থেকে সেটি দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেত। সামরিক বিভাগ কিছুই করছে না।' সামরিক বিভাগের কোনও আধিকারিক এনিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন।

দার্জিলিংয়ে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার দাবি

দার্জিলিং, ২ জুলাই : দার্জিলিংয়ে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে এবার পুরসভার সামনে ধর্নায় বসার হুঁশিয়ারি দিলেন পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান রীতেশ পোর্টেল। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, 'আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন শহরজুড়ে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছিলাম। কিন্তু চক্রান্ত করে আমাদের সরিয়ে দিয়ে এখন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) নেতৃত্বাধীন বোর্ড বেআইনি নির্মাণে মদত দিচ্ছে।'

বিশেষ করে ১১ নম্বর ওয়ার্ডে আইনজীবী তথা প্রাক্তন বিধায়ক প্রণয় রাইয়ের বিরুদ্ধে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগে সরব হন রীতেশ। তাঁর অভিযোগ, 'আমাদের আমলে প্রণয় রাইকে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার জন্য নোটিশ ধরানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সেই নির্মাণ এখনও রয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যান প্রণয় রাইকে ১৫ দিনের সময় দিয়ে নোটিশ দিয়েছিলেন।' তিনি জানান, ওই সময়সীমার মধ্যে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও এখনও ওই নির্মাণ রয়েছে। পুরসভাও হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। শুক্রবারের মধ্যে সেই নির্মাণ ভাঙা না হলে সোমবার থেকে পুরসভার সামনে ধর্নায় বসার হুমকি দিয়েছেন রীতেশ। তিনি জানান, দার্জিলিংকে রক্ষা করতে অবৈধ নির্মাণ গড়ে তোলা বন্ধ করতে হবে। প্রণয় রাইয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরি জানিয়েছেন, পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

> আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন শহরজুড়ে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছিলাম। বিজিপিএমের নেতৃত্বাধীন বোর্ড বেআইনি নির্মাণে মদত দিচ্ছে।
>
> **রীতেশ পোর্টেল**
> *প্রাক্তন চেয়ারম্যান*

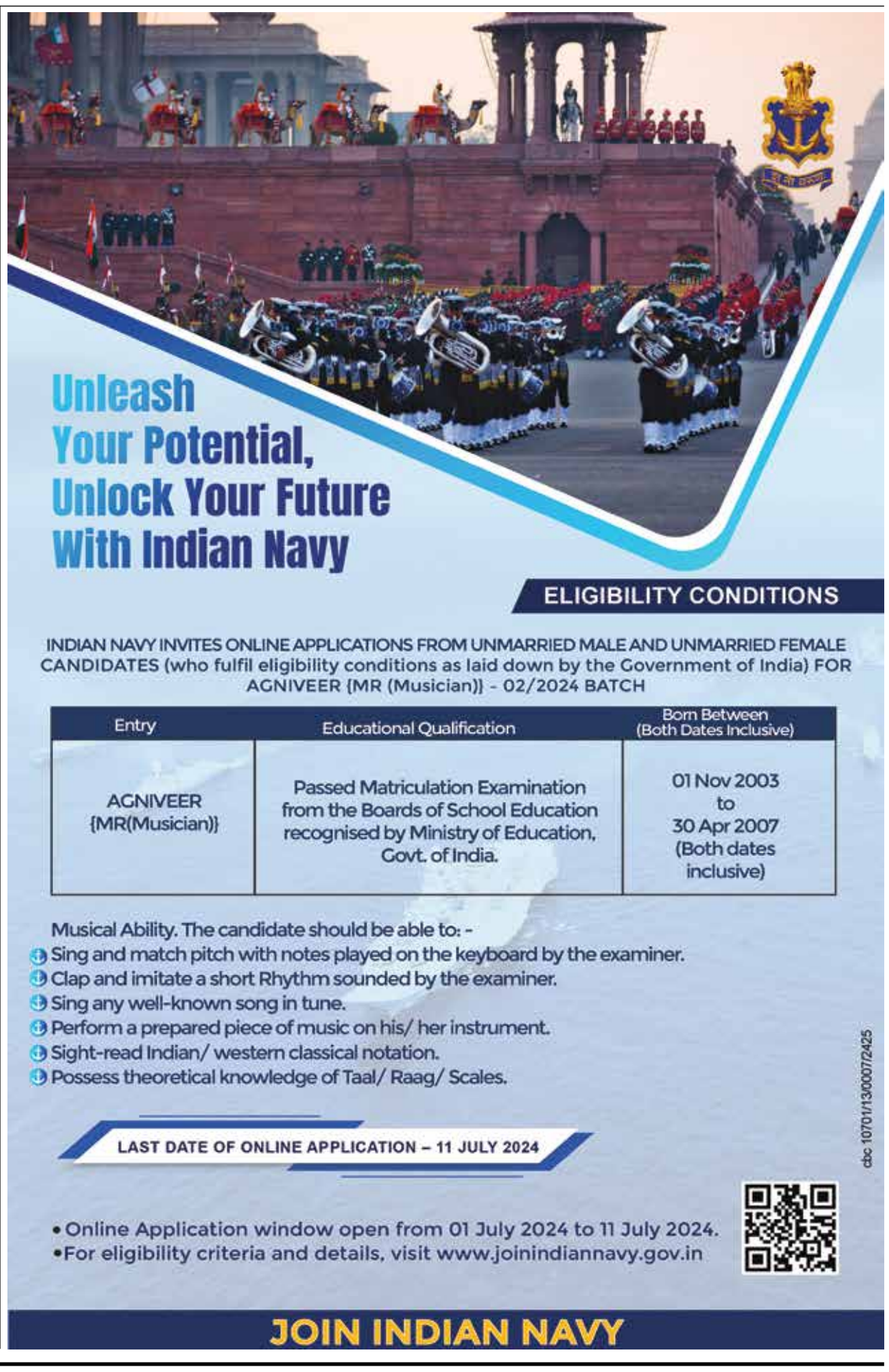

সম্পাদকীয়

বুধবার, ১৮ আষাঢ় ১৪৩১, ৩ জুলাই ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৪৬ সংখ্যা

অসহিষ্ণুতার পথে

সংসদীয় আচরণের নজির গড়ার পথটা থমকে গেল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নজিরটা ফিকে হয়ে গেল। আগেরদিন রাহুল গান্ধি ও মহুয়া মৈত্রর যুক্তির শান, বুদ্ধিদীপ্ত কটাক্ষ বসে বসে শুনতে হয়েছিল সরকারপক্ষকে। পরেরদিন লোকসভার নেতা খোদ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে লাগাতার বাধা দিয়ে চরম অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে ফেলল তামাম বিরোধীপক্ষ। একদিন আগে বিরোধীদের ভাষণে থরহরি কম্প না হলেও প্রবল উদ্বেগে ছিল বিজেপি।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য না শুনতে চেয়ে তাদের বিরুদ্ধে সরকারের অসংসদীয় আচরণের অভিযোগ তোলার সুযোগ করে দিল বিরোধী শিবির। অথচ আগের দিন রাহুলের ভাষণের অভিঘাত এমনই ছিল যে, সামাল দিতে উঠে দাঁড়াতে হয়েছিল মোদিকে। আক্রমণের মোড় ঘোরাতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ অমিত শা অধ্যক্ষকেই কার্যত পক্ষপাতদুষ্ট বলে দোষারোপ করেছিলেন। প্রবল সমালোচনা থেকে রেহাই পেতে রক্ষাকবচও প্রার্থনা করেছিলেন। পদ্ম শিবিরের দশ বছরের শাসনকালে এই প্রথম সংসদে বিরোধী স্বর উচ্চারণের সুযোগ পেয়েছিল।

দীর্ঘদিন বাদে সেদিন সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রকৃত ধারণার বাস্তবায়ন দেখেছিল লোকসভা। সংসদ তো এমনভাবেই চলা উচিত। যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিরোধীদের উপেক্ষা একেবারে কাম্য নয়। সমালোচনার কণ্ঠরোধে একতরফা অবস্থান গ্রহণ যেখানে অনুচিত। সংবিধান প্রণেতারা সংসদে বিরোধী পরিসরকে নিশ্চিত করে গিয়েছিলেন। যদিও ভারতবর্ষে এর আগেও সেই ধারণা পদদলিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক আলোচনার জবাবে সে কথাই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

রাহুল এখন গণতন্ত্রের জয়গান গাইছেন বটে। কিন্তু কংগ্রেসে তাঁর পূর্বসূরিদের অনেকের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ ছিল। সহজভাবে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনার ধৈর্য না দেখিয়ে বিরোধীরা আবার সরকারের বিরুদ্ধে পরমত অসহিষ্ণুতার অভিযোগ তোলার সুযোগ হারিয়ে ফেলল। সংসদে উভয়পক্ষের উভয়ের বক্তব্য শোনার ও মর্যাদা দেওয়া গণতন্ত্রের ধর্ম। সেখানে আবার আঘাত পড়ল। অথচ গণতন্ত্রের মহিমা গত লোকসভা নির্বাচনে দেখিয়ে দিয়েছেন আসলে সাধারণ মানুষ।

ইংরেজিতে যাকে 'ব্রুট মেজরিটি' বলে, তা থেকে বঞ্চিত করে বিজেপিকে বাধ্য করেছে বিরোধীদের কথা বসে বসে শুনতে। তাতে চরম অস্বস্তি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভোটের রায় বিরোধীদের এতটাই শক্তি জুগিয়েছে যে, এছাড়া কোনও উপায় এখন নেই। মানুষের সেই রায় মেনে উভয়পক্ষ আচরণ না করলে সেটাই হবে দুর্ভাগ্যজনক। শাসক শিবিরের সমালোচনায় রাহুলকে যোগ্য সংগত করেছিলেন মহুয়া মৈত্র। যাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল আগের লোকসভা থেকে।

তৃণমূলের কৃষ্ণনগরের সাংসদ সেই অধিবেশনের তুলনা করলেন কুরুসভার সঙ্গে। তাঁকে 'হেনস্তা'র অভিঘাতে গণদেবতা বিজেপিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীচে নামিয়ে দিয়েছে বলে শ্লেষের ঝড় আছড়ে ফেললেন। ন্যায় সংহিতা কার্যকর করার দিনে সেই কৃতিত্ব উপভোগ ও তারিয়ে তারিয়ে প্রচার করার সুযোগ অনেকটা ম্লান হয়ে গেল রাহুল, মহুয়াদের ব্যঙ্গ, যুক্তি ইত্যাদিতে। মোদি, শা'র পাশাপাশি রাজনাথ, রিজিজুদের বারবার রাহুলের বক্তব্যকে খণ্ডন করার চেষ্টায় বিজেপি শিবিরের উদ্বেগটাই ধরা পড়েছিল।

উদ্বেগের বড় কারণ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ভাবনায় পরিচালিত বিজেপির শেষ অস্ত্র 'হিন্দুত্ব'ই ছিল সরকারের সমালোচনায় বিরোধী দলনেতার তুরুপের তাস। রাহুলের বক্তব্যকে গোটা হিন্দু সমাজের অপমান বলে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মোদি নিজে। কিন্তু তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু হিন্দুত্বের 'একমাত্র ধ্বজাধারী'র দাবিদার বিজেপির দিকে বলে রাহুলের পালটা সাফাই সেই চেষ্টায় ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাহুলের সমালোচনা শাসক শিবিরে হুল ফুটিয়েছিল। মহুয়ার বক্তব্যকে প্রতিহত করতে দিশাহীন, বিভ্রান্ত দেখিয়েছে বিজেপিকে। গণতান্ত্রিক রীতিকে মর্যাদা দিয়ে বিরোধী পরিসরকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বাধা দিয়ে সেই রীতিকে নষ্ট করার পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলল বিরোধীরা।

অমৃতধারা

যা মানুষকে সত্যতত্ত্ব উপলব্ধি ও মুক্তিলাভ সমর্থ করে তা-ই ধর্ম। সাধারণ লোকের ধর্ম বলে যা বিশ্বাস করে ও মেনে চলে – সেসবের মধ্যে ধর্মের আসল ভাব নেই। ওসব হচ্ছে কতকগুলো যুক্তিহীন প্রথা ও আচার নিয়ম। সাধারণ লোকেদের মধ্যে আসল ধর্ম নেই- আছে ধর্মের নামে গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও দলাদলি। ধর্ম ও ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা কখনোই এক জিনিস নয়। ধর্ম হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা, সংযম ও পবিত্রতার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করা। সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে ধর্ম বিশ্বাসের নামে গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও যুক্তিহীন আচার-নিয়মে অভিভূত হয়ে থাকা।
ধর্মকে জানতে হলে চাই ষোলআনা সাধন-ভজন। মনের ভেতরে কুভাব, কুচিন্তা, হিংসা থাকলে ধর্মলাভ শুধু কথার কথা। সত্য ও অসত্য গোঁজামিল দিয়ে ধর্ম হয় না।

—শ্রীশ্রী স্বামী অভেদানন্দ

আলোচিত

বালখিল্যতায় না ঠিক করে কথা বলতে জানেন, না নিজের আচরণের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে। সেজন্য সংসদে অন্যের ঘাড়ে চেপে বসেন। ভুলে যান নিজের সীমাবদ্ধতা। সংসদে চোখ পর্যন্ত টেপেন। গোটা দেশের মানুষ জানেন ওঁর কাণ্ড। তাই বলছেন, তোমার দ্বারা হবে না।

- নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল

পাকিস্তানের পার্লামেন্টের একটি ভিডিও ঝড় তুলছে। একজন মহিলা সাংসদ বলতে উঠেছিলেন। সেইসময় স্পিকার অন্যদিকে তাকিয়ে। তাঁর দিকে না তাকালে বক্তৃতা দিতে সমস্যার কথা জানান সাংসদ। কিন্তু স্পিকার জানান, মহিলাদের দিকে তাকাতে তাঁর অস্বস্তি হয়। হাসির রোল ওঠে সভায়।

আজ

১৯৫২

১৯৫২ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়ক অমিতকুমার।

১৯৬২

বিখ্যাত অভিনেতা টম ক্রুজের জন্ম ১৯৬২ সালে আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব হলেন পঞ্চমাত্রা, পঞ্চভূত, পঞ্চবীজ, পঞ্চদেব এবং জীব ও পরমাত্মার মিলিত তনু। মানুষ বাইশ রকমের অপরাধে অপরাধী। এই অপরাধ দেবতার কাছে। ওই বাইশটি ধর্ম সোপান উল্লঙ্ঘনে বাইশটি পাপস্খলন। বাইশটি ধাপ বাইশটি তীর্থভূমি। পবিত্র থেকে পবিত্রতর হতে হতে পুরুষোত্তম প্রাপ্তি।

পুরীধামে যমরাজের শাসন সম্পূর্ণ অচল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ওডিশা জগন্নাথ ক্ষেত্র। শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের পটমণ্ডল। রাজ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি শাসন তাঁকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। ধর্মানুসরণে, কি জৈন, কি বৌদ্ধ, কোনও সম্প্রদায়ই তা পারেনি। জগন্নাথের ছায়া থেকে কে বেরোবে! অরণ্য গভীর। স্বয়ং মহীরুহ। মহী-শব্দের আশ্রয়ে এই পৃথিবী। মহীতল-ভূতল, মহীধ্র-পর্বত, মহীনাথ-নৃপতি। অরণ্যেই উদ্গীত আরণ্যক বেদান্তের বেদ-অন্ত, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

একটি শঙ্খ যেন সমুদ্রোত্থিত। মস্তকে পশ্চিমসীমা, সেখানে বসে আছেন নীলকণ্ঠ শিব। শঙ্খের উদর সমুদ্রের জলে। শ্বেতশুভ্র শঙ্খটি মাথা তুলে এক ক্রোশ মাত্র এগিয়েছে। 'শঙ্খাগ্রে নীলকণ্ঠ স্যাদেৎক্রোশঃ সুদুর্লভঃ।' এই ক্রোশমাত্র ক্ষেত্র অতি সুদুর্লভ। সাক্ষাৎ নারায়ণের এই ক্ষেত্রটি পরম ধন। 'সুবর্ণবালুকাকীর্ণং নীলপর্বতশোভিতম্।' উৎকল খণ্ডে ঋষি জৈমিনি এই কথাই বলছেন। এই ক্ষেত্রের বিস্তার পাঁচ ক্রোশ। এর মধ্যে তীর্থরাজ সমুদ্র তটবর্তী দু'ক্রোশ অতি পবিত্র।

শ্রীভগবান উবাচ, 'সমুদ্রের উত্তর তীরে মহানদীর দক্ষিণ প্রদেশটি পৃথিবীর মধ্যে সকল তীর্থের ফল প্রদান করেন। একাম্রকানন ভুবনেশ্বর হতে দক্ষিণ সমুদ্রের তটভূমি পর্যন্ত প্রত্যেক পদবিক্ষেপের স্থান উত্তরোত্তর অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। সিন্ধুতীরে যে স্থানে নীলপর্বত বিরাজমান, পৃথিবীতে সেই স্থানটি গোপনীয়, এমনকি ব্রহ্মারও অতি দুর্লভ।'

কেন দুর্লভ? ইতিহাসে হয়তো যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর মিলবে। একথা ঠিক পুরীর মতো সমুদ্রসৈকত দ্বিতীয় আর নেই। গোল্ডেন বিচ, সুবর্ণ সৈকত। সৈকত থেকে শ্রীমন্দির সামান্য দূরত্ব। শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দিরের বিপুল বৈভবের পশ্চাতে ১৬ জন নৃপতির প্রয়াস রয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রথম নামটি হল অনন্তবর্মন চোড়ঙ্গদেব বা চুড়ঙ্গদেব। তিনি ঘোষণা করেন, ওডিশার রাজাধিরাজ মহাপ্রভু জগন্নাথদেব, আমি মহাপ্রভুর সামন্তরাজা, রাউত। রাজাধিরাজ জগন্নাথদেবের মন্দিরের রূপ হল, যেন সুবিশাল একটি দুর্গ। একাধিক প্রাকার ও বাধা অতিক্রম করতে পারলে তবেই তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে। ১০.৭ একর জমির ওপর এই মন্দির। দুটি প্রাকার দিয়ে ঘেরা। প্রথমটির নাম মেঘনাদ বেড়া, দ্বিতীয়টির নাম কুর্মবেড়া। চারটি প্রবেশপথ। সিংহদুয়ার, সিংহ শৌর্যের প্রতীক। অশ্বদুয়ার, অশ্ব সামরিক শক্তির প্রতীক। ব্যাঘ্রদুয়ার, ব্যাঘ্র তেজের প্রতীক। হস্তীদুয়ার, হস্তী সম্পদের প্রতীক। আর অপর ব্যাখ্যা হল, সিংহ ধর্ম, হস্তী অর্থ, অশ্ব কর্ম, ব্যাঘ্র মোক্ষের প্রতীক।

জগন্নাথ দেবের দুর্গে সর্বত্র রহস্য। প্রতি পদক্ষেপে রহস্য। সিংহদ্বারের দু'ধারে দেবমণ্ডল। এটি অতিক্রম করলেই সামনে বাইশটি সোপান। দেশীয় ভাষায় 'বাইশ পহছা'। শুরু হল রহস্যমণ্ডল। এই বাইশটি সিঁড়ি হল যোগদর্শনের বাইশটি তত্ত্ব। ধাপে ধাপে সাজানো, পঞ্চভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ইত্যাদি। জৈনরা বলেন, এই বাইশটি সিঁড়ি হল তাঁদের বাইশজন তীর্থঙ্কর। এঁদের স্পর্শ নিতে নিতে পৌঁছাতে হবে আদি দেব ঋষভনাথের কাছে। আবার এমন যুক্তিও আছে, জগন্নাথদেব গোলোকবাসী। তলায় পড়ে আছে অষ্ট বৈকুণ্ঠ, তার তলায় চতুর্দশ ভুবন। হিরণ্যগর্ভ পদ্মাসনে প্রভুর আসন। তাঁর বেদির কাছে যেতে হবে এই চতুর্দশ ভুবন আর অষ্ট বৈকুণ্ঠ অতিক্রম করে। সপ্তভুবনে লুকিয়ে আছে তন্ত্রের ষটচক্র। একটি ঊর্ধ্বলোকের উত্থান সোপান। অধোলোকেও সাতটি তল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহীতল, রসাতল আর পাতাল। এইবার অষ্ট বৈকুণ্ঠের পরিচয় হল শ্রীবৈকুণ্ঠ, কৈবল্য বৈকুণ্ঠ, কারণার্ণব বৈকুণ্ঠ, শেষশায়ী বৈকুণ্ঠ, শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ, পরব্যোম বৈকুণ্ঠ, গর্ভোদকশায়ী বৈকুণ্ঠ আর কৈলাস।

এই দীর্ঘ, দুস্তর, সাধন-পথ ধরে এগোতে হবে। পথের শেষে 'ওমেগা পয়েন্টে' অপেক্ষায় রয়েছেন ভগবান হাত দুটি বাড়িয়ে। সেই কারণেই বোধহয় প্রভুর হাত দুটিই সার। আর দূরবিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন জগৎ পথের দিকে জগতের নাথ। 'দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং। রথারূঢ়ো গচ্ছন।' জ্ঞানমিশ্র ভক্তিই ওডিশার বৈষ্ণবদের সাধন-পথ। বজ্রযানী বৌদ্ধ আর নাথ সম্প্রদায়ের প্রভাবও পড়েছিল। তাঁদের সম্মিলিত দর্শন হল, শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব হলেন পঞ্চমাত্রা, পঞ্চভূত, পঞ্চবীজ, পঞ্চদেব এবং জীব ও পরমাত্মার মিলিত তনু। মানুষ বাইশ রকমের অপরাধে অপরাধী। এই অপরাধ দেবতার কাছে। ওই বাইশটি ধর্ম সোপান উল্লঙ্ঘনে বাইশটি পাপস্খলন। বাইশটি ধাপ বাইশটি তীর্থভূমি। পবিত্র থেকে পবিত্রতর হতে হতে পুরুষোত্তম প্রাপ্তি। মূর্তির অভ্যন্তরে আছে ব্রহ্মবস্তু। ব্রহ্মের অপার মহিমা লাভ।

কিন্তু তিনি কে? বৈষ্ণব অথবা শাক্ত। শবরের সেবা অস্বীকার করে রাজা হলেন ওড্র দেশে। নীল পর্বতে। সমুদ্রের তটে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ। গোপীদের কাঁদিয়ে, বৃন্দাবনে ভাসিয়ে, 'লাল পাগুড়ি দিয়ে মাথে, রাজা হলেন মথুরাতে।' আবার গীতায় বসে অর্জুনকে বললেন, সখা! 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।' যে যেভাবে, যে রূপে আমাকে চায় আমি সেইভাবে সেই রূপেই তার সেবা, পুজো গ্রহণ করে প্রার্থিত ফল দান করি।

ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট বিষ্ণু বললেন, এটি আমার ক্ষেত্র। এখানে আমি চির আসীন অক্ষয় বট। সমুদ্রতনয়া লক্ষ্মী আমার ক্রোড়ে আসীন। আমি অক্ষয় বট। এখানে পাপ-পুণ্যের বিচার নেই। যমের দণ্ড অচল। এখানে একটা কাকও মৃত্যুর পর সাযুজ্য লাভ করে। তীর্থ-যজ্ঞ, দান-ধ্যানে যে ফল, এই ক্ষেত্রে একদিন মাত্র বাস করলে সেই ফল লাভ। নিমেষমাত্র বাস করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

যমরাজ বললেন, সে তো হল, এই ক্ষেত্রের এমন জগৎ-ছাড়া মহিমা হল কী করে, যেখানে আমার শাসন অচল? শ্রীবিষ্ণু শ্রীলক্ষ্মীকে বললেন, 'বলে দাও'। শ্রী তখন শ্রীক্ষেত্রের শক্তি বলয়ের কথা বললেন, 'এই পঞ্চক্রোশ পরিমিত এলাকায় তোমার দণ্ড অচল। তাহলে শোনো, এই অন্তর্বেদীটি রক্ষার জন্যে আমি আটটি শক্তি কল্পনা করেছিলাম। ইতিমধ্যে মহাদেব উগ্র তপস্যা শুরু করলেন। আমি তখন আমার শরীর থেকে সুন্দরী গৌরীকে তার পত্নীরূপে সৃজন করলুম। গৌরীকে আদেশ করলুম, এই অন্তর্বেদীর চতুর্দিক রক্ষা করো। সেই গৌরী আমার প্রীতির নিমিত্ত অষ্টপ্রকার মূর্তি ধারণ করে অষ্টধা দিক্ষু সংস্থিতা।

বটমূলের অগ্নি কোণে মঙ্গলা, পশ্চিমে বিমলা,

শঙ্খের পূর্বভাগ বায়ু কোণে সর্বমঙ্গলা, উত্তর দিকে অর্ধশিনী, ঈশান কোণে লম্বা, দক্ষিণে কালরাত্রী, পূর্বদিকে মরীচিকা, নৈর্ঋতে চণ্ডরূপা। এই ভীষণারূপা অষ্টশক্তির দ্বারা অন্তর্বেদী সর্বতোভাবে রক্ষিত।'

ক্ষেত্রস্বামী ভগবান বিষ্ণু। রুদ্রাণীর অষ্টশক্তির দ্বারা রক্ষিত। এখন রুদ্র কী করেন! তিনি ভগবানকে বললেন, তুমি যেখানে আমিও সেখানে, তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। রুদ্র আটভাগে বিভক্ত হলেন। ক্ষেত্রস্বামী ভগবান সেই অষ্টরুদ্রকে আটদিকে রেখে নিজে বসলেন মাঝখানে।

মহাদেব নিজেকে এইভাবে সাজালেন, কপালমোচন, কাম, ক্ষেত্রপাল, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, বিশ্বেশ্বর, নীলকণ্ঠ, বটমূলে বটেশ্বর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গৌরী, লক্ষ্মী সবাই এসে গেলেন। লক্ষ্মীদেবী পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন, 'আপনি এই অত্যাজ্য ক্ষেত্রে সুবর্ণ বালুকায় আবৃত হয়ে আমাদের সঙ্গে অবস্থান করবেন। সত্যযুগে বিষ্ণুপরায়ণ ও সকল যোগের আহর্তা, শাস্ত্রজ্ঞ এক রাজা জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁর নাম হবে ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি এই পুণ্যক্ষেত্রে আসবেন, মহাভক্তি প্রকাশ করবেন। ভগবান তাঁকে অনুগ্রহ করে একটি দারুতে উৎপন্ন হবেন।'

এক পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা সূর্যবংশীয় শ্রী ইন্দ্রদ্যুম্ন মালবদেশে এলেন। অবন্তীনগরে তাঁর রাজধানী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুগ সত্যযুগের সূচনা হল। রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি। ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজসভায় ভগবৎ প্রেরিত এক বৈষ্ণব এসে শ্রীশ্রী নীলমাধবের কথা শুনিয়ে গেলেন। ব্যাকুলের ব্যাকুলতা গেল। দিকে দিকে অনুসন্ধানকারীরা বেরিয়ে পড়লেন অনুসন্ধানে। অনার্যদেশে রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি সুকৌশলে সন্ধান পেলেন শবর পূজিত নীলমাধবের। শবরের নাম 'বিশ্বাবসু'। শুরু হল জগন্নাথ কাহিনী। দীর্ঘ সময় দীর্ঘ কাহিনী।

ফিরে আসি বাইশধাপের তৃতীয় ধাপে। এই ধাপ পবিত্রতম। শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের অভিষেক। এই অভিষেকে উপস্থিত থাকার জন্যে সব দেবদেবী নীলাচলে নেমে এসেছেন। শিব তখনও কাশী থেকে এসে পৌঁছাতে পারেননি। বৃদ্ধ বৃষভ বাহনে চড়ে শিব যখন এলেন জগন্নাথদেব তখন রত্নবেদিতে আরোহণ করে গিয়েছেন। নেমে শিবকে অভ্যর্থনা করার উপায় নেই। বিশ্বনাথ তৃতীয় ধাপ পর্যন্ত উঠে অপেক্ষা করছেন, জগন্নাথদেব এসে অভ্যর্থনা করবেন। এদিকে অভিষেক শুরু হয়ে গিয়েছে। জগন্নাথ সিংহাসন ছেড়ে উঠতে পারছেন না। বিশ্বনাথ অপমানিত বোধ করে তৃতীয় ধাপে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, আর এগোচ্ছেন না। কথাটা জগন্নাথদেবের কানে গেল। জগন্নাথদেব বললেন, 'শিব ওইখানেই অবস্থান করুন। প্রতিবছর রথযাত্রার সময় আমি তাঁকে দর্শন করব।'

রথযাত্রার প্রথম দিনে মন্দির থেকে বেরিয়েই দুই দেবতার সাক্ষাৎকার। সবাই জানেন, জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে বিশ্বনাথের দর্শন জগন্নাথ দর্শনের মতোই সমান ফলপ্রদ। মন্দিরে যাঁরা আসেন তাঁরা প্রথমেই বিশ্বনাথ দর্শন করেন, পরে জগন্নাথ। এর বিপরীত হওয়ার উপায় নেই। তৃতীয় ধাপেই পুণ্য ফল লাভ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর পেরিয়ে আমরা কলিতে কলকল করছি। পুরাণের কাল, রাজন্যবর্গের কাল অতিক্রম করে গণতন্ত্রে বসবাস। আধুনিক শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ-দুর্গে সময় স্থির। জগন্নাথের অনন্তের ঘড়িতে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ স্থির। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মিলিত তনু। পীঠদেবী বিমলা।

প্রভু কোন মাসে কী বেশ ধারণ করেন? বেশের রূপান্তর। বৈশাখে চন্দন বেশ। প্রভু মদনমোহন। জ্যৈষ্ঠে হস্তীবেশ। প্রভু তখন গণেশ। আষাঢ়ে গুণ্ডিচা থেকে ফিরে আসার পর স্বর্ণবেশ। শ্রাবণে পরপর দুটি বেশ, চিতালাগি বেশ আর রাহুরেখালাগি বেশ। ভাদ্রমাসে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ লীলা। প্রথম বনভোজন বেশ, তারপর কালীয় দমন বেশ, প্রলম্ববধ বেশ, অবশেষে বামন বেশ। আশ্বিনে রাজবেশ। কার্তিকে তাঁর অনেক রূপধারণ। লীলা জমজমাট। শ্রীরাধাদামোদর, ত্রিবিক্রম, বামন, নৃসিংহ, পরশুরাম, সবশেষে রাজাধিরাজ। অঘ্রাণে শীতবস্ত্র অঙ্গে, যার নাম ওড়ন। মাঘে পদ্মবেশ। মাঘীপূর্ণিমায় গজোদ্ধারণ বেশ। বসন্তপঞ্চমীর দিন চাঁচেরি বেশ। ফাল্গুনে কুণ্ডলবেশ, দোলপূর্ণিমায় রাজবেশ। চৈত্রে প্রভু রামরাজা বেশে শ্রীরামচন্দ্র।

এভাবেই জগন্নাথদেব রূপে-রূপান্তরে, পুরুষোত্তম হয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে অনন্ত লীলায় মেতে আছেন।

জনমন জনমত

'রোকো' যুগলবন্দিই বিশ্বকাপ আনল ভারতে

দ্বিতীয় সুযোগ বিষয়টা ঠিক কী রকম। আদৌ ভালো না খারাপ! সুযোগের পেছনেই সন্দেহের সিঁদুরে মেঘ ভাসছিল বার্বাডোজের আকাশে। ক্যারিবিয়ান আবহাওয়ার প্রতিচ্ছবি ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপে। তারপর একটা লম্বা জুটির স্ট্রাইক রোটেশন স্ট্রাগল। পঞ্চাশ পেরিয়ে কোহলির বদলে ফেলা মেজাজের রথে চড়ে একশো সাতাত্তরের টার্গেট। যথেষ্ট এটুকু ডিফেন্ড করার জন্য।

আঠারোতম ওভারে বুমরাহ না অর্শদীপ কে আসবে তর্কের মাঝেই রানআপে বুমরাহ। ডেথ ওভারের গোটের সামনে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব নতজানু ততক্ষণে। শেষ ওভারে লাগে ষোলো রান। হার্দিকের প্রথম বলে মিলারের বিগ হিটকে বাউন্ডারি লাইনে তালুবন্দি করে নিলেন সূর্য। আর আমরা আরেকটা বিশ্বকাপ যেন ধরে ফেললাম হাতে। ম্যাচের শেষ বলটা উড়ে গেল হাওয়ায় আর আকাশ থেকে ঝড়ে পড়ল আতশবাজি হয়ে। আমরা বিশ্বকাপ জিতে নিলাম। রোহিত এসে হার্দিককে কোলে তুলে চুমু খেলেন, আর আমরা গোটা দেশ জড়িয়ে ধরলাম পাশের মানুষকে। শিলিগুড়িতে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে নেমে এল জনস্রোত। বৃষ্টিতে ভিজলে না হয় প্যারাসিটামল থাকবে, কিন্তু স্মৃতিকে তো আর রিক্রিয়েট করা যাবে না।

সৌরভ মজুমদার
প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

ব্যর্থ হলেও হাল ছাড়া নয়, দেখাল বিশ্বজয়

গত বছরের ১৯ নভেম্বরের পর এবছরের ২৯ জুন বর্ষণমুখর শনিবারের রাত। এবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ২০ ওভারের ফাইনাল ম্যাচ। যখন ৩৪ রানে ভারতের ৩ উইকেট পড়ে যায়, তখন অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন হয়তো ভারতের স্কোর বেশিদূর এগোবে না এবং অবধারিত একটা বেদনার রাত আসতে চলেছে আবার। শেষমেশ হার্দিক পান্ডিয়া, অর্শদীপ সিং এবং অবশ্যই জসপ্রীত বুমরাহর অবিশ্বাস্য অসাধারণ বোলিংয়ে ভর করে ভারতের ৭ রানে ম্যাচ জয় এবং বিশ্বজয়।

যে যাই বলুক, আইসিসি দ্বারা পরিচালিত ৫০ এবং ২০ ওভারের বিশ্বকাপ ট্রফি জয়লাভ করা ছাড়া অন্যান্য টুর্নামেন্টে জয়লাভকে কেউ কৃতিত্ব দেয় না। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, এশিয়া কাপ, ত্রিপাক্ষিক সিরিজ, দ্বিপাক্ষিক সিরিজে কে জিতল বা কে হারল, মানুষ অতটা স্মরণে ও মননে রাখেন না। তাই এই জয় একশো চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মনে মানসিক শক্তি সঞ্চার করবে। জীবনের ব্যর্থতা, হতাশা ভুলে নতুন উদ্যমে আবার সবাই মনোবল খুঁজে পেয়ে নিজ নিজ কাজে সাফল্য লাভ করার জন্য চেষ্টা করবে। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেট ফাইনালে পরাজয়ের ব্যর্থতা ও হতাশা থেকে ফিরে এসে ২০২৪ সালে বিশ্বকাপ জয়।

অর্থাৎ ব্যর্থতার পরেও লড়াই করে ঘুরে দাঁড়ালে জয় অনিবার্য, এটাই এবারের বিশ্বকাপ জয়ের অন্তর্নিহিত গভীর মাহাত্ম্য। তাই রোহিত-বুমরাদের মন থেকে অনেক অভিনন্দন।

অমরেশ সিং
তারবান্ধা, ফাঁসিদেওয়া।

ট্রফি জিতেও খানিক বিষাদ

আমার জন্ম ২০০৯ সালে। তাই ২০০৭ সালে ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্তের (মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে) সাক্ষী থাকতে পারিনি। তবে ২০২৪ সালে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দলের দ্বিতীয়বারের জন্য টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্তটা দারুণভাবে চাক্ষুষ করলাম ও চেটেপুটে উপভোগ করলাম।

যদিও ট্রফি জেতার এই ঐতিহাসিক আবেগমাখা আনন্দঘন মুহূর্তটা কিছুটা হলেও বিষাদময় হয়ে থাকল। কারণ ফাইনাল ম্যাচটা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আমার প্রিয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি টি২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করে দিলেন। তারপরে দেখলাম অধিনায়ক রোহিত শর্মাও টি২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করে দিলেন। আশা রাখছি, এই দুইজন বড় মাপের ভারতীয় ক্রিকেটারের শূন্যতা আগামীদিনে টি২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচে ধীরে ধীরে হলেও পূর্ণ হয়ে যাবে।

চিরঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৭৬

পাশাপাশি : ২। চারটি তার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, তম্বুরা ৫। গানে বিশেষত কবিগানে মহড়ার পর উচ্চকণ্ঠে গীত অংশ ৬। বন্দুকধারী সিপাই ৮। কিনারা, প্রান্ত ৯। মানুষ, পুরুষ মানুষ ১১। শাঁখের বালা, শাঁখা ১৩। গতানুগতিক, সাদামাঠা ১৪। হিমালয়ের পাদদেশস্থিত হিন্দু তীর্থবিশেষ।
উপর-নীচ : ১। ছোঁয়াছুঁয়ি সম্বন্ধে বাতিক ২। সংগীতের রাগবিস্তার, সুর ৩। হিন্দুতীর্থরূপে পরিগণিত আজমেঢ়ের নিকটস্থ হ্রদবিশেষ ৪। স্বাধীনতা ৬। মনের মিল হওয়া ৭। উগ্র, চরমপন্থী ৮। শিকে বিদ্ধ করে বিশেষ পদ্ধতিতে সেঁকা মাংস ৯। হয় না, ৯ সংখ্যা ১০। ভাগ্যের লিখন ১১। একশত, বহু ১২। তরঙ্গ, ঢেউ ১৩। প্রহার।

সমাধান ■ ৩৮৭৫

পাশাপাশি : ১। হাবভাব ৩। মরম ৫। আনাচকানাচ ৬। তিজেল ৭। শশক ৯। আপনাআপনি ১২। কণাদ ১৩। বনবন।
উপর-নীচ : ১। হাতাহাতি ২। বন্দনা ৩। মণিকা ৪। মরিচ ৫। আল ৭। শনি ৮। কনকন ৯। আহ্নিক ১০। নারদ ১১। পণব।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

রাহুলকে ‘বালখিল্য’ বললেন মোদি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : যুক্তির বদলে পালটা যুক্তি নয়, তীক্ষ্ণ সওয়ালের শানিত জবাবের মাধ্যমে নয়, দেশের বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির আক্রমণের জবাবে চেনা পরিচিত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং উপেক্ষাকেই হাতিয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যদিও তাঁর ওই কৌশল সত্ত্বেও দিনের আলোর মতো এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে মোদি এবং বিজেপির কাছে এই মুহূর্তে সবথেকে বড় বিড়ম্বনা হলেন রাহুল গান্ধিই।

তাই তাঁর ভাষণের বেশ খানিকটা অংশ লোকসভার কার্যবিবরণী থেকে ছেঁটে ফেলা হলেও রায়বেরেলির সাংসদকে হজম করা যে রীতিমতো কঠিন হয়ে পড়ছে শাসক শিবিরের পক্ষে সেটা মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের বক্তৃতার ছত্রে ছত্রে বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, এদিন লোকসভায় মোদির জবাবি বক্তৃতা চলাকালীন ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদের লাগাতার হল্লা পাকানো ও স্লোগান দেওয়ার যে ছবি দেখা গিয়েছে তার বিরুদ্ধে সরকারপক্ষ নিন্দা প্রস্তাব এনেছে ঠিকই। কিন্তু আগের তুলনায় অধিক শক্তি সঞ্চয় করা ইন্ডিয়া জোটও মোদির মাথাব্যথার কারণে পরিণত হচ্ছে।

মোদি এদিন রাহুল এবং কংগ্রেসকে বিঁধতে তাঁকে কখনও বালকবুদ্ধি সম্পন্ন নেতা, কখনও শোলে সিনেমার মাসি আবার কখনও পরজীবী বলে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমার একবার মনে আছে, এক বালক ৯৯ মার্কস পেয়ে অত্যন্ত দম্ভের সঙ্গে ঘুরছিল আর বলে বেড়াচ্ছিল, দেখো আমি কত নম্বর পেয়েছি। মানুষজনও তাকে ৯৯ পাওয়ার জন্য প্রশংসা করছিল। কিন্তু পরে তাদের বলা হল, ওই বালক ১০০-য় ৯৯ পায়নি, ৫৪৩-এ ৯৯ পেয়েছে। এবার ওই বালকবুদ্ধিকে কে বলবে যে সে ফেল করার বিশ্ব রেকর্ড করে ফেলেছে।’ বিরোধী দলনেতাকে প্রধানমন্ত্রীর কটাক্ষ, যাঁর বালকবুদ্ধি থাকে তাঁর কথা বলা এবং আচার-ব্যবহারেও কোনও ঠিক-ঠিকানা থাকে না। যখন ওই বালকবুদ্ধি পুরোপুরি কাউকে গ্রাস করে ফেলে তখন তিনি লোকসভাকেও গালিগালাজ করতে থাকেন। যখন ওই বালকবুদ্ধি নিজের সীমানা লঙ্ঘন করে ফেলেন তখন তিনি সভায় বসে চোখ মারেন। ওঁর সত্যতা এখন সারাদেশ বুঝতে পারছে। আর তাই দেশ ওঁকে বলছে, তুমসে না হো পায়েগা। রাহুল সোমবার তাঁকে নিশানা করে যে কথাগুলি বলেছিলেন তাকে বিলাপ বলেও ব্যঙ্গ করেন প্রধানমন্ত্রী।

মোদি বলেন, ‘গতকাল সভায় ওই বালখিল্যদের বিলাপ চলছিল। আমাকে মেরেছে, আমাকে ও মেরেছে, আমাকে সে মেরেছে। কিন্তু ওই বাচ্চাটি একবারও বলছিল না যে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির মামলায় আদালতে সে জামিনে মুক্তি পেয়েছে। সে একবারও বলছিল না যে ওবিসিদের চোর বলার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করার জন্য ক্ষমা চাইতে বলেছিল।’ হিন্দুত্বের যে কথাগুলি সোমবার রাহুল বলেছিলেন তার জন্য এদিন তাঁকে এবং কংগ্রেসকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বলে ফের আক্রমণ করেন মোদি। তিনি বলেন, ‘হিন্দুদের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের দেশ কখনও ক্ষমা করবে না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দেশের সংবিধানের ওপর আক্রমণ, সংরক্ষণ ব্যবস্থার ওপর আক্রমণের অভিযোগের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর মনোবল দুর্বল করার অভিযোগও করেন মোদি। লাগাতার তৃতীয়বার পরাজিত হওয়ার কটাক্ষও করেছেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তবে শুধু কংগ্রেস নয়, বিরোধী ইন্ডিয়া জোটকেও এদিন ছেড়ে কথা বলেননি তিনি। যদিও তাতে ইন্ডিয়া জোট হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি।

এদিন মোদি দু-ঘণ্টার বেশি সময় বক্তৃতা দেন। তিনি বক্তৃতা দেওয়া শুরু করতেই কংগ্রেস, ডিএমকে সহ ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা নিজেদের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন। খানি পরে বেশ কয়েকজন বিরোধী সাংসদ সভার ওয়েলে নেমে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। মণিপুর হিংসা, নিট কাণ্ড নিয়ে তাঁরা সরকারের জবাব দাবি করতে থাকেন। কখনও জয় সংবিধান, কখনও জোড়ো জোড়ো ভারত জোড়ো, আবার কখনও ঝুট বোলে কাউয়া কাটে-মোদি এদিন যতক্ষণ ভাষণ দেন ততক্ষণই বিরোধীরা স্লোগান দিতে থাকেন। গত ১০ বছর এই ছবির কথা সংসদের উভয় কক্ষে কল্পনাই করা যায়নি। কার্যত একতরফা চালিয়ে খেলতে দেখা গিয়েছিল মোদিকে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি যে বেশ কঠিন সেটা বুঝতে পেরে বক্তৃতার মাঝে মাঝেই টেবিলে রাখা জলের গ্লাসে চুমুক দিতে দেখা গিয়েছে দেশের প্রধান সেবককে।

আর উলটোদিকে রাহুল গান্ধি, অখিলেশ যাদবরা মুচকি মুচকি হেসে গিয়েছেন। শেষে অবশ্য হাসিমুখে বিরোধীদের এহেন পরাক্রম দেখে একগাল শুকনো হাসি হেসে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘আমি প্রথমবার যখন লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এসেছিলাম তখনও আমাকে এইভাবে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। ২০১৯ সালেও এভাবেই মোকাবিলা করতে হয়েছিল। রাজ্যসভাতেও এভাবে মোকাবিলা করেছি। এখন তো এরা (বিরোধী শিবির) অনেক মজবুত হয়ে গিয়েছে। আমার সংকল্পও মজবুত। আমার আওয়াজও মজবুত।’

এদিন অবশ্য নিট কাণ্ডে প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়েও সরব হয়েছেন মোদি। তিনি বলেন, সরকার এই কারবার বন্ধ করতে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই ধরনের কাজ বন্ধ করতে জরুরি পদক্ষেপ করা হচ্ছে। একজন দোষীকেও ছাড়া হবে না। দেশজুড়ে লাগাতার গ্রেপ্তার হচ্ছে। কেন্দ্র কঠোর আইন তৈরি করেছে। পরীক্ষা করানো সিস্টেমকে পোক্ত করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ করছে।

লোকসভায় বিরোধী দলনেতাকে আক্রমণের মুহূর্তে নরেন্দ্র মোদি।

প্রিয়জনদের হারিয়ে অসহায় বসে মহিলারা। মঙ্গলবার হাথরসের গ্রামে। -পিটিআই

হাথরস ভিড়, গরম আর সরু রাস্তার জন্যই দুর্ঘটনা

লখনউ, ২ জুলাই : ‘সৎসঙ্গ’ মানেই কি সাংঘাতিক! উত্তরপ্রদেশের হাথরসে সিকান্দরারাউ এলাকায় ‘সৎসঙ্গ’ অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর পর নিয়ন্ত্রণহীন ধর্মীয় জমায়েতে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক ভূমিকা এবং বিপর্যয়ের কারণ নিয়েও। নারায়ণ সাকার ওরফে ‘ভোলেবাবা’ নামে স্বঘোষিত এক ধর্মীয় গুরুর সংস্থা ‘মানব মঙ্গল মিলন সদ্ভাবনা অনুষ্ঠান কমিটি’র তরফে আয়োজিত ধর্মীয় বাণী প্রচারের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন কয়েক হাজার মানুষ, যার বেশিরভাগই ছিলেন মহিলা।

পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় সৎসঙ্গের আয়োজক কমিটিকেই দায়ী করছেন অনেকে। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, সৎসঙ্গের জন্য যে প্যান্ডেল বাঁধা হয়েছিল, তা যারিকেড দিয়ে ঘেরা ছিল। পাখার ব্যবস্থা করা হয়নি। প্যান্ডেল খোলামেলা থাকলেও আর্দ্রতা এবং গরমের জন্য সকলেই হাঁসফাঁস করছিলেন। সৎসঙ্গ শেষ হওয়ার পরই মানুষ হুড়মুড়িয়ে মাঠের বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আসা-যাওয়ার জন্য যে দরজা তৈরি হয়েছিল, সেটি অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ধাক্কাধাক্কির জেরে অনেকে মাটিতে পড়ে যান। বাকিরা তাঁদের ওপর দিয়েই বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করেন।

সৎসঙ্গে গিয়ে আহত প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে হাজার হাজার ভক্তের সমাগমে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। বাইরে যাওয়ার কোনও চওড়া রাস্তা ছিল না। অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে প্রচুর বাইক ছিল। ফলে হুড়মুড়িয়ে বেরোতে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে মানুষের। স্বেচ্ছাসেবক, পুলিশ কেউই ছিল না। দুর্ঘটনার জন্য উদ্যোক্তারাই দায়ী। অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মেনে নিয়েছেন হাথরসের জেলা শাসক আশিস কুমার এবং পুলিশ সুপার রাজেশ কুমার। তাঁরা জানান, ‘ব্যক্তিগত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য মহকুমা শাসক অনুমতি দেন। প্রায় ৫০ হাজার লোক হয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে অত্যধিক হুড়োহুড়ির জন্য দুর্ঘটনা ঘটে।’

দুর্ঘটনার কারণ

- ৫০ হাজার মানুষের ভিড়।
- তীব্র গরম ও আর্দ্রতায় হাঁসফাঁস অবস্থা।
- ঢোকা ও বেরোনোর সরু পথ।
- প্যান্ডেলের মধ্যে পাখা না থাকা।
- অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে বাইকের সারি।
- বেরোনোর সময় হুড়োহুড়ি।
- পর্যাপ্ত পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক ও যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না।

গোয়েন্দা থেকে ধর্মগুরু : কে এই ভোলেবাবা

লখনউ, ২ জুলাই : মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের হাথরসের মুঘলগাড়ি গ্রামে যে সৎসঙ্গ ধর্মীয় সমাবেশে ভয়াবহ দুর্ঘটনা সেটি নারায়ণ সাকার হরি ওরফে সাকার বিশ্ব হরি ওরফে ভোলেবাবা নামে এক স্বঘোষিত সাধুর। উত্তরপ্রদেশ ছাড়াও উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, রাজস্থান, দিল্লি সহ দেশের নানা রাজ্যে লক্ষাধিক অনুগামী রয়েছে তাঁর। প্রতি মঙ্গলবার আলিগড়ের আশ্রমে তাঁর সৎসঙ্গের অনুষ্ঠান

উপলক্ষে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। কোভিডের সময়েও সরকারি নির্দেশিকা ভেঙে ভোলেবাবার আশ্রমে জমায়েত হত। সমাজমাধ্যমে সক্রিয় না থাকলেও ভোলেবাবা তৃণমূল স্তরে মানুষের সঙ্গে নাড়ির যোগ।

কিন্তু কে এই ভোলেবাবা? আসল নাম সূরজ পাল। আদি নিবাস এটা জেলার পাটিয়ালি তহসিলের বাহাদুর গ্রাম। এক সময় জিও সত্ত ছিলেন না সূরজ। শোনা যায়, একটা সময় চাকরি করতেন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোয়। আজ থেকে ২৬ বছর আগে চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে ধর্মকর্মে মন দেন। জন্মভিটেয় গড়ে তোলেন আশ্রম। গ্রামে ঘুরে ঘুরে ঈশ্বরের নাম মাহাত্ম্য প্রচার করতে শুরু করলে ধীরে ধীরে প্রচুর ভক্ত জুটে যায়। সেগুড়ের অনুদানের টাকায় নানা জায়গায় খুলে ফেলেন সৎসঙ্গ আশ্রম।

রাগার সেই বক্তব্যে কাঁচি, শুরু নয়া বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : যেমনটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, সেটাই হল রাহুল গান্ধির সঙ্গে। সোমবার রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক বক্তৃতায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি যেভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিজেপি এবং তাঁর সরকারকে নিশানা করেছিলেন, তার বহু অংশ লোকসভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল ট্রেজারি বেঞ্চ। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে মঙ্গলবার রাহুলের বক্তব্য থেকে বেশ কিছুটা অংশ বাদ দেন স্পিকার ওম বিড়লা। স্পিকারের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করেন রাহুল। এদিন সংসদে প্রবেশের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল বলেন, ‘মোদিজির দুনিয়া থেকে সত্যকে মুছে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাস্তব থেকে সেই সত্যকে মুছে ফেলা যাবে না।’ বিরোধী দলনেতার খোঁচা, ‘আমার যা কিছু বলার ছিল আমি তা বলে দিয়েছি। আর সেটাই সত্য। ওঁরা যত খুশি আমার কথা মুছে দিন। কিন্তু সত্য সত্যই থাকবে।’

সোমবার রাহুলের ভাষণের ছত্রে ছত্রে ছিল মোদি সরকার ও বিজেপিকে আক্রমণ। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রমুখ রাহুলের বক্তব্যের লাগাতার বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাতে রাহুলকে থামানো যায়নি। মহাদেবের ছবি দেখিয়ে বারবার তিনি বলতে থাকেন, ভয় পাবেন না। ভয় দেখাবেন না। বিজেপির ও মোদির হিন্দুত্বের রাজনীতিকে অসত্য এবং ঘৃণার রাজনীতি বলে আক্রমণ করেন রাহুল।

এদিন তাঁর বক্তব্যের বেশ খানিকটা অংশ ছেঁটে ফেলায় স্পিকারকে একটি চিঠি লেখেন রাহুল। তিনি সেখানে লিখেছেন, ‘কার্যবিবরণী থেকে আমার বক্তব্যের খানিকটা অংশ যেভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, তা সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উপাদানগুলির পরিপন্থী। আমার বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে কায়দায় বাদ দেওয়া হয়েছে, তাতে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। আমি সভাকে বাস্তব পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, মূল ঘটনা কী সেটা বলতে চেয়েছিলাম।’ রাহুল এদিন তাঁর চিঠিতে বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরের বক্তব্যেরও বিরোধিতা করেছেন। তিনি লিখেছেন, অনুরাগ ঠাকুর যা লিখেছেন, তা শুধুই অভিযোগে ভরা। কিন্তু আশ্চর্যজনক একটি শব্দ সেখান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই পক্ষপাতমূলক বাদ দেওয়ার ঘটনা যুক্তিবুদ্ধির ঊর্ধ্বে। প্রায় ১০০ মিনিটের দীর্ঘ ভাষণে হিন্দুধর্মের মূল চিন্তাভাবনা, কৃষকদের দুর্দশা, অগ্নিবীর, মূল্যবৃদ্ধি, মণিপুর হিংসা, নোটবন্দি, বেকারত্ব, নিট কাণ্ড নিয়ে সরব হয়েছিলেন রাহুল। বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, রাহুল গান্ধির দুনিয়ায় একটি নতুন ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। সেটা হল মিথ্যাচার করা। যদি তা নিয়ে তথ্য পরিসংখ্যান দেখানো হয়, তাহলে ভিক্টিম কার্ড খেলেন। শুধু রাহুল নন, রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেরও বেশ কিছু বক্তব্য বাদ দেওয়া হয়েছে।

সংসদে নিট নিয়ে আলোচনার চিঠি

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : নিট ইস্যুতে সংসদে বিতর্ক চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। লোকসভার বিরোধী দলনেতা হওয়ার পর এটি মোদিকে লেখা রাহুলের প্রথম চিঠি। প্রধানমন্ত্রীকে বিরোধী দলনেতা লিখেছেন, ‘আপনি নিজে এই বিতর্কের সূচনা করলে খুশি হব।’

রাহুলের বক্তব্য, ‘২৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী সরকারের কাছে নিট অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে জবাবের অপেক্ষায় রয়েছেন। বিরোধীরা সংসদে বারবার প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে আলোচনা চাইলেও সেই প্রস্তাব মানা হয়নি। অথচ গত ৭ বছরে ৭০টি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে।’ সোমবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে তর্কে জড়িয়েছিলেন রাহুল। বিড়লা কেন প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানাতে গিয়ে সামনের ঝুঁকে পড়েন সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন রাহুল। বিরোধী দলনেতা জানান, অধ্যক্ষ তাঁর সঙ্গে হাত মেলান টানটান হয়ে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সামনে এলেই তিনি নতমস্তক হয়ে যান। রাহুলকে জবাব দিতে গিয়ে বিড়লা টেনে আনেন বড়দের সম্মান জানানোর প্রসঙ্গ। সেই বিতর্কের কয়েকঘণ্টার মধ্যেই নিট ইস্যুতে মোদিকে রাহুলের চিঠি শাসক শিবিরের ওপর চাপ বজায় রাখার চেষ্টা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সোমবার লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়েও বিরোধী দলনেতার নিশানায় ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিনও সেই ধারা বজায় রইল বলে মনে করা হচ্ছে। চলতি অধিবেশনের শুরু থেকে নিট নিয়ে আলোচনার দাবি জানাচ্ছেন ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা স্থগিত রেখে নিট প্রসঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বিরোধীদের তরফে। কিন্তু সেই প্রস্তাবেও রাজি হয়নি সরকার পক্ষ। যদিও অধ্যক্ষ ওম বিড়লা জানিয়েছিলেন, নিট বিতর্ক নিয়ে তিনি সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন। চিঠিতে বিড়লার সেই আশ্বাসের কথাও উল্লেখ করেছেন রাহুল।

দু’ঘণ্টা আগে প্রশ্নপত্র তৈরি!

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস রোগের দাওয়াইয়ের খোঁজে কেন্দ্র। ন্যাশনাল বোর্ড অফ এডুকেশন (এনবিই) সূত্রে খবর, ভবিষ্যতে প্রশ্ন ফাঁসের রাস্তা বন্ধ করতে নিট পিজি পরীক্ষার মাত্র দু’ঘণ্টা আগে প্রশ্নপত্র তৈরির বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ব্যাপারে মঙ্গলবার সাইবার অপরাধ দমন শাখার আধিকারিকদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কর্তাদের বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে পরীক্ষার দু-ঘণ্টা আগে তা তৈরির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

সিবিআইয়ের জবাব তলব

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেই মামলায় মঙ্গলবার সিবিআইয়ের কাছে জবাব চাইল আদালতের বিচারপতি নীনা বনশল কৃষ্ণর বেঞ্চ। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে সাতদিনের সময়ও বেঁধে দিয়েছেন বিচারপতি নীনা বনশল কৃষ্ণ। ১৭ জুলাই এই মামলার ফের শুনানি হবে।

সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারি মামলার শুনানিতে বিচারপতি নীনা বনশল কৃষ্ণ জানান, বছর খানেক আগে কেবল একজন সাক্ষী হিসাবে আবগারি মামলায় সিবিআই তাঁকে তলব করেছিল। তবে হঠাৎ বিচার বিভাগীয় হেপাজতে থাকাকালীনই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তারির পক্ষে সিবিআই নতুন কোনও প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি।

প্রধানমন্ত্রীর ‘টিপস’

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : ক্ষমতায় ফেরার হ্যাটট্রিক করলেও রাহুল গান্ধির এবার বিরোধী দলনেতা হওয়াটা যে তাঁর অস্বস্তির সবথেকে বড় কারণ সেটা বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

তাই লোকসভায় রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের বক্তৃতায় তো বটেই, এনডিএ সাংসদদের বৈঠকেও আলোচ্য বিষয় হয়ে থেকে গেলেন রাহুল গান্ধি।

মঙ্গলবার এনডিএ’র সংসদীয় দলের বৈঠকে মোদি শাসক শিবিরের সাংসদদের সাফ বলে দিয়েছেন, লোকসভায় রাহুল গান্ধি যে ধরনের আচরণ করেছেন সেরকমটা তাঁরা যেন না করেন। তাঁর মতো একজন চা-ওয়ালা জওহরলাল নেহরুর পর লাগাতার তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করায় কোনও কোনও বিরোধী নেতা নাওয়াখাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

ওই বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, ‘আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক সাংসদ দেশ সেবার জন্য লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। যে দলের টিকিটেই হোন, প্রত্যেকেই দেশ সর্বপ্রথম এই ভাবনা থেকেই যেন কাজ করেন।

সভার মধ্যে কীভাবে আচরণ করতে হবে সেই কথাও বলেছেন উনি।’ রিজিজু বলেন, দেশকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রত্যেক এনডিএ সাংসদ কাজ করবেন। এনডিএ শরিক চিরাগ পাসোয়ান বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখছি। সংসদীয় প্রথা যখন লঙ্ঘিত হতে দেখি তখন এই শিক্ষার অর্থ অনেক কিছু। উনি আমাদের মার্গদর্শন দিয়েছেন।’

হিন্ডেনবার্গকে শোকজ সেবির

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠী আদানি সম্পর্কে পক্ষপাতমূলক রিপোর্ট প্রকাশের অভিযোগে গবেষণা সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের কাছে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) পাঠিয়েছে সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)। আর সেই নোটিশকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। ভারতের বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি প্রভাবশালীদের আড়াল করতে চাইছে বলে পালটা অভিযোগ করেছে হিন্ডেনবার্গ।

মার্কিন সংস্থাটির দাবি, আদানি গোষ্ঠীকে নিয়ে তারা যে রিপোর্টটি তৈরি করেছে তা পুরোপুরি গবেষণা নির্ভর। তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। সেবির নোটিশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ‘ননসেন্স’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে হিন্ডেনবার্গের তরফে। নিজেদের ওয়েবসাইটে সেবির পাঠানো নোটিশটি আপলোড করে সংস্থার বক্তব্য, ‘গবেষণার পর আদানি গোষ্ঠী সম্পর্কে আমরা যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছি তার জন্য গর্ববোধ করছি। আমাদের কাছে এই রিপোর্ট সবচেয়ে গর্বের বিষয়।’ একইসঙ্গে হিন্ডেনবার্গের দাবি, সেবি নোটিশ পাঠালেও খোদ আদানি গোষ্ঠী তাদের রিপোর্টের সারবত্তা অস্বীকার করতে পারেনি। তাদের নোটিশ পাঠিয়ে সেবি আসলে সেই সব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে বার্তা দিতে চাইছে যারা ভারতে প্রভাবশালীদের দুর্নীতি ফাঁস করতে চাইছে।

সেবি ও হিন্ডেনবার্গের মধ্যে টানাপোড়েন চললেও মঙ্গলবার পর্যন্ত আদানি গোষ্ঠীর তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পালটা দিল মার্কিন সংস্থাও

গতবছর জানুয়ারিতে প্রকাশিত এক রিপোর্টে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ দাবি করেছিল, নিজেদের শেয়ারের দাম বাজারদরের চেয়ে বেশি করে দেখিয়ে লগ্নিকারীদের বিভ্রান্ত করেছে আদানি গোষ্ঠী। এর জেরে মুখ থুবড়ে পড়েছিল আদানি পরিচালিত সংস্থাগুলির শেয়ারের দাম। দিনকয়েকের মধ্যে তাদের সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ ১১ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

ধীরে ধীরে সেই ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছে গৌতম আদানির নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী। চড়া বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফের বাড়তে শুরু করেছে আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারদর। এই পরিস্থিতিতে হিন্ডেনবার্গকে সেবির নোটিশ এবং মার্কিন সংস্থার পালটা জবাব, আদানি-রিপোর্ট বিতর্ককে ফের খুঁচিয়ে তুলল বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

সংসদে চু কিতকিত কল্যাণের

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : সংসদে শপথ নেওয়ার সময় চন্দ্রিত্তার পাঠ করে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় চমকে দিয়েছিলেন সকলকে। মঙ্গলবার তিনি ফের নজর কাড়লেন প্রধানমন্ত্রীকে ‘চু কিতকিত’ খোঁচা দিয়ে। তাঁর ঘুরে ঘুরে হাত নেড়ে বক্তৃতা দেওয়ার নাটকীয় ভঙ্গি দেখে হেসে খুন মহুয়া মৈত্র, সায়নী ঘোষ, জুন মালিয়া ছাড়াও ভিনরাজ্যের সাংসদরাও। গান্ধীর বক্তায় রেখেছিলেন একমাত্র সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কল্যাণ বলেন, ‘বলেছিল, এবার ৪০০ পার! খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। খেলা তো অনেক রকম হয়। চু কিতকিতও একটা খেলা। চু কিতকিতে চু ধরা ছিল ৪০০-তে। তারপর কিত..কিত..কিত.. শেষে হল কত? না, ২৪০! কল্যাণ যখন ‘কিতকিত’ বলতে বলতে দু’হাত ওপর থেকে নীচে নামাচ্ছেন, তখন তাঁর ভঙ্গি দেখে সংসদে হাসির রোল। স্পিকার ওম বিড়লা কল্যাণকে চেয়ারের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে বললে সাংসদের সপ্রতিভ জবাব, ‘স্যর, আমি তো আপনাকেই দেখছি। আর কাউকে নয়। সংসদে ভালো অভিনেত্রী আছেন। কিন্তু তাঁকে না দেখে দেখছি আপনাকেই।’ আপনি কত স্মার্ট! আপনাকে না দেখে থাকতে পারি?’ হাসির রোল ওঠে তৃণমূলের মহিলা বেঞ্চে। কল্যাণ বলেন, ‘মোদির গ্যারান্টি আছে। কিন্তু সেই গ্যারান্টির ওয়ারেন্টি নেই। জনতা তো এখনও ওয়ারেন্টিই বোঝে।’

ধর্মান্তরণ বন্ধ না হলে সংখ্যালঘু হবে হিন্দুরা

এলাহাবাদ হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ

একনজরে

- ধর্মান্তরণের উদ্দেশ্যে প্রায় ধর্মসম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
- ধর্মসম্মেলনে সমবেত হিন্দু গ্রামবাসীদের গণধর্মান্তরিত করা হয়।
- দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে গরিব মানুষকে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ আসছে।
- সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ধর্মান্তরণ অবৈধ।
- সংবিধানে ‘ধর্ম প্রচারের’ অধিকার দেওয়া হলেও ‘ধর্মান্তরণে’ অধিকার দেওয়া হয়নি।
- ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ধর্মসম্মেলনের আয়োজন নিষিদ্ধ করতে হবে।

লখনউ, ২ জুলাই : ধর্মান্তরণ বন্ধ না করলে একদিন সংখ্যাগুরু হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। ক্রমবর্ধমান ধর্মান্তরণের ঘটনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট সোমবার বলেছে, এই ধারা চলতে থাকলে দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় একদিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হবে।

ধর্মান্তরণে অভিযুক্ত কৈলাস নামে এক ব্যক্তির জামিনের আবেদন খারিজ করে এই মন্তব্য করেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি রোহিতরঞ্জন আগরওয়াল।

কৈলাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি গ্রামের একদল হিন্দুকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। ধর্মান্তরণের উদ্দেশ্যে প্রায়ই ধর্মসম্মেলন ডেকে সেখানে হিন্দুদের সমাবেশ ঘটানো হয় বলে জানা গিয়েছে। ধর্মান্তরিত হওয়ার বিনিময়ে গ্রামবাসীদের অর্থ ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এ বিষয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ হল, দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে গরিব মানুষকে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে।

এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে দেওয়া হলে একদিন সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। এই ধরনের ধর্মান্তরণ অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। ধর্মীয় সমাবেশে ধর্মান্তরিত করার কাজ অবিলম্বে নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত। স্পষ্ট ভাষায় আদালত জানিয়েছে, সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ধর্মান্তরিতদের অধিকার লঙ্ঘন করে এই ধরনের কাজ।

সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকারে বলা আছে, ‘কোনও ব্যক্তি যে-কোনো ধর্ম, ঈশ্বরের ভজনা, পূজন, সাধনা করতে পারেন। এমনকি শর্তসাপেক্ষে নিজ ধর্মমতের প্রচারও করতে পারেন।’

এলাহাবাদ হাইকোর্ট স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, ধর্মপ্রচারের অর্থ হচ্ছে নিজ ধর্মকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু অন্য কাউকে নিজ ধর্মে ধর্মান্তরিত করা নয়। আদালতের মতে, মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন গ্রামে হিন্দুদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার কাজ চলছে।

হামিরপুর জেলার মৌদহ গ্রামের বাসিন্দা কৈলাসের বিরুদ্ধে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে বিচারপতি বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি আগরওয়াল।

রামকলি প্রজাপতি নামে এক ব্যক্তি কৈলাসের বিরুদ্ধে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছিলেন।

কৈলাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত একটি ধর্মসভায় গ্রামের সকলকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। এফআইআর থেকে জানা যাচ্ছে, প্রজাপতির মানসিক অসুস্থ ভাইকেও টাকাপয়সা দিয়ে ধর্মান্তরিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার ● বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা

ফাগুখোলা নদীতে আটকে পড়ুয়ারা

বিদেশ বসু

গরুবাথান, ২ জুলাই : মঙ্গলবার সকালে যখন বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিল, তখনও সৃষ্টি তামাং, শিশির রাইয়ের মতো পড়ুয়ারা ভাবতেই পারেনি, এমনটা হতে পারে। পাহাড়ি নদী পার হতে গিয়ে প্রবল জলস্রোতে আটকে পড়ে পড়ুয়ারা। স্থানীয়দের চেষ্টায় শেষ অবধি অবশ্য কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের বন সংলগ্ন গ্রাম ফাগুখোলা। স্থানীয়ভাবে তা ফারসিটার নামেই পরিচিত। পোখরেবং গ্রাম পঞ্চায়েতের এই গ্রামকে ঘিরে রেখেছে দুটি নদী। একধারে রুমঝুম। অন্যধারে ফাগুখোলা। দুটি নদীই পরে চেল নদীতে গিয়ে মিশেছে। এর মাঝেই রয়েছে বনাঞ্চলে ঘেরা ফাগুখোলা বনগ্রাম। এদিন প্রত্যন্ত ফাগুখোলা বনবস্তি থেকে গাড়ি করেই স্কুলে আসছিল একদল পড়ুয়া। তখনই ওই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার পর বর্ষায় প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকাগুলি থেকে স্কুলে যাতায়াত নিয়ে চিন্তার ভাঁজ পুরু হয়েছে অভিভাবকদের কপালে।

যুদ্ধবীর উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক বিশাল পারিয়ার বলেন, 'আমাদের এলাকায় অনেক পড়ুয়ারা মানজিং, নোয়াম, পুবুং, ফাগুখোলা ইত্যাদি এলাকা থেকে পড়তে আসে। বর্ষায় সকলেরই যাতায়াতের সমস্যা হয়।' সুরোজ রাইয়ের মতো স্থানীয় বাসিন্দারা এদিনের ঘটনার পর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির দাবি করেছেন।

সেই ফাগুখোলা গ্রাম বর্ষাকালে মাঝেমধ্যেই বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবু প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকার থেকে পড়ুয়ারা পড়াশোনায় কোনও খামতি রাখতে চায় না। অধিকাংশ পড়ুয়া গরুবাথানের মালবস্তি এলাকার যুদ্ধবীর উচ্চবিদ্যালয়ের পড়ুয়া। এদিন একটি গাড়ি করে তারা স্কুলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। ফাগুখোলা পার হতে গিয়ে মাঝপথে আটকে যায় গাড়িটি। তখন সকাল ৮টা। হুহু করে জল বাড়ছে পাহাড়ি নদীতে। সপ্তম শ্রেণির সৃষ্টি তামাং, শিশির রাই, ষষ্ঠ শ্রেণির নির্জনা ছেত্রীর মতো পড়ুয়ারা তখন চরম আতঙ্কে প্রহর গুনছে। কেউ কেউ চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। পরে এলাকার লোকজন জড়ো হয়ে যায়। তাঁরাই ওই পড়ুয়াদের উদ্ধার করেন।

গরুবাথানের বিডিও শোভন দাস সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পাহাড়ি নদীতে বর্ষায় জল বেশি ছিল। এতেই সমস্যা হয়েছে। পরে পড়ুয়াদের উদ্ধার করা হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয়েছে।' এদিন দুপুরে গরুবাথান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সূর্যমণি রাই ওই এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

কী ঘটেছে

- এদিন একটি গাড়ি করে তারা স্কুলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল
- ফাগুখোলা পার হতে গিয়ে মাঝপথে গাড়ি আটকে যায়
- তারা চিৎকার জুড়ে দেয়
- পরে এলাকার লোকজন জড়ো হন
- তাঁরাই ওই পড়ুয়াদের উদ্ধার করেন

জমির দখলদারকে খুঁজছে জিডিএ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই : জমি দখলমুক্ত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লেন গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (জিডিএ)-এর আধিকারিকরা। জিডিএ'র নামে রেজিস্ট্রি করা জমি, অথচ সেখানে দিব্যি বানানো হয়েছে কাঠের ঘর। তা আবার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কিন্তু সেখানে গিয়ে যে জমি দখলমুক্ত করার নোটিশ টাঙানো হবে, তার জো নেই। কারণ মঙ্গলবার সেখানে গিয়ে কাউকেই দেখতে পাননি সরকারি আধিকারিকরা। তাহলে কার নামে উচ্ছেদের নোটিশ টাঙানো হবে?

যে কোনও মুহূর্তে সেই জমি জিডিএ নিজের দখলে আনতে পারে। কিন্তু কার নামে নোটিশ ইস্যু করা হবে তা ঠিক করতে না পেরে জলপাইগুড়ির সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী শেষমেশ জিডিএ'কেই নোটিশ পাঠালেন বেদখলকারীকে খুঁজে বের করার জন্য। এখন জিডিএ'র দায়িত্ব তাকে খুঁজে বের করে সরকারি নোটিশ ধরানো।

জিডিএ'র প্রশাসনিক ভবন করার জন্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে রাজগঞ্জের জঙ্গলমহল মৌজায় ৬৩ ডেসিমাল জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তিন বছর আগে। কিন্তু সেই জমিতে সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ভেতরে কাঠের বাড়ি তৈরি করে জমিটি দখল করা হয়েছে। জিডিএ'র কার্যনির্বাহী আধিকারিক ও মাল মহকুমা শাসক শুভম কুণ্ডল জলপাইগুড়ির সদর মহকুমা শাসকের কাছে জমি পুনরুদ্ধারের জন্য লিখিত আবেদন করেন। কিন্তু কে বা কারা সেই জমি দখল করে রয়েছে, তার কোনও উল্লেখ ছিল না সেই আবেদনে। তাই দপ্তরের আধিকারিক, রাজগঞ্জের বিডিও, বিএলএলআরও এবং পুলিশকে জমি পরিদর্শন করে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছিলেন। সেই রিপোর্ট জমা পড়েছে সোমবার। তারপর জলপাইগুড়ির মহকুমা শাসকের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

> জমিটি জিডিএ'র নামেই রয়েছে। যখন দখলদারকে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন জমির উপর দখলি অধিকার সহজেই নিতে পারে জিডিএ।
>
> **তমোজিৎ চক্রবর্তী**
> *মহকুমা শাসক, সদর*

জিডিএ'র আধিকারিক সেই জমি দখলমুক্ত করতে জলপাইগুড়ি সদরের মহকুমা শাসকের শরণাপন্ন হয়েছেন। এতেই ফাঁপরে পড়েছেন সদর এসডিও তমোজিৎ চক্রবর্তী। দখলদারকে খুঁজে না পেয়ে তিনি আবার সেই উচ্ছেদের নোটিশ পাঠিয়ে দিয়েছেন জিডিএ'র সহকারী প্ল্যানারের কাছেই। জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে সেই নোটিশ সংশ্লিষ্ট দখলদারকে দেওয়া হল কি না, তা জানাতে বলেছেন এসডিও।

আর দখলমুক্ত করা নিয়ে তমোজিৎ বলেন, 'জমিটি জিডিএ'র নামেই রয়েছে। যখন দখলদারকে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন জমির উপর দখলি অধিকার সহজেই নিতে পারে জিডিএ।'

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, প্রায় গত ১৪ বছর ধরে জমির ভেতর কাঠের বাড়িটি রয়েছে। সীমানা প্রাচীরও পুরোনো। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ২০১৮ সালে গজলডোবায় ভোরের আলো পর্যটনকেন্দ্র স্থাপনের কথা ঘোষণা করার পর থেকেই জমির দখলদার এলাকা ছেড়ে বেপাত্তা।

জিডিএ'র ভাইস চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের কথায়, 'আমাদের প্রস্তাবিত প্রশাসনিক ভবন ওই জমিতেই বানানো হবে।'

ধসে চিন্তা বিকল্প পাহাড়ি পথেও

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বাঁচাতে আন্দোলনের ডাক

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি। তার জেরে তিস্তায় জলস্ফীতি, বিক্ষিপ্তভাবে বিরামহীন ধস নামা এবং ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বাঁচাতে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (এইচএইচটিডিএন)।

জনমত গড়তে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি নিয়েছে সংগঠনটি। পাশাপাশি সেমিনারও করা হবে বলে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন এইচএইচটিডিএনের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল। তিনি বলছেন, 'রাস্তা কে তৈরি করবে, রাজ্যের পূর্ত দপ্তর না কেন্দ্রের এনএইচআইডিসিএল, তা নিয়ে আমাদের কোনও বক্তব্য নেই। আমরা চাই ১০ নম্বর জাতীয় সড়কটি সচল থাকুক। তিস্তার পুরোনো রূপ ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হোক। নদী বাঁচলে রাস্তা বাঁচবে।'

সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের পর নয় মাস কেটে গেলেও কেন জিওলজিক্যাল সার্ভে হল না, প্রশ্ন তুলেছেন সম্রাট। জিএসটি বাবদ কত টাকা সরকারের কোষাগারে জমা পড়ছে, তা নিয়ে এদিন শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি তুলেছে এইচএইচটিডিএন। সামগ্রিক সমস্যার কথা জানিয়ে সংগঠনটি প্রধানমন্ত্রী এবং দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠাবে। সংগঠনের দুই সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ সেনগুপ্ত ও শুভাশিস চক্রবর্তী জানান, জাতীয় সড়ক বেহাল থাকায় পর্যটনের পাশাপাশি ব্যবসাও মার খাচ্ছে।

উল্লেখ্য, সিকিম এবং কালিম্পংয়ের সঙ্গে শিলিগুড়ির সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্তমানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেবক-গরুবাথান-লাভা-আলগাড়া রুটের ওপর। কিন্তু এই রাস্তার বেশ কয়েকটি জায়গায় ধস নামছে তাতে কতদিন রাস্তাটি সচল থাকবে, তা চিন্তার বিষয়। বিরামহীন বৃষ্টিতে সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিং পাহাড়েও একাধিক জায়গায় মঙ্গলবার ধস নেমেছে বলে খবর। এদিকে রোদের দেখা নেই। প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর।

এদিকে, মালদা ও দুই দিনাজপুর বাদে উত্তরের পাঁচ জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের উপর বিস্তৃত ঘূর্ণাবর্তটি ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করায় আরও কয়েকদিন এমন বৃষ্টিপাত চলবে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা।

এদিকে বিড়িকধারায় ভূমিধস, গেইলখোলায় পাহাড় ভেঙে পড়ার ফলে ঝুঁকি এড়াতে এদিনও ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখে প্রশাসন। কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি বলেন, 'বেশ কয়েকটি জায়গায় ধস নামায় এবং একইসঙ্গে মেরামতির কাজ চলায় সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হচ্ছে রাস্তাটি।' কতদিনের জন্য বন্ধ থাকবে, তা এখনও অস্পষ্ট।

সেবক-গ্যাংটক রুট, যা ছিল ৮৯.৮ কিমি, তার পরিবর্তে সেবক-লাভা-আলগাড়া-গ্যাংটক হয়ে ১৬১.৭ কিমি ঘুরপথে গাড়ির চাকা গড়াচ্ছে। তবে এই রাস্তার ভবিষ্যৎ নিয়েও এখন প্রশ্ন উঠছে। বৃষ্টির জেরে জল দাঁড়িয়ে থাকায় মংপং, গরুবাথান চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকা, আলগাড়া সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। দু'দিন ধরে ধস নামছে রংলি, অম্বিয়কেও।

জানা যাচ্ছে, এদিন পানিঘাটা-দুধিয়ার রাস্তার বেশ কয়েকটি জায়গা এবং মিরিক-শিলিগুড়ি বাইপাস রোডের দুটি জায়গায় ধস নেমেছে। গয়াবাড়িতে একটি বাড়ি ধসে গিয়েছে। ভূমিধসের জেরে রোহিণীতে একটি বড় গাছ উপড়ে পড়েছে। তিস্তাবাজারে জলস্ফীতি ঘটায় দিনভর পেশক রোড বন্ধ থাকলেও বিকেলে যান চলাচল শুরু হয়। তবে যে কোনও সময় দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

সেবক কালী মন্দিরের সামনে রাস্তার ওপর দিয়ে বইছে ঝোড়ার জল। মঙ্গলবার। ছবি ঃ সূত্রধর

সিবিআইকে হার্ডডিস্কের তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ

কলকাতা, ২ জুলাই : প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের কাছে ওএমআর শিট-এর অরিজিনাল সার্ভার বা হার্ডডিস্কের তথ্য চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা সিবিআইকে নির্দেশ দেন, ওএমআর শিট স্ক্যান করে কোথায় কোন হার্ডডিস্কে রাখা হয়েছিল সেই তথ্য জমা দিতে হবে। শুক্রবার মামলার পরবর্তী শুনানির দিনে ওই তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে।

২০১৪ সালের প্রাথমিকে নিয়োগের পরীক্ষায় মূল উত্তরপত্র বা ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছিল কোর্টকে। একইসঙ্গে পর্ষদ জানিয়েছিল, মূল প্রতিলিপি নষ্ট করা হলেও তার ডিজিটাইজড তথ্য রাখা আছে।

পিটিয়ে খুন

বালুরঘাট, ২ জুলাই : চাষের জন্য দাদার জমির উপর দিয়ে ট্র্যাক্টর নিয়ে গিয়েছিল ভাই। সেটাই ছিল তার বড় অপরাধ। এর জেরে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের সামনে ভাইকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল দাদা ও ভাইপোদের বিরুদ্ধে। সোমবার গভীর রাতে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে মৃত্যু হয় জটু বর্মন (৫৪) নামে ওই প্রৌঢ়ের। তাঁর বাড়ি কুমারগঞ্জ ব্লকের রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবর্তায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই অভিযুক্তরা পলাতক। মঙ্গলবার দুপুরে ওই এলাকায় যায় কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। এদিন বালুরঘাট থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে।

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার দুপুরে। জটুবাবু নাকি তাঁর দাদার জমির উপর দিয়ে ট্র্যাক্টর নিয়ে গিয়েছিলেন। কেন তাঁর জমির উপর দিয়ে ট্র্যাক্টর নিয়ে যাবে? এনিয়ে গতকাল দুপুরে দুই ভাইয়ের একদফা বচসা হয়। রাতে সেই বচসা বড় আকার ধারণ করে। এনিয়ে গ্রামে সালিশি সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভা শুরুর আগেই জটুবাবুকে মারধর করা হয়।

পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল ১১৬ পুণ্যার্থীর

প্রথম পাতার পর

জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে বলে জানিয়েছে। ঘটনার খবর পৌঁছানোর সময় লোকসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভাষণ থামিয়ে তিনি হাথরসের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেন।

এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে কথা হয়েছে। রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের সব ধরনের সাহায্য করছে। যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' ঘটনাটিতে শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেকে। বিকালের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন উত্তরপ্রদেশের দুই মন্ত্রী লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী এবং সন্দীপ সিং। ২০২০-এর সেপ্টেম্বরে এক দলিত তরুণীকে ধর্ষণের পর খুনের ঘটনায় খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিল হাথরস। ৪ বছরের ব্যবধানে ফের এখন গোটা দেশের নজর এই জনপদে। ধর্মীয় স্থানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা অবশ্য ভারতে নতুন নয়।

এর আগে ২০০৮-এর ৩০ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের যোধপুরে চামুন্ডা দেবী মন্দিরে প্রায় ২৫০ ও ২০১১-র ১৪ জানুয়ারি কেরলের শবরীমালা মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে ১০৪ জনের মৃত্যু ঘটেছিল। একই কারণে ২০১৩-র ১৩ অক্টোবর মধ্যপ্রদেশের দাতিয়ায় রতনগড় মন্দিরে প্রাণ যায় ১১৫ জনের। হিমাচলপ্রদেশের বিলাসপুরে ১৬২ জনের মৃত্যুর রেকর্ড আছে ২০০৮-এর ৩ অগাস্টে। আরও বড় ঘটনা ঘটেছিল ২০০৫-এর ২৫ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার মান্ধার দেবী মন্দিরে। মৃতের সংখ্যা ছিল ৩৪০। বারবার এমন ঘটনা ঘটলেও এ ধরনের কর্মসূচির অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশি অসতর্কতার অভিযোগ উঠছে।

বিরিয়ানিতে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু তৃণমূলের বোর্ড আসার পর সেরকম অভিযান চোখে পড়েনি। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য বলছেন, 'আমাদের ফুড ইনস্পেকটর মাঝেমধ্যেই অভিযান চালান। কড়া ব্যবস্থাও নেওয়া হয়ে থাকে।' তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে অবশ্য বাস্তবের মিল খুঁজে পাচ্ছে না বিরোধীরা।

অলিগলিতে ঘুরলেই নজরে পড়ে বিরিয়ানির দোকান। শহর ও শহরতলি ঘুরলে শুধু বিরিয়ানির দোকানই নজরে পড়বে শয়ে-শয়ে। এর বাইরে ফাস্ট ফুডের দোকান তো রয়েইছে। অধিকাংশ জায়গাতেই শুধু ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা চলছে বলে অভিযোগ। তাছাড়া কোথাও কোথাও যথেচ্ছভাবে ফুড কালার ব্যবহারের অভিযোগও উঠছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের দার্জিলিংয়ের ফুড সেফটি আধিকারিক বিজয় কুমাইয়ের দাবি, 'চলতি সপ্তাহে শিলিগুড়ির ১২টি দোকান থেকে বিরিয়ানির নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত সেগুলির মান সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না। জেলাজুড়ে আমাদের টিম ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাবারের দোকানে যাতে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা হয়, তা নিয়ে আমরা সতর্কবার্তা দিয়েছি। তাতে অনেকটা কাজ হচ্ছে।'

শিলিগুড়িতে যে বিরিয়ানির দোকানগুলি চলছে, সেগুলির অধিকাংশই বিহার থেকে আসা কিছু মানুষ চালাচ্ছেন। এক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নামী বিরিয়ানির ব্র্যান্ডের নামের সঙ্গে কিছুটা বিশেষণ ব্যবহার করে নতুন নাম দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি জুড়ে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ কিছু জায়গার নাম। শিলিগুড়ি লেকটাউন এলাকার একটি দোকান থেকে প্রায়শই বিরিয়ানি কেনেন বাবুপাড়ার বাসিন্দা সুরজিৎ মণ্ডল। তাঁর কথায়, 'গত কয়েক বছরে বিরিয়ানির প্রতি মানুষের আকর্ষণ অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই দেখি বিরিয়ানি নিয়ে ব্লগের ছড়াছড়ি। পরিবারের সদস্যরা বায়না করে সেই কারণে মাঝেমধ্যে কিনতে আসি। তবে কতটা স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেগুলি তৈরি করা হয় তা জানা নেই।'

সেই দোকানের আরেক খদ্দেরের কথায়, 'বিরিয়ানি এক প্লেট নিয়ে খেতে বসেছিলাম। কিন্তু এত বেশি তেল ছিল যে হাত চপচপ করছিল। খেতে না পেরে গোটা প্লেট ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ি।'

চম্পাসারি মোড়ের কাছে নিবেদিতা রোডের ওপর বিরিয়ানির দোকান রয়েছে নুর হোসেন, মহম্মদ সাব্বিরদের। তাঁদের কথায়, 'নিয়মিত মুরগি ও খাসির মাংস কিনতে হয়। বিরিয়ানির পাশাপাশি আলাদা করে মাংসের পদ বানাই। সবই বিক্রি হয়ে যায়। অন্য কোনও দোকানে খারাপ মানের মাংস বিক্রি হয় কি না জানি না।'

হায়দরপাড়ার বিরিয়ানি ব্যবসায়ী তমাল মাইতি অবশ্য অভিযানের পক্ষে। তিনি বলছেন, 'স্বাস্থ্য দপ্তরের নিয়মিত অভিযান করা উচিত। তাহলে স্বাস্থ্যবিধি মানতে সকলে বাধ্য থাকবেন।'

চলন্ত ট্রেনে প্রসব

কিশনগঞ্জ, ২ জুলাই : কিশনগঞ্জের তৈয়বপুরে চলন্ত ট্রেনে ঠাকুরগঞ্জের মানবী সোরেন নামে বছর ২৮-এর তরুণী এক শিশুর জন্ম দিলেন। ঠাকুরগঞ্জ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মানবী সোমবার বালুরঘাট-শিলিগুড়ি প্যাসেঞ্জারে বুনিয়াদপুর থেকে সাধারণ কামরায় বাড়ি ফিরছিলেন। ট্রেনটি দুপুরে আলুয়াবাড়ি স্টেশন ছাড়ার পর তাঁর প্রসববেদনা শুরু হয় ও চলন্ত ট্রেনেই একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। ট্রেনের মহিলা সহযাত্রীরা তাঁকে সন্তান প্রসবে সাহায্য করেন। চলন্ত ট্রেন থেকেই গার্ড বিষয়টি ঠাকুরগঞ্জের স্টেশন সুপারকে জানান। প্লাটফর্মের বাইরে রাখা হয় অ্যাম্বুল্যান্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের। ট্রেন ঢুকতেই প্রসূতি ও নবজাতিকাকে রেলকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ঠাকুরগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যান। মঙ্গলবার হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, মা-মেয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক। প্রসূতির স্বামী গৌতম টুডু এদিন রেলকর্মীদের সহযোগিতার জন্য মিষ্টিমুখ করান।

হেনস্তায় আটক

বাগডোগরা, ২ জুলাই : আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা বুলবুলি সিং-কে গালাগাল দেওয়া এবং হেনস্তা করার অভিযোগে সানু দাস নামে এক তরুণকে পুলিশ আটক করেছে। বুলবুলি বলেন, 'এমইএস কলোনি ভুজিয়াপানি গ্রামে আমার সংসদে রাস্তায় কাদার জন্য মানুষের যাতায়াতের সমস্যা হওয়ার ফলে পঞ্চায়েতকে আবেদন করেছি বেডমিশালি রাস্তায় ফেলার জন্য। কিন্তু এর জন্য সময় লাগবে বলে অন্য সামগ্রী রাস্তায় দিয়ে গর্ত ভরাট করা হচ্ছিল। সেই সময় সানি এসে আমাকে গালাগাল করেন, মেরে ফেলার হুমকি দেন এবং হেনস্তা করেন। আমি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করি। পুলিশ তদন্তে নেমেছে।'

অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ২

কিশনগঞ্জ, ২ জুলাই : কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ সোমবার রাতে খাগড়ার নবাব রোডে অভিযান চালিয়ে একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুইজন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে জানা যায় যে, খাগড়ার এক মোবাইলের দোকানে আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচা হতে চলেছে। পুলিশ সেখানে হানা দিয়ে মহম্মদ শোয়েব আখতার ও মহম্মদ সোহেল আখতারকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা শহরের অদূরে ক্ষীরডহ গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ দুজনকে মঙ্গলবার কিশনগঞ্জ আদালতে পাঠায়। বিচারক তাদের ১৪ দিন জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। থানার আইসি সন্দীপ কুমার জানান, পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচা চক্রের দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। চক্রটি সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছে।

জেলার খেলা

নৈশালোকে সেমিফাইনাল, ফাইনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের রামগোপাল আগরওয়াল, অমৃতকুমার চৌধুরী, বিমলা পাল ও জিতেন্দ্রমোহন দে সরকার ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবলের নকআউট পর্ব বুধবার শুরু হচ্ছে। পরিষদের ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে দুইটি সেমিফাইনাল ও ফাইনাল নৈশালোকে হবে। তিনটি ম্যাচই সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে শুরু হবে। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে তরুণ তীর্থ ও বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামবে রবীন্দ্র সংঘ ও এনআরআই। ফাইনাল ৬ জুলাই।

সংবর্ধিত পাপিয়ারা

রাজ্য ক্যারম প্রতিযোগিতায় সফল খেলোয়াড়দের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : হাওড়া ডোমজুড়ে আয়োজিত রাজ্য ক্যারম থেকে ৬টি চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব, হাফ ডজন রানার্স ট্রফি ও একটি তৃতীয় স্থানের পুরস্কার নিয়ে ফিরেছেন শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার পাপিয়া বিশ্বাস, অনিরুদ্ধ লাহিড়ি, পৃথ্বী সাহা, মাম্পি কোদালিয়া, সুপ্রিয়া সেন মজুমদাররা। একই মঞ্চে সংবর্ধিত করা হয় দার্জিলিং জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থা থেকে রানার্স হওয়া কোয়েল সাহাকেও। মঙ্গলবার সংস্থার তরফে তাঁদের হাতে মিষ্টির প্যাকেট, ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জানান সংস্থার সভাপতি সিদ্ধার্থ বিশ্বাস, সচিব সঞ্জীব ঘোষ, মুখ্য উপদেষ্টা মদন ভট্টাচার্য প্রমুখ। একইসঙ্গে মদনবাবু আশাপ্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতে এই খেলোয়াড়রা জাতীয় পর্যায়েও সাফল্য আনবে। সংস্থার তরফে এদিনই ঘোষণা করা হয়েছে নভেম্বর মাসে চম্পাসারির জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগারে রাজ্য ক্যারম চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের।

চা বাগানে বাড়তি নজর মুখ্যমন্ত্রীর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ জুলাই : ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের চা-বাগান এলাকায় বাড়তি নজর দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গে দলের সামগ্রিক ফল আবার হতাশ করলেও মন্দের ভালো ফল করেছে পাহাড় ও সংলগ্ন সমতলে। আর এটাই কিছুটা হলেও আশা জাগাচ্ছে শাসকদল তৃণমূলকে। এই কারণেই চা-বাগান এলাকায় দলের শ্রমিক সংগঠনগুলিকে এখন থেকেই আরও সংঘবদ্ধ করতে চান দলনেত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে মঙ্গলবারই সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি গিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। বুধবার শিলিগুড়িতে টি ডাইরেক্টরেটের বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। বৈঠকের পর মলয়বাবু চা-বাগানে দলের শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে কথাও বলবেন। ভোটের ফল নিয়েও খোঁজখবর করবেন বলে জানা গিয়েছে। শ্রমমন্ত্রী এদিন রওনা হওয়ার আগে কলকাতায় জানান, মিটিং করতে তিনি শিলিগুড়ি যাচ্ছেন। এর বেশি কিছু বলতে চাননি তিনি।

চা-বাগান এলাকায় তৃণমূল প্রভাবিত বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনকে একছাতার তলায় আনতে অতীতে একাধিকবার চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি মুখ্যমন্ত্রী। এই কাজে উদ্যোগ নিতে বারবার শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে শ্রমমন্ত্রীকে পাঠিয়েছেন তিনি। গিয়েছেন দলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

শিলিগুড়িতে মলয়

আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তো সাম্প্রতিককালে প্রায় শিবির করে পড়েছিলেন আলিপুরদুয়ার সহ চা-বাগান অধ্যুষিত জেলাগুলিতে। তাতেও ফলপ্রসূ হয়নি শ্রমিক সংগঠনগুলিকে একছাতার তলায় নিয়ে আসার প্রয়াস। এবার চা-বাগান এলাকায় ভোটের ফল সামান্য হলেও কিছুটা তৃণমূলের পক্ষে যাওয়ায় আবার দলনেত্রী নতুন উদ্যমে ২০২৬-এর ভোটের আগে ওইসব এলাকায় দলকে নামাতে চাইছেন।

দলীয় সূত্রের খবর, শ্রমমন্ত্রী থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে দলের নেতা-মন্ত্রীদের উত্তরবঙ্গে চা-বাগান এলাকায় পাঠাতে চান মুখ্যমন্ত্রী।

রঞ্জনের দখল করা জমি উদ্ধার

প্রথম পাতার পর

এদিন রঞ্জনের দখলে থাকা সেই খাসজমি পুনরুদ্ধারের জন্য রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক সুখেন রায় গজলডোবা এলাকায় যান। সরকারি নথির সঙ্গে মিলিয়ে পুনরায় জমি চিহ্নিত করেন। তারপর সেখানে সরকারি বোর্ড লাগানো হয়। সুখেন বলেন, 'গজলডোবা এলাকায় ১.৩৩ একর জমি এদিন চিহ্নিত করে সেখানে সরকারি বোর্ড লাগানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ওই জমিতে থাকা একটি অস্থায়ী নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে।'

সরকারি জমি দখল এবং সেই সংক্রান্ত অনৈতিক কাজে দলীয় নেতা-কর্মীদের নাম জড়িয়ে পড়ায় স্বভাবতই কিছুটা চাপে রয়েছে দলের জলপাইগুড়ি জেলার নেতৃত্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'যে কোনও অনৈতিক বা অবৈধ কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি দল বরদাস্ত করে না। মুখ্যমন্ত্রী আগেই নির্দেশ দিয়েছেন কোনও সরকারি জমি যেন বেহাত না হয়। এক্ষেত্রে প্রশাসন জমি দখলমুক্ত করে যে কাজ করছে তা আমরা সমর্থন করছি।'

হামিদুলকে ধমক মমতার

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, চোপড়ার তৃণমূল নেতা তাজিমুল ইসলাম ওরফে জেসিবি এক যুগলকে রাস্তায় নির্মমভাবে মারছে। যা ঘিরে দেশজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। এরপর জেসিবির আরও নানা কীর্তি সামনে আসতে শুরু করে। যদিও কোনও ভিডিওরই সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। হামিদুল-ঘনিষ্ঠ তাজিমুলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করার পরও বিধায়ক একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করেন। যাতে চরম অস্বস্তিতে পড়ে দল। তাই হামিদুলকে শোকজ করে দল ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে চাইছে।

এদিকে, নির্যাতিতা তরুণী বয়ান বদলানোয় ও রাজ্যপাল চোপড়া সফর বাতিল করায় রাজনৈতিক মহলেও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। রাজ্যপালকে দেখার জন্য এদিন সকাল থেকেই এলাকার মানুষ অপেক্ষা করে ছিলেন। কিন্তু দুপুর ১টা নাগাদ জানা যায়, রাজ্যপাল আর চোপড়ায় আসছেন না। তখন সবাই বাড়ি ফিরে যান।

ঘটনার পর থেকে তরুণের বাড়িতেই রয়েছেন নির্যাতিতা। তাঁর বাড়ির সামনে এদিনও একজন মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে দেখা গিয়েছে।

বিরোধীদের অভিযোগ, নির্যাতিত পরিবারকে ভয় দেখাচ্ছে তৃণমূল। বিজেপি নেতা ভবেশ কর বলছেন, 'রাজ্যপাল কী কারণে এলেন না, সেটা বলতে পারব না। তবে এখানে যতদূর মনে হচ্ছে শাসকদলের চাপে নির্যাতিতা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কথা না বলে ভাইরাল ভিডিওর পেছনে পড়েছেন। এতেই বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা কতটা ভীতসন্ত্রস্ত।'

কংগ্রেস নেতা অশোক রায়ের মন্তব্য, 'এখনও দুষ্কৃতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নির্যাতিত পরিবার ভয়ে আসল অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলতে পারছেন না। প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।' ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন রাজ্যপালকে খোঁচা দিয়ে বলছেন, 'রাজ্যপাল আসার কথা ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছানোর আগেই সেনাপতি থমকে যাচ্ছেন।'

চোপড়া গেলেন না

প্রথম পাতার পর

বলেন, 'যিনি আমার আত্মসম্মানে আঘাত করবেন, তাঁকে ফল ভোগ করতে হবে। যিনি অভিযুক্ত, তিনি আমার প্রাতিষ্ঠানিক সহকর্মী। আমি ইতিমধ্যে আদালতে মামলা করে দিয়েছি।'

রাজভবন থেকে সফরসূচি দিয়ে আগেই জানানো হয়েছিল, এদিন সকালের বিমানে শিলিগুড়িতে নেমে চোপড়ায় যাবেন রাজ্যপাল। সেই মতো সকাল থেকেই গোটা গ্রাম নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল। সকাল দশটার মধ্যেই চোপড়া থানার বিশাল পুলিশবাহিনীও গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিল।

এর আগে মাটিচাপা পড়ে ৪ শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় চোপড়ায় এসেছিলেন রাজ্যপাল। মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে রাজভবনের তরফে ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরিবারগুলি কিছুই পায়নি বলে অভিযোগ। তাই ওই পরিবারগুলিও রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করবে বলে হাজির হয়েছিল নির্যাতিতার গ্রামে।

গ্রামের রাস্তার দু'ধারে ও পাড়ায় পাড়ায় মানুষের জটলা ছিল। স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের অনেককেই সেই জটলায় মিশে থাকতে দেখা গিয়েছে। রাজ্যপাল এলে তাঁকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হতে পারে, এমন আঁচ পাওয়া গিয়েছিল সকালেই। সেই কারণেই রাজ্যপাল চোপড়ায় পা রাখেননি বলে জল্পনা ছড়িয়েছে।

চোপড়ার ঘটনায় বিতর্কে জড়িয়েছেন সেখানকার বিধায়ক হামিদুল রহমান। তিনি অবশ্য বলছেন, 'রাজ্যপাল এলে ভালো হত। তাহলে তিনি সঠিক বিষয়টি জানতে পারতেন।' হামিদুলের খোঁচা, 'রাজ্যপালের উচিত, চেতনাগছে গিয়ে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পালন করা। ওরা দরিদ্র পরিবারের লোক। রাজ্যপালের প্রতিশ্রুতি দেওয়া অর্থের জন্য এখন এর-ওর দরজায় ঘুরছে।'

এদিন সকালে বাগডোগরায় নেমে রাজ্যপাল সোজা চলে আসেন শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে। সেখানে প্রথমে দেখা করেন কোচবিহারের নির্যাতিতার সঙ্গে। এরপর প্রাতরাশ সেরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

রাজ্যপালের কথায়, 'রাজ্যবাসীর অধিকার যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের, পুলিশমন্ত্রীর। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকে বাংলায় হিংসা, খুনোখুনি হয়ে আসছে। এটা চলতে পারে না। রাজ্য সরকারকে এসবের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু আমি দেখছি উলটে সরকারই এসবকে টাকা দিয়ে প্রশ্রয় দিচ্ছে।'

তাঁর ঘণ্টা দেড়েকের সফর এবং চোপড়ায় পা না রাখা নিয়ে অবশ্য মুচকি হাসছে তৃণমূল। রাজ্য তৃণমূল নেতাদের যুক্তি, এই ঘটনায় আদতে মুখ পুড়ল রাজ্যপালেরই।

ছোট তারা

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী সোনাইয়া বিশ্বাস নাচে পারদর্শী। রামকৃষ্ণ পাঠশালার এই পড়ুয়ার প্রতিভায় গর্বিত তার স্কুলের শিক্ষিকারা।

তরুণ প্রজন্মে ক্যানসার বৃদ্ধি এবং নেপথ্য কারণ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : জীবনযাপনে আধুনিকতার ছোঁয়া। সেই ছোঁয়ার আড়ালে ক্যানসারের হাতছানি। সম্প্রতি অভিনেত্রী হিনা খানের ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার খবরে উদ্বিগ্ন নেট দুনিয়া। পরিসংখ্যান কিন্তু বলছে, এই ব্যাধি শিকড় ছড়াচ্ছে ক্রমশ। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে দ্রুত হারে। এই পরিস্থিতির জন্য অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা এবং অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড খাওয়াকেই দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা এও বলছেন, অনিয়ম থেকে নিজেকে দূরে রাখাটাই সুস্থ থাকার অন্যতম উপায়।

সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, গত পাঁচ বছরে শুধুমাত্র শিলিগুড়ি শহরে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় কুড়ি শতাংশ। মোট আক্রান্তের ২৫ শতাংশই তরুণ প্রজন্মের। বিশেষত যাঁদের বয়স ২০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। বছর পাঁচেক আগেও এই পরিমাণ পাঁচ থেকে দশ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করত, জানালেন চিকিৎসকরা। ক্যানসার আক্রান্ত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে প্রায় নব্বই শতাংশের অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত থাকার বিষয়টি সামনে আসছে। যা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। সম্প্রতি শহরের ২৩ বছরের এক তরুণী স্টমাক ক্যানসারে আক্রান্ত হন। পরীক্ষানিরীক্ষার পর তিনি জানতে পারেন, অতিরিক্ত বাইরের খাবার খাওয়াই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ক্যানসার বিশেষজ্ঞ সপ্তর্ষি ঘোষ বলছেন, '৯০ শতাংশ কেসে দেখা যাচ্ছে, ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার পেছনে অতিরিক্ত জাংক ফুড, বাইরের তৈলাক্ত খাবার খাওয়া মূল কারণ। এক্ষেত্রে লিম্ফোমা ক্যানসার, স্টমাক ক্যানসার ধরা পড়ছে।' তরুণীদের মধ্যে সিগারেট, অ্যালকোহলের নেশা করার প্রবণতা বৃদ্ধি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ক্যানসার বিশেষজ্ঞ বাস্তব সরকার। তাঁর ব্যাখ্যা, 'জেনেটিক কারণে স্তন ক্যানসার এবং জরায়ু ক্যানসারে মহিলারা আক্রান্ত হন। এখন আধুনিক জীবনযাপন (সিগারেট, অ্যালকোহলের নেশা)-এর কারণে ফুসফুসেও ক্যানসার ধরা পড়ছে। এধরনের ঘটনা আগে মূলত পাশ্চাত্য দেশে দেখা যেত।' স্বাস্থ্য সচেতনতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ট্রেন্ডে গা ভাসানো বজায় থাকলে আগামী দশ বছরে ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত মহিলার সংখ্যা অনেকটা বাড়বে বলে মনে করেন চিকিৎসকরা।

শহর ও সংলগ্ন এলাকার প্রতিটা হাসপাতাল এবং নার্সিংহোম (যেখানে ক্যানসারের চিকিৎসা হয়) মিলিয়ে রোজ বিভিন্ন বয়সের ৩৫ থেকে ৪০ জন ক্যানসার আক্রান্ত চিকিৎসা করাতে আসছেন। তালিকায় শিশুরাও। চিকিৎসক সপ্তর্ষি ঘোষ পাঁচ এবং তিন বছর বয়সি দুই শিশুর চিকিৎসা করেছেন। দুজনেই লিম্ফোমা ক্যানসারে আক্রান্ত ছিল। যদিও বর্তমানে তারা সুস্থ। ক্যানসার বিশেষজ্ঞ বললেন, 'চিকিৎসা করতে গিয়ে জানতে পারি, দুটি শিশুই অতিরিক্ত চিপস খেত। সেটা আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ।' তিনি আরও জানালেন, নেশার কারণে ক্যানসার ধরা পড়ার প্রবণতা বেশি ৪০ বছর বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পর।

এছাড়া সম্প্রতি তরুণদের মলদ্বারে ক্যানসারের প্রবণতা দেখা দেওয়ায় উদ্বিগ্ন ডাঃ বাস্তব সরকার। তাঁর মতে, 'কী কারণে মলদ্বারে তরুণদের ক্যানসার হচ্ছে, সেটা জানতে আরও পরীক্ষানিরীক্ষা প্রয়োজন।' তবে সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং সুস্থ জীবনযাত্রাই ক্যানসার থেকে বাঁচার অন্যতম উপায় বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের লিফট সংস্কারের কাজ চলছে।

হাসপাতালে লিফট মেরামত শুরু

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের লিফট মেরামত শুরু হল। প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করে হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব ব্লকে লিফট বসানো হয়েছে। পুরোনো ভবনে লিফট তৈরির মতো ব্যবস্থা না থাকায় বাইরে আলাদা কাঠামো তৈরি করে লিফট বসানো হয়েছে।

গত মার্চ মাসেই এর কাজ শেষ হয়েছে। এক সপ্তাহ ধরে মহড়াও চলেছে। কিন্তু ভোটের গেরোয় উদ্বোধন হয়নি। কারিগরি ত্রুটির জন্য বৃষ্টি হলেই লিফট দিয়ে ভিতরে জল ঢুকছিল। যন্ত্রপাতি ভিজে যাচ্ছিল। যার ফলে তড়িঘড়ি লিফটের সামনে আউট অফ অর্ডার লাগিয়ে দেওয়া হয়।

এনিয়ে সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়। তার পরেই কাজ শুরু করেছে পূর্ত দপ্তর। সোমবার থেকে লিফট মেরামত শুরু হয়েছে। বুধবারের মধ্যে কাজ শেষ হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুরনিগম কর কমানোয় প্রতিবাদ বিরোধীদের

বার-রেস্তোরাঁকে ছাড়

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়ি পুরনিগমকে বারবার নিজেদের আয় বাড়ানোর নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু বাড়ানো দূর অস্ত শহরের বার, রেস্তোরাঁগুলির পুরকর কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম। ২০২৩-এর জুলাইয়ে নিগমের বোর্ড মিটিংয়ে বড় বার ও রেস্তোরাঁগুলির কর প্রতি মাসে ১৫ হাজার টাকা করা হয়েছিল। কিন্তু গত জুন মাসে বোর্ডের সভায় তা কমিয়ে মাসিক ১০ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা।

শিলিগুড়ি শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বার ও রেস্তোরাঁগুলি দীর্ঘদিন পুরনিগমকে কোনও কর দিত না। যদিও দৈনিক এগুলি থেকে প্রচুর জঞ্জাল সংগ্রহ করতে হত সাফাইকর্মীদের। তৃণমূল পুরবোর্ড দখলের পর বার-রেস্তোরাঁয় কর বসানো হয়। সিদ্ধান্ত হয়, শহরের যেসব মলে বড় বার বা রেস্তোরাঁ রয়েছে সেগুলিকে ফি-মাসে ১৫ হাজার টাকা করে পুরকর দিতে হবে। গত বছরের ২৪ জুলাই মেয়র পরিষদের বৈঠকে প্রাথমিক আলোচনার পর ওই মাসের ২৮ জুলাই বোর্ডের সভায় তা পাশ হয়। কিন্তু গত মাসে বোর্ডের সভায় তা প্রতি মাসে ১৫ হাজার থেকে কমিয়ে ১০ হাজার টাকা করা হয়।

পুরনিগমের নিজস্ব আয় বাড়াতে যখন পদক্ষেপ করা হচ্ছে তখন হঠাৎ কেন কর কমানো হল? সংশ্লিষ্ট বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে'র যুক্তি, 'গত বছর কর চালু হলেও অনেক বার-রেস্তোরাঁ কর দিচ্ছিল না। সাধারণ বারের সঙ্গে বড় বার ও রেস্তোরাঁর করের পার্থক্যও অনেক বেশি ছিল। বার-রেস্তোরাঁ মালিকরা কর কমানোর আবেদন জানিয়েছিলেন। সেইমতো পাঁচ হাজার টাকা কর কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

এই সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করে নিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'বার, সিংগিং বার এগুলি খুব ভালো জায়গা নাকি? প্রচুর পরিবার ধ্বংস হচ্ছে। বার মালিকরা কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছেন। কোন চাপের মুখে পড়ে কর কমানোর সিদ্ধান্ত হল বুঝতে পারলাম না। আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে আরও বেশি করে কর চাপানো উচিত। এইভাবে কি পুরনিগম আদৌ স্বনির্ভর হতে পারবে?'

পুরনিগমের কংগ্রেস পরিষদীয় নেতা সুজয় ঘটকের কথায়, 'বাঃ এ তো খুব ভালো হল। তাহলে, যাঁরা কর দিতে পারবেন না আবেদন করলেই তাঁদের কর কমিয়ে দেওয়া হবে? আমার ওয়ার্ডে প্রচুর মানুষ রয়েছেন যাঁরা হোল্ডিং ট্যাক্স দিতে সমস্যায় পড়েন। তাহলে, এখন থেকে তাঁরা আবেদন করলে কর কমিয়ে দেওয়া হবে তো? আসলে নিজেরা কর সংগ্রহে ব্যর্থ হওয়ায় অজুহাত হিসাবে মেয়র পারিষদ এসব বলছেন।'

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন চত্বর। মঙ্গলবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

নৌকাঘাট এলাকায় একের পর এক গড়ে উঠেছে অবৈধ দোকান। -সংবাদচিত্র

অভিযানেই সার, বদলায়নি নৌকাঘাট

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : বহু অভিযানেও পরিস্থিতি বদলায়নি নৌকাঘাটের। শিলিগুড়ির ব্যস্ততম স্থানগুলির অন্যতম নৌকাঘাট। সেখানে ফুটপাথ দখল করে গজিয়ে উঠেছে দোকান, ফাস্ট ফুড কর্নার। সবকিছু দেখেও নীরব প্রশাসন।

নৌকাঘাট মোড় থেকে তিনবাত্তি মোড়মুখী পথে রাস্তার বাঁ দিকের ফুটপাথে পরপর বহু দোকান দাঁড়িয়ে। নৌকাঘাট মোড় থেকে তৃতীয় মহানন্দা সেতুর দিকে ওঠার মুখেও একইভাবে রাস্তার দু'দিকে অবৈধভাবে গজিয়ে উঠেছে বহু দোকান। কয়েক বছর আগে প্রশাসনিক অভিযানে দোকানগুলি তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শাসকদলের স্থানীয় নেতাদের মদতে নতুন করে ফের সেগুলি গজিয়ে উঠছে।

নৌকাঘাট মোড়ের কাছে যেখানে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার কিংবা কোচবিহার রুটের বাসগুলি দাঁড়ায় সেখানে রয়েছে একাধিক ফাস্ট ফুডের দোকান। সেগুলি সন্ধ্যার পর কার্যত রাস্তায় চলে আসে। ব্যস্ত রাস্তায় বাইক, স্কুটি, চার চাকার গাড়ি দাঁড় করিয়ে ওই দোকানগুলিতে বহু মানুষ ভিড় জমান। ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁঠালতলার বাসিন্দা আশিস দেবনাথের কথায়, 'রাস্তার ওপর এভাবে যানবাহন রাখলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে। শহরের ব্যস্ত রাস্তা এভাবে দখল হলে মানুষ কোথা দিয়ে হাঁটবে? সবকিছুই নির্দিষ্ট নিয়মে নিয়ে আসা প্রয়োজন।' শহরজুড়ে রাস্তা, ফুটপাথ দখলের ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি পুলিশ ও পুরনিগম অভিযান শুরু করলেও দু'দিনেই তা থমকে যায়। নৌকাঘাটের বাসিন্দা সমর সরকার বলেন, 'রাস্তা, ফুটপাথ দখল একরকম ব্যাধি হয়ে গিয়েছে। প্রশাসন থেকে কড়া পদক্ষেপ করা না হলে এটা চলতেই থাকবে। পাশাপাশি প্রশাসনেরও বছরভর নজরদারি জরুরি।'

অতীতেও নৌকাঘাটে পুলিশ অভিযান চালিয়ে একাধিক বেআইনি দোকান সরিয়েছিল। এবিষয়ে পুলিশের এক কর্তার জানান, ফুটপাথ দখলের লিখিত অভিযোগ পেলে অবশ্যই পদক্ষেপ করা হবে।

বিক্ষোভ কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : বিভিন্ন সিম কার্ডের বেসরকারি কোম্পানিগুলি মোবাইল রিচার্জের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এরফলে সমস্যায় পড়েছেন বহু মানুষ। সরকার কেন এই বেসরকারি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করছে না তা নিয়ে মঙ্গলবার প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয় মোবাইল ইউজার্স ফোরাম। এদিন সংগঠনের তরফে শিলিগুড়ির কোর্ট মোড়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার করা, কর্পোরেট স্বার্থে নয় জনস্বার্থের কথা সরকারকে ভাবতে হবে সহ একাধিক দাবি তোলা হয় বিক্ষোভ কর্মসূচিতে। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ধনঞ্জয় রায়, সঞ্জয় দাস ও অন্যরা।

ইসলামপুরে গবাদিপশু নিয়ে বিপাকে পালকরা

প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অমিল চিকিৎসা

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২ জুলাই : বছরের পর বছর ধরে স্থায়ী চিকিৎসক ছাড়াই চলছে ইসলামপুর প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র। অন্য জায়গা থেকে চিকিৎসক নিয়ে এসে কোনওমতে কাজ চালানো হচ্ছে। চোপড়া ব্লকের সোনাপুর প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসককে এই হাসপাতালের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে সপ্তাহের বেশিরভাগ দিনই এই হাসপাতালে চিকিৎসকের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু একজন ফার্মাসিস্ট দিয়ে চলছে এই হাসপাতাল। সমস্যায় পড়েছেন ইসলামপুর শহর সহ ব্লকের কয়েক হাজার মানুষ।

এর আগেও এই হাসপাতালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অন্য পশু হাসপাতালের চিকিৎসকদের। একজন চিকিৎসকের ঘাড়ে একাধিক হাসপাতালের দায়িত্ব থাকার কারণে কেউই সুষ্ঠুভাবে এই হাসপাতালের দায়িত্ব সামলাতে পারছেন না। এদিকে, হয়রানি বাড়ছে এলাকার বাসিন্দাদের। চিকিৎসার জন্য গৃহপালিত পশুদের হাসপাতালে নিয়ে এসেও লাভ হচ্ছে না। চিকিৎসকের অভাবে ঠিকঠাক পরিষেবা মিলছে না বলে অভিযোগ করছেন বাসিন্দারা। এছাড়া হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র না থাকায় টাকা খরচ করে বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

মজিবুর রহমান নামে ইসলামপুর ব্লকের বলঞ্চা এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, 'কয়েকদিন ধরে আমাদের বাড়ির ছাগলটি অসুস্থ রয়েছে। শেষমেশ উপায় না পেয়ে এই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসি। এখানে এসে জানতে পারি যে ডাক্তার নেই।' ছাগলটির ঠিকঠাক চিকিৎসা না হলে সেটি হয়তো মারা যাবে, আশঙ্কা তাঁর।

অন্যদিকে নুরজাহান খাতুন নামে ইসলামপুর শহরের স্টেশন রোড এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, '২৬ বছর ধরে আমরা ছাগল পুষছি। কোনও ছাগল অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালেই নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু এখানে কোনও ওষুধ পাওয়া যায় না। অধিকাংশ দিনই ডাক্তার থাকে না। কোনও ওষুধের দরকার পড়লে বাইরে থেকে কিনতে বলা হয়। টাকা না থাকলে সেইসব ওষুধ কিনতেও আমাদের অনেক সমস্যায় পড়তে হয়।'

এই হাসপাতালের দায়িত্বে রয়েছেন সোনাপুর প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক সোহম সামন্ত। তিনি বলেন, 'আমি মূলত সোনাপুর হাসপাতালের দায়িত্বে রয়েছি। ইসলামপুর হাসপাতালে আমাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যেহেতু চোপড়া ব্লকের হাসপাতালের দায়িত্বে রয়েছি তাই বেশিরভাগ সময় সেখানেই দিতে হয়। তবে ইসলামপুর হাসপাতালে সপ্তাহে দু'দিন করে বসি।'

এছাড়া তাঁর দাবি, ইসলামপুর হাসপাতালে ফার্মাসিস্ট রয়েছেন। ডাক্তার না থাকলে সেই ফার্মাসিস্ট চিকিৎসা করতেই পারেন।

ইসলামপুর প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে বিতর্ক। -সংবাদচিত্র

> আমি মূলত সোনাপুর হাসপাতালের দায়িত্বে রয়েছি। ইসলামপুর হাসপাতালে আমাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যেহেতু চোপড়া ব্লকের হাসপাতালের দায়িত্বে রয়েছি তাই বেশিরভাগ সময় সেখানেই দিতে হয়। তবে ইসলামপুর হাসপাতালে সপ্তাহে দু'দিন করে বসি।
>
> **সোহম সামন্ত** *চিকিৎসক, সোনাপুর প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র*

ঋত্বিক উৎসব

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : শিলিগুড়ি ঋত্বিকের আয়োজনে ৩ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে 'ঋত্বিক উৎসব-'২৪'। দীনবন্ধু মঞ্চে এই উৎসব চলবে ৭ তারিখ পর্যন্ত। ৫ দিন ধরে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গ সহ ত্রিপুরার আগরতলার নাট্যদলগুলোর ৬টি নাটক মঞ্চস্থ হবে। এছাড়া শহরের প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে 'মলয় নাট্য সম্মাননা' দেওয়া হবে। উৎসবের অংশ হিসেবে ৭ জুলাই সকাল ১১টায় রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে 'গ্রুপ থিয়েটারে অধিক প্রয়োজন, নাট্যকর্মী না অভিনেতা?' শীর্ষক একটি নাট্য বিষয়ক আলোচনাচক্র আয়োজিত হবে।

এবিটিএ'র দাবি

ইসলামপুর, ২ জুলাই : মঙ্গলবার ইসলামপুর সদর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে নানা ইস্যুতে দাবিপত্র দিল এবিটিএ'র ইসলামপুর সার্কেল কমিটি। সেখানে মিড-ডে মিলে পড়ুয়া পিছু ১৫ টাকা বরাদ্দ, দায়িত্বভার থেকে শিক্ষকদের অব্যাহতি, প্রতিটি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ, স্কুলে সীমানা প্রাচীর, শিক্ষক নিয়োগ সহ একাধিক বিষয়ে ১০ দফা দাবি জানানো হয়।

বাংলা বানান নিয়ে খুঁতখুঁতে?
ভুল বাক্যগঠন, ভুল ব্যাকরণ পীড়া দেয়?
তাহলে হয়তো আপনাকেই খুঁজছি আমরা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
Walk-in Interview
প্রুফরিডার চাই

প্রুফরিডার চাইছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দখল থাকা আবশ্যিক। প্রুফরিডিংয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো, না থাকলেও অসুবিধা নেই যদি থাকে ভাষা এবং বানান জ্ঞান আর নিজেকে যোগ্য করে তোলার আত্মবিশ্বাস।

যোগ্যতা মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক (বা সমতুল্য বোর্ড) ফার্স্ট ডিভিশন, ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ নিয়ে স্নাতক।

যোগ্য প্রার্থীরা ৮ জুলাই, ২০২৪ (আগামী সোমবার) সকাল সাড়ে ১০টায় সিভি সহ লিখিত পরীক্ষার জন্য নীচের ঠিকানায় উপস্থিত থাকতে পারেন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

খেলায় আজ

২০০৪ : রাশিয়ার প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে উইম্বলডনে চ্যাম্পিয়ন হলেন মারিয়া শারাপোভা। মহিলা সিঙ্গলসের ফাইনালে তিনি ৬-১, ৬-৪ গেমে হারিয়ে দেন সেরেনা উইলিয়ামসকে।

সেরা অফবিট খবর

কেন মাটি খেয়েছি

টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে কেনসিংটন ওভালের এক চিমটে মাটি মুখে দিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। কেন তিনি এই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন, নিজেই জানিয়েছেন। রোহিত বলেছেন, 'এই পিচের কিছুটা অংশ নিজের কাছে রাখব বলেই মাটি খেয়েছি।'

ভাইরাল

হেসে গড়াগড়ি

এক টিভি শোয়ে বাবর আজমের সঙ্গে ব্রায়ান লারার তুলনা শুরু হতেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন হরভজন সিং। এই ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট হওয়ার পর থেকেই আলোড়ন ফেলেছে।

ইনস্টা সেরা

লাক ফ্যাক্টর

এবারের ইউরো কাপে চারটি ম্যাচে জয় পেয়েছে জার্মানি। তারপরই কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যানকে চুমু খেতে দেখা গিয়েছে গার্লফ্রেন্ড লিনা উরজেনবার্গারকে। নাগেলসম্যানের দাবি, এটা তাঁর দলের লাক ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে।

সেরা উক্তি

রোহিত তোমায় ধন্যবাদ। একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর ভাগ্যিস তুমি আমায় সেদিন ফোন করেছিলে। ফোন করে কোচ হিসেবে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলে তুমি। আজ বিশ্বকাপ জয়ের পর তাই তোমায় আলাদাভাবে ধন্যবাদ দিতেই হবে আমায়। ওই ফোনটা অনেক কিছু বদলে দিয়েছিল। **-রাহুল দ্রাবিড়**

স্পোর্টস কুইজ

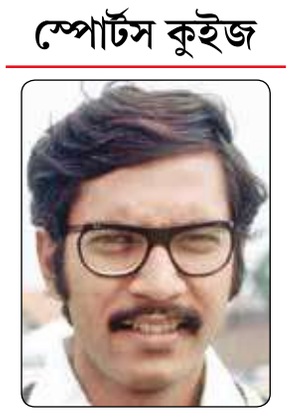

১. বলুন তো ইনি কে?

২. কোন স্প্রিন্টার অলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড গড়ার পরও ডোপিংয়ের অভিযোগে সোনা হারিয়েছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. বজরং পুনিয়া, ২. ব্রেট লি।

সঠিক উত্তরদাতারা

কৌশোভ দে, প্রদীপকুমার মুহুরি, মালা পাসোয়ান, জনি দে, আরিয়ান দত্ত, প্রভাত দে, লাবণ্য কুণ্ডু।

রোহিতের ফোনের জন্যই বিশ্বকাপ জয় : দ্রাবিড়

কাল রাতে দিল্লি নামছেন বিরাটরা

টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের মতো উচ্ছ্বাসে মেতেছিলেন রাহুল দ্রাবিড়ও।

ব্রিজটাউন, ২ জুলাই : একটি ফোন। করেছিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ফোনের অপর প্রান্তে ছিলেন বিদায়ি কোচ রাহুল দ্রাবিড়।

দিনটা ছিল নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনাল হারের পরের দিন। ফোন করে অধিনায়ক রোহিত দলের কোচ রাহুলকে বুঝিয়েছিলেন, টি২০ বিশ্বকাপের বেশি দেরি নেই। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক মাসের। সেই টি২০ বিশ্বকাপের আসরে ফের একবার বিশ্বজয়ের চেষ্টা করবেন রোহিত-বিরাট কোহলিরা। যদি সফল হয় টিম ইন্ডিয়া, তাহলে বিশ্বজয়ী কোচ হিসেবে দায়িত্ব ছাড়তে পারবেন দ্রাবিড়।

দলের অধিনায়কের আবেগপূর্ণ অনুরোধে না বলতে পারেননি কোচ রাহুল। আর পারেননি বলেই দীর্ঘসময় অপেক্ষার পর অবশেষে তিনি বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন। গত শনিবার রাতে বার্বাডোজে টিম ইন্ডিয়া বিশ্বকাপ জেতার পরই কোচ হিসেবে প্রাক্তন হয়ে গিয়েছেন দ্রাবিড়। কাপ জয়ের পর ভারতীয় সাজঘরে ফিরে পুরো দলের সামনে অধিনায়ক রোহিতের সেই ফোনের কথা জানান দ্রাবিড়। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে আজ দ্রাবিড়ের সেই আবেগঘন ভাষণ তুলে দেওয়া হয়েছে। যা মন ছুঁয়ে গিয়েছে গোটা দুনিয়ার। আবেগের সাগরে ভেসে দ্রাবিড় বলেছিলেন, 'রোহিত তোমায় ধন্যবাদ। একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর ভাগ্যিস তুমি আমায় সেদিন ফোন করেছিলে। ফোন করে কোচ হিসেবে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলে তুমি। আজ বিশ্বকাপ জয়ের পর তাই তোমায় আলাদাভাবে ধন্যবাদ দিতেই হবে আমায়। ওই ফোনটা অনেক কিছু বদলে দিয়েছিল।'

১১ বছর পর আইসিসি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। ১৩ বছর পর বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া। চায়ের কাপের সঙ্গে ঠোঁটের দূরত্ব ঘুচিয়ে ফেলার কাজটা করে ফেলেছেন টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা। আর সবই ঘটেছে রোহিতের সেই ফোনের জন্যই। প্রাক্তন কোচ দ্রাবিড়ের কথায়, 'দল পরিচালনার জন্য কোচ-অধিনায়কের বন্ডিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় আমাদের মতের মিল হয়, আবার কখনও হয় না। তবে আড়াই বছর ধরে ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে দুর্দান্ত সব মুহূর্ত উপহার দেওয়ার জন্য পুরো দলকেই ধন্যবাদ দেব।' বিশ্বজয়ের রাতে একটু বেশিই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন দ্রাবিড়। বিরাট যখন তাঁর হাতে ট্রফি তুলে দেন, দ্রাবিড়ের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের ছবিটা দেখে ফেলেছে গোটা দুনিয়া। আপাতত বার্বাডোজ থেকে দেশে ফিরে পরিবারকে আরও বেশি করে সময় দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। দ্রাবিড়ের কথায়, 'আমি কথা বলতে ভালোই পারি। কিন্তু বিশ্বজয়ের এই রাতে শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না আমি। ক্রিকেট কেরিয়ারে সম্পূর্ণ নতুন একটি অভিজ্ঞতা হল।'

দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি হিসেবে নতুন কেউ কোচ হবেন টিম ইন্ডিয়ার। গৌতম গম্ভীরের সম্ভাবনা প্রবল বলে শোনা যাচ্ছে। কে তাঁর সাফল্যের ধারা বয়ে নিয়ে যাবেন, মাথা ঘামাতে চাইছেন না দ্রাবিড়। বরং টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাসের কথা শুনিয়ে দ্রাবিড় বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত, এই দলের আরও সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। ধারাবাহিকভাবে ভালো ক্রিকেট খেলে এই জায়গাটা পেয়েছি আমরা। আগামীদিনেও সাফল্যের ছন্দ বজায় থাকবেই।'

এদিকে, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বার্বাডোজে আটকে থাকা টি২০ বিশ্বকাপজয়ী টিম ইন্ডিয়া আগামীকাল রাতে নয়াদিল্লি পৌঁছাতে পারে বলে খবর। জানা গিয়েছে, বার্বাডোজের প্রাকৃতিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। ক্রমশ ছন্দে ফিরছেন সেখানকার মানুষ। ভারতীয় সময় আজ গভীর রাতের দিকে বার্বাডোজ বিমানবন্দরও চালু হওয়ার কথা। সেখান থেকে বিশেষ চার্টার্ড বিমানে রোহিত-বিরাটদের দেশে ফেরানোর চেষ্টা হচ্ছে।

'অনুপ্রেরণা' জোগাতে চান রিয়ান

রুতুদের নিয়ে লক্ষ্মণ জিম্বাবোয়ের পথে

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : বিশ্বকাপ সাফল্যে এখনও বুঁদ আসমুদ্র হিমাচল।

বিশ্বজয়ীদের সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছে গোটা দেশ। এরমধ্যেই এদিন নতুন চ্যালেঞ্জে জিম্বাবোয়ে সফরে উড়ে গেল শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতের 'দ্বিতীয়' দল। জিম্বাবোয়েতে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। শনিবার ৬ জুলাই সিরিজের প্রথম দ্বৈরথ।

শুভমানের নেতৃত্বে তরুণ, অনভিজ্ঞ দল বেছে নিয়েছে নির্বাচক কমিটি। স্টপগ্যাপ হেডকোচের দায়িত্বে ভিভিএস লক্ষ্মণ। রাহুল দ্রাবিড়ের বিদায়ে হেডকোচের পদ এখন শূন্য। এমতাবস্থায় ফের লক্ষ্মণের কাঁধে গুরুভার। তরুণ ব্রিগেডকে নিয়ে লক্ষ্মণের রওনা দেওয়ার ছবি পোস্ট করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। তবে অধিনায়ক শুভমান অবশ্য আপাতত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছুটি কাটাচ্ছেন। সেখান থেকে তিনি সরাসরি হারারেতে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

প্রথম দুই ম্যাচের দলে শেষ মুহূর্তে একাধিক পরিবর্তনও করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জু স্যামসন, শিবম দুবেদের প্রথম থেকেই জিম্বাবোয়ে সফরে যাওয়ার কথা। বার্বাডোজে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য শেষমুহূর্তে পরিকল্পনা বদল। রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের সঙ্গে আটকে যান শিবমরাও।

প্রথম দুই ম্যাচে যশস্বীদের তাই পাওয়া যাবে না। পরিবর্তে সফরের প্রথম দুই ম্যাচের জন্য ডাক পেয়েছেন বি সাই সুদর্শন, জিতেশ শর্মার সঙ্গে হর্ষিত রানাও। কলকাতা নাইট রাইডার্সের আইপিএল জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন হর্ষিত। তারই পুরস্কারস্বরূপ জাতীয় দলে প্রথমবার ডাক।

সুদর্শনও প্রথমবার টি২০ ভারতীয় ডাক পেয়েছেন। ওডিআই দলে আগে খেলেছেন। আইপিএল সাফল্যের সৌজন্যে বিকল্প ভাবনায় এবার সুদর্শনকে জিম্বাবোয়েতে টি২০ সিরিজের জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত। তবে প্রথম দুই ম্যাচের জন্য। শেষ তিন ম্যাচের আগে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন শিবম, যশস্বী, সঞ্জুরা।

প্রথম দুই ম্যাচের দল : শুভমান গিল (অধিনায়ক), রুতুরাজ গায়কোয়াড়, অভিষেক শর্মা, রিঙ্কু সিং, ধ্রুব জুরেল, রিয়ান পরাগ, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণোই, আবেশ খান, খলিল আহমেদ, মুকেশ কুমার, তুষার দেশপাণ্ডে, বি সাই সুদর্শন, জিতেশ শর্মা ও হর্ষিত রানা।

এদিকে, একঝাঁক নতুন মুখের মধ্যে বাড়তি নজর জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া অসমের প্রথম ক্রিকেটার রিয়ান পরাগের দিকে। জার্নির এটাই শুরু বলছেন আইপিএল সহ ঘরোয়া ক্রিকেটে দুরন্ত ফর্মে থাকা রিয়ান। জানান, ডাক পেয়েছেন। কিন্তু এখনও মাঠে নামা বাকি। মাহেন্দ্রক্ষণ যখন আসবে এবং তাঁর সাফল্য উৎসাহ জোগাবে অসমের উঠতি ক্রিকেটারদের। 'আমরাও পারি' অসম ক্রিকেটে সেই আত্মবিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে চান। সবার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে চান।

জিম্বাবোয়ের পথে প্রথমবার জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া রিয়ান পরাগ।

সিরিজ সূচি

প্রথম ম্যাচ : ৬ জুলাই
দ্বিতীয় ম্যাচ : ৭ জুলাই
তৃতীয় ম্যাচ : ১০ জুলাই
চতুর্থ ম্যাচ : ১৩ জুলাই
পঞ্চম ম্যাচ : ১৪ জুলাই

(প্রতিটি ম্যাচই হারারেতে)

মিলার-ক্যাচের ঘোর এখনও কাটেনি সূর্যকুমারের

'পর্দার আড়াল থেকে নেতৃত্ব দেন বিরাটও'

ব্রিজটাউন, ২ জুলাই : বড় মঞ্চের জন্য অপেক্ষা করে চ্যাম্পিয়নরা।

বিরাট কোহলিও। ফাইনালের জন্য তুলে রেখেছিলেন নিজের সেরাটা। টি২০ বিশ্বকাপের বেশিরভাগ ম্যাচে ব্যর্থ হলেও গুটিয়ে থাকেননি কখনও। মাঠ ও মাঠের বাইরে সারাক্ষণ সতীর্থদের উৎসাহ জুগিয়েছে। অধিনায়ক, সহ অধিনায়ক না হয়েও 'নেতৃত্ব' দিয়েছেন। এমনই দাবি সূর্যকুমার যাদবের।

নিজের দাবি নিয়ে সূর্যের যুক্তি, 'মাঠে সবসময় চনমনে বিরাট। কখনও ক্লান্ত দেখায় না। শুধু নিজেরটুকু নয়, সবার পারফরমেন্স নিয়ে ভাবে। ফাইনালের আগে রান পাচ্ছিল না। যেভাবে চাইছিল, তা হচ্ছিল না। একদমই খুশি ছিল না। তারপরও সবসময় দলের পাশে থেকেছে। ম্যাচ হোক বা অনুশীলন- নিজের মতো করে নেতৃত্ব দিয়েছে। উৎসাহ জুগিয়েছে সবসময়।'

বিরাটকে দেখে প্রচুর শিখেওছেন সূর্য। বলেছেন, 'অভিষেকের পর বিরাটের সঙ্গে অনেক ম্যাচে জুটি বেঁধেছি। দ্বিপাক্ষিক সিরিজ, বিশ্বকাপে ব্যাটিং পার্টনারশিপ গড়েছি। তখনই বুঝেছি, ওর সঙ্গে ব্যাটিং করতে হলে ফিটনেসে উন্নতি প্রয়োজন। ও প্রচুর খুচরো রান নেয়। বল বাউন্ডারি পেরিয়ে যাবে বুঝতে পারলেও ততক্ষণে দৌড়ে ২ রান নিয়ে নেবে।'

ফিটনেসের দুর্বলতা কাটাতেও শিখন্ডি বিরাট। দলের স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেশাইকে বলে বিরাটের সঙ্গেই জিম সেশন, কথায়, 'ফিল্ডিং কোচ দিলীপ স্যর সবসময় বলেন, সূর্য, বিরাট, অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজা সবসময় 'হটস্পট' অঞ্চলে ফিল্ডিং করবে, যেখানে বেশি বল আসার সম্ভাবনা। আর ওরকম ক্যাচ নিয়ে প্রচুর প্র্যাকটিসও করেছি। মিলারের শটটার পর মনকে শুধু বলেছিলাম, ধরতেই হবে। রোহিতভাই ওইসময় লং অনে ছিল। একবার ওর দিকে তাকিয়ে দৌড়। যদি ভারসাম্য না রাখতে পারি বল ছুড়ে দেব ওর দিকে। ওই ৪-৫ সেকেন্ডে কী ঘটেছিল শেষপর্যন্ত, তা ব্যাখ্যা করা মুশকিল।'

> অভিষেকের পর বিরাটের সঙ্গে অনেক ম্যাচে জুটি বেঁধেছি। দ্বিপাক্ষিক সিরিজ, বিশ্বকাপে ব্যাটিং পার্টনারশিপ গড়েছি। তখনই বুঝেছি, ওর সঙ্গে ব্যাটিং করতে হলে ফিটনেসে উন্নতি প্রয়োজন। ও প্রচুর খুচরো রান নেন। বল বাউন্ডারি পেরিয়ে যাবে বুঝতে পারলেও ততক্ষণে দৌড়ে ২ রান নিয়ে নেবে।
>
> **সূর্যকুমার যাদব**

ফিটনেস ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা নিজের জন্য করে নেন সূর্য। স্কাইয়ের কথায়, কসরতের পাশাপাশি বসে বসে দেখতেন বিরাট কী করছে এবং তা অনুসরণ করতেন।

ফল সবার চোখের সামনে- ডেভিড মিলারের দুর্দান্ত ক্যাচ। সূর্যের বিক্ষিপ্ত দুই-একটা ইনিংস বাদ দিলে, ব্যাটার সূর্য প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। যা মেনে নিয়ে বলেন, 'বিশ্বকাপ আমার ভালো যায়নি। তারপরও গলায় এই মেডেল। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে রোহিতভাই বলেছিল, তোকে কিছু বলব না। নিজের মতো করে খেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচের পর বলেছেন, 'আমি শুধু তোকে লম্বা সময় ক্রিজে দেখতে চাই।' জানি, শেষপর্যন্ত থাকলে দলকে জেতানোর ক্ষমতা রাখি। ৪৯ বলে ৫০ করেছিলাম সেদিন। আমার কেরিয়ারে এটা অন্যরকম ইনিংস (মন্থরের নিরিখে)। কিন্তু দলের প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে এরকম ব্যাটিং দরকার হয়।'

ডুরান্ড ডার্বি হতে পারে ১৮ অগাস্ট

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ জুলাই : ডুরান্ড কাপের ডার্বি সম্ভবত ১৮ অগাস্ট। বহুদিন পর এবার ট্রফি ফ্ল্যাগ অফ হওয়ার কথা রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে। যেহেতু এবার বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের তিনটি দল খেলার কথা, তাই বিদেশনীতির কিছু সমস্যার জন্য এখনই সরকারিভাবে কিছুই জানাতে পারেনি ডুরান্ড কমিটি।

গত কয়েক বছরের মতো এবারও গ্রুপ 'এ'-তে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল এফসি একই গ্রুপে থাকছে। এই দুই দল ছাড়া এই গ্রুপে আছে ডাউনটাউন হিরোজ এফসি ও ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স এফটি। কলকাতায় গ্রুপ 'বি' ও গ্রুপ 'সি'-রও খেলা হবে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব থাকবে গ্রুপ 'বি'-তে। তাদের গ্রুপের বাকি তিন দল হল- বেঙ্গালুরু এফসি, ইন্টার কাশী এফসি ও ইন্ডিয়ান নেভি এফটি। গ্রুপ 'সি'-র চার দল কেরালা ব্লাস্টার্স, পাঞ্জাব এফসি, মুম্বই সিটি এফসি ও সিআইএসএফ প্রোটেক্টার্স এফটি। গ্রুপ 'ডি' জামশেদপুর, গ্রুপ 'ই' কোকরাঝোড় ও গ্রুপ 'এফ' খেলবে শিলংয়ে। এরমধ্যে অবশ্য গ্রুপ 'ই'-তে থাকা হায়দরাবাদ এফসি-কে নিয়ে কিছুটা সমস্যা রয়েছে। কারণ তারা ফুটবলার সই করাতে পারছে না ট্রান্সফার ব্যান থাকায়। যা ইতিমধ্যেই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আয়োজকদের জানিয়ে দিয়েছে। ২৭ জুলাই থেকে শুরু ডুরান্ড কাপ। কোকরাঝাড়ে উদ্বোধন হওয়ার কথা। টুর্নামেন্ট চলবে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত। গত কয়েকবারের মতো মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে না। গ্রুপের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে এই দুই দল। টুর্নামেন্টের আকর্ষণ জিইয়ে রাখতেই এই সিদ্ধান্ত।

বাংলাদেশ আর্মি এফটি, ত্রিভুবন আর্মি এফসি ও রয়্যাল ভুটান আর্মি এফসি- এই তিন বিদেশি দলের খেলার কথা এবার। তবে তিন দলের যোগদানের যাবতীয় শর্তাবলি পূরণ করার পরেই এদের নাম জানাতে চান আয়োজকরা। কলকাতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ও কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন ছাড়া আর কোনও মাঠে খেলা হচ্ছে না। কোয়ার্টার ফাইনাল কোকরাঝাড়, জামশেদপুর ও কলকাতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হলেও দুই সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হবে যুবভারতীতে।

ভারত বিশ্বসেরা হওয়ার পর অদ্ভুত দাবি মঞ্জরেকারের

বিরাটকে বাঁচিয়েছে বোলাররা

মুম্বই, ২ জুলাই : কঠিন পরিস্থিতিতে দলের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

ফাইনালে বিদায়ি মঞ্চে ৭৬ রানে লড়াকু ইনিংসে বিশ্বজয়ের রসদ জুগিয়েছেন। ম্যাচের সেরার পুরস্কারও যার সুবাদে। যদিও বিরাট কোহলিকে নিয়ে সঞ্জয় মঞ্জরেকারের গলায় ভিন্ন সুর। কোহলিকেই বরং বাঁচিয়ে দিয়েছেন বোলাররা। যুক্তি, ইনিংসের লম্বা সময় ব্যাটিং করে বিরাটের স্ট্রাইক রেট ১২৮।

হেনরিচ ক্লাসেন-ডেভিড মিলাররা যদি ম্যাচ বের করে নিতেন, তাহলে সমালোচনার মুখে পড়তেন। ওঠেনি শেষ পাঁচ ওভারে জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পান্ডিয়া, অর্শদীপ সিংদের মিরাকল বোলিংয়ের সৌজন্যে। একসময় ভারতের জয়ের সম্ভাবনা মাত্র ১০ শতাংশ ছিল। সেখান থেকে বোলাররা জিতিয়েছে। বিরাট নয়, একজন বোলারেরই সেরার পুরস্কার প্রাপ্য ছিল।

বিরাটের মন্থর ইনিংস নিয়ে মঞ্জরেকার বলেছেন, 'হার্দিক দলের অন্যতম বিস্ফোরক ব্যাটার। কিন্তু বিরাটের লম্বা ইনিংসের জন্য হার্দিক মাত্র দুইটি বল খেলার সুযোগ পেয়েছিল। ভারতীয় ইনিংস একসময় চাপের মধ্যেও ছিল। সেখান থেকেই বোলাররা উদ্ধার করে। দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে ৯০ শতাংশ জয়ের সম্ভাবনা ছিল। সেখান থেকে ম্যাচ জিতিয়ে বিরাটের ইনিংসকেই বাঁচিয়ে দিয়েছে বোলাররা। ভারত যদি হারত, তাহলে কিন্তু বিরাটকে সমালোচনার মুখে পড়তে হত।'

সুনীল গাভাসকারের মুখে দলগত প্রয়াসের কথা। ভারত নাকি 'নার্ভাস নাইন্টিস'-এর গাঁট অতিক্রম করে অবশেষে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে। 'লম্বা সময় অপেক্ষার পর এরকম একটা অসাধারণ জয়। আগেও একাধিকবার বলেছি, ভারতীয় দল নার্ভাস নাইন্টিসেই কেঁপে যাচ্ছে। কিছুতেই সেমিফাইনাল, ফাইনাল গাঁট পেরোতে পারছে না। অবশেষে সেঞ্চুরি। নার্ভাস নাইন্টিসের চাপ ঝেড়ে অসাধারণ শতরান।'

> লম্বা সময় অপেক্ষার পর এই রকম একটা অসাধারণ জয়। আগেও একাধিকবার বলেছি, ভারতীয় দল নার্ভাস নাইন্টিসেই কেঁপে যাচ্ছে। কিছুতেই সেমিফাইনাল, ফাইনাল গাঁট পেরোতে পারছে না। অবশেষে সেঞ্চুরি। নার্ভাস নাইন্টিসের চাপ ঝেড়ে অসাধারণ শতরান।
>
> **সুনীল গাভাসকার**

এদিকে, কোহলির সঙ্গে বাবর আজমের তুলনা নিয়ে তির্যক প্রতিক্রিয়া হরভজন সিংয়ের। ভাজ্জির মতে, বাবরের দক্ষতা নিয়ে সংশয় নেই তাঁর। কিন্তু তাই বলে ব্রায়ান লারার সঙ্গে! এক অনুষ্ঠানে যা শোনার পর রীতিমতো হেসে গড়াগড়ি হরভজন-শান্তাকুমারণ শ্রীসান্তরা। প্রথমে প্রশ্ন করা হয় লারা আর কুমার সাঙ্গাকারার মধ্যে কাকে এগিয়ে রাখবেন। লারাকে বেছে নেন হরভজন। পরের প্রশ্ন লারা এবং বাবরের মধ্যে কে?

প্রশ্ন শোনার পরই কার্যত লাফিয়ে ওঠেন হরভজন। হেসে লুটোপুটি শ্রীসান্তও। এরপর এমন প্রশ্ন করার জন্য পুরস্কারস্বরূপ টেবিলে রাখা ফলের ঝুড়ি থেকে আনারস, আপেল, লেবু প্রেজেন্টারকে উপহার দেন ভাজ্জি! যে ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর রীতিমতো ভাইরাল।

যন্ত্রণা যাচ্ছে না মিলারের

ফাইনাল হারের পর তাবরেইজ শামসিকে সান্ত্বনা বাহ্মবীর।

ব্রিজটাউন, ২ জুলাই : মাঝে কয়েকটা দিন কেটে গিয়েছে।

কিন্তু শনিবাসরীয় ফাইনালে ভারতের হাতে হারটা এখনও হজম করতে পারেননি ডেভিড মিলার। শটটা যদি বাউন্ডারি লাইন পেরিয়ে যেত- আফসোস কুরে-কুরে খাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকান তারকার কথায়, ফাইনালের ধাক্কা কাটেনি। সহজে কাটারও নয়। অনুভূতিটা ব্যাখ্যা করা এখনও মুশকিল।

কাপ আর ঠোঁটের মধ্যে দূরত্ব দূর না হলেও দলের প্রয়াস, মিলিত প্রচেষ্টার কথা মিলারের গলায়। বলছিলেন, 'দুর্দান্ত জার্নি। গত একমাসে কখনও সফল, কখনও ব্যর্থতা। রয়েছে যন্ত্রণাও। তবে বিশ্বাস, ধাক্কা সরিয়ে এই দলটাই ঘুরে দাঁড়াবে। নতুন উচ্চতায় পৌঁছোবে।'

প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকার দল হিসেবে বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার কৃতিত্ব দেখায় আইডেন মার্করাম ব্রিগেড। ফাইনাল দ্বৈরথে ১৫ ওভারের পর প্রোটিয়াদের পক্ষে জয়ের সমীকরণ ছিল ৩০ বলে ৩০ রান। বিস্ফোরক ছন্দে থাকা হেনরিচ ক্লাসেনের সঙ্গে ক্রিজে মিলার স্বয়ং। কিন্তু নিশ্চিত জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করে 'চোকার্স' তকমার কথা মনে করিয়ে দেন মিলাররা।

ইডেনে বসছে রোহিতের ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে সম্প্রতি টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার ছবি বসতে চলেছে ইডেন গার্ডেন্সে। অতীতে দেশকে বিশ্বকাপ জেতানো দুই অধিনায়ক কপিল দেব ও মহেন্দ্র সিং ধোনির বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে ছবি ইতিমধ্যেই রয়েছে ক্রিকেটের নন্দনকাননে। মূল প্রবেশদ্বারের ঠিক উপরে রয়েছে কপিল-ধোনিদের ছবি। সেখানেই এবার রোহিতের ছবি বসার কথা। যদিও ঠিক কবে সিএবি-র তরফে রোহিতের ছবি বসানো হবে, এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সিএবি সভাপতি ব্যক্তিগত কাজে আপাতত দেশের বাইরে। জানা গিয়েছে, তিনি ফেরার পরই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। ইডেনের মূল প্রবেশদ্বারের উপর কপিল-ধোনি ছাড়াও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামী, বিরাট কোহলিদেরও ছবি রয়েছে। তারকাদের দীর্ঘ তালিকায় এবার ঢুকে পড়তে চলেছেন হিটম্যানও।

কান্না মুছে প্রতিজ্ঞা রোনাল্ডোর

টুকরো টুকরো কত ছবি। *ম্যাচে নষ্ট করলেন একগাদা সুযোগ। পেনাল্টি থেকে গোল মিসের পর হতাশায় মুখ ঢাকলেন, কান্নায় ভেঙে পড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পরে টাইব্রেকারে পর্তুগালকে এগিয়ে দিয়ে ভক্তদের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা সিআর সেভেনের। দলের জয়ের পর হাসি ফিরল মহাতারকার মুখে। স্লোভেনিয়ার বিরুদ্ধে ইউরো কাপে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে।*

কোস্তার দস্তানায় শেষ আটে পর্তুগাল

ফ্রাঙ্কফুর্ট, ২ জুলাই : ছেলে মাঠে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। সেই দেখে গ্যালারিতে বসে মা-ও অসহায়ের মতো কাঁদছেন। কিন্তু শেষটায় দুইজনের মুখেই তৃপ্তির হাসি।

সোমবার গভীর রাতে ইউরো কাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তুগাল বনাম স্লোভেনিয়া ম্যাচে এমন দৃশ্যের সাক্ষী থাকল ফুটবলবিশ্ব। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্যভাবে শেষ হলে ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। তাতে প্রথমার্ধের অন্তিম লগ্নে পেনাল্টি পায় পর্তুগাল। তাদের সমর্থকরা ধরেই নিয়েছিলেন দলকে কোয়ার্টারে তোলার পাশাপাশি চলতি ইউরোয় প্রথম গোলটি পাবেন সিআর সেভেন। কিন্তু স্লোভেনিয়ার গোলরক্ষক ইয়ান ওব্লাক তা রুখে দেন। মোক্ষম সময়ে পেনাল্টি নষ্ট করার কষ্টে চোখের জলে বিরতিতে যেতে দেখা যায় পর্তুগিজ কিংবদন্তিকে। সতীর্থরা তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেও তখনও যেন আবেগের বশে রোনাল্ডো। মাঠের জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখা যায়, ছেলের মতোই চোখের জলে ভাসছেন রোনাল্ডোর মা ডলরেস অ্যাভিয়েরো।

পরে পেনাল্টি শুটআউটে পরপর তিনটি স্পটকিক বাঁচিয়ে রোনাল্ডোর ষষ্ঠ ও শেষ ইউরোকে স্মরণীয় করে তোলেন পর্তুগিজ গোলরক্ষক ডিয়েগো কোস্তা। তাঁর নায়কের 'শেষ' ইউরোই বটে। সেই কথা জানিয়ে ৩৯ বছরের রোনাল্ডো বলেছেন, 'এটাই আমার শেষ ইউরো। কিন্তু এই নিয়ে আবেগপ্রবণ হতে চাই না। ফুটবলই আমার অনুপ্রেরণা। ফুটবল খেলতে ও ভক্তদের চিৎকার শুনতে আজও আমি ভালোবাসি। এখন দর্শকদের আনন্দ দেওয়াই আমার লক্ষ্য। আমার কাছে জেতা বা প্রমাণ করার আর কিছু নেই।'

শেষ আটে রোনাল্ডোদের প্রতিপক্ষ ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপে বনাম রোনাল্ডো। খেতাবের লক্ষ্যে গুরু বনাম শিষ্যের লড়াই যে কঠিন হতে চলেছে, তার আঁচ পাচ্ছেন কিংবদন্তি। কিন্তু লড়াকু চরিত্রের ব্যক্তিত্বেরা বিনা যুদ্ধে কি সূচ্যগ্রমেদিনী ছেড়ে দিতে পারে? কখনোই নয়। এমনটা প্রতিজ্ঞা করে রোনাল্ডো বলেছেন, 'জার্মানি ও স্পেনের পাশাপাশি ফ্রান্সও খেতাব জয়ের অন্যতম দাবিদার। ওরা দারুণ খেলছে। কিন্তু এদিনের ম্যাচ মানসিকভাবে আরও দৃঢ় করে তুলবে। আমরা যুদ্ধে নামতে চলেছি। তাতে শেষপর্যন্ত লড়ব।'

দলের প্রয়োজনে চাপের মুখে গত দুই দশক ধরে তিনিই এগিয়ে এসেছেন। কখনও সফল হয়েছেন, তো আবার কখনও সমালোচিত। স্লোভেনিয়ার বিরুদ্ধে রোনাল্ডোর পেনাল্টি নষ্ট তারই একটি অংশ হয়ে রইল। এই নিয়ে মহাতারকার কথায়, 'পেনাল্টি থেকে গোল পাই বা না পাই, দেশের জার্সিতে সবসময় নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। এটাই যতদিন খেলব, ততদিন করে যাব। গত ২০ বছর ধরে এই কাজটা করছি। দলের প্রয়োজনে কাউকে এগিয়ে আসতেই হবে। ভয় পেলে চলবে না। চ্যালেঞ্জ নিতে আমি কোনওদিনই ভয় পাইনি। কখনও সফল হয়েছি, তো কখনও ব্যর্থ। তবে হাল ছাড়িনি। কেরিয়ারে পেনাল্টি থেকে ২০০টি গোল করেছি। তবে কখনো-কখনো ভুলও করে ফেলি।'

> এটাই আমার কেরিয়ারের সেরা ম্যাচ। শুটআউটে নিজের মনের কথা শুনেছিলাম। আমরা প্রত্যেকেই ভুল করি। কিন্তু তা ভেবে সেইসময় সাহসী হতে না পারলে সব পরিশ্রম ব্যর্থ হত।
>
> দিয়োগো কোস্তা

এদিকে পর্তুগিজদের জয়ের নায়ক দিয়োগোকোস্তা ম্যাচের পর আবেগপ্রবণ হয়ে বলেছেন, 'এটাই আমার কেরিয়ারের সেরা ম্যাচ। শুটআউটে নিজের মনের কথা শুনেছিলাম। আমরা প্রত্যেকেই ভুল করি। কিন্তু তা ভেবে সেসময় সাহসী হতে না পারলে সব পরিশ্রম ব্যর্থ হত।' কোস্তার তৃতীয় পেনাল্টি সেভের পর তাঁকে বুকে টেনে নেন রোনাল্ডো। বোঝা যায়, কেরিয়ারের শেষটা বিষাদের সঙ্গে হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য তরুণ গোলরক্ষককে ধন্যবাদ জানান কিংবদন্তি।

টাইব্রেকারে টানা তিনটি সেভ করে পর্তুগালকে কোয়ার্টার ফাইনালে তোলার পর গোলরক্ষক দিয়োগো কোস্তা।

জার্মানিকে সমীহ ওয়ারজাবালের

ইউরো খেলা নিয়ে সংশয় ছিল : সানে

মিউনিখ, ২ জুলাই : চলতি ইউরো কাপে দুইটি দলই দারুণ ছন্দে রয়েছে। একদিকে আয়োজক দেশ জার্মানি ঘরের মাঠে খেতাব জয়ের স্বপ্নে বিভোর। অন্যদিকে সোনালি গৌরব ফেরাতে বদ্ধপরিকর স্পেন। শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে এই দুই দল মুখোমুখি হচ্ছে। এটাই নকআউটের সবচেয়ে উত্তেজক ম্যাচ হতে চলছে, তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

স্পেনের বিরুদ্ধে জুলিয়ান নাগেলসম্যানের বড় অস্ত্র হয়ে উঠতে পারেন লেরয় সানে। বাঁ পায়ের এই শিল্পী ফুটবলারের গতি চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে স্প্যানিশ ডিফেন্ডারদের। ডেনমার্কের বিরুদ্ধে তাঁকে প্রথম একাদশে রেখেছিলেন জার্মান কোচ নাগেলসম্যান। তবে চলতি মরশুমে চোট-আঘাত ভালোই ভুগিয়েছে জার্মান তারকাকে। তবে এই মুহূর্তে তিনি পুরো ফিট বলেই জানিয়েছেন বায়ার্ন তারকা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমি চোট পাওয়ার পরে খুব চিন্তায় ছিলাম। আদৌ ইউরো কাপ খেলতে পারব কি না, সেটা নিয়েই সন্দিহান ছিলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত ইউরো কাপ খেলতে পেরেছি।' প্রতিপক্ষ স্পেনের হাতে কিন্তু লামিলে ইয়ামাল ও নিকো উইলিয়ামসের মতো দ্রুতগতির উইংগার রয়েছে। পাশাপাশি তারা ছোট পাস খেলে খুব দ্রুত আক্রমণ শানায়। প্রতিপক্ষ দল নিয়ে লেরয় বলেছেন, 'স্পেন উইং দিয়ে যেমন দ্রুতগতিতে আক্রমণ শানায়, তেমন বল পজেশনও ধরে রাখে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'স্পেনের বিরুদ্ধে অতীত রেকর্ড নিয়ে আমরা ভাবছি না। আমাদের লক্ষ্য ওদেরকে হারিয়ে পরের রাউন্ডে যাওয়া। সেই চেষ্টাই আমরা করব।'

অন্যদিকে, জামানিকে সমীহ করছেন স্প্যানিশ স্ট্রাইকার মিকেল ওয়ারজাবাল। এই প্রতিযোগিতায় পরিবর্তরূপে মাঠে নেমেছেন তিনি। ওয়ারজাবাল বলেছেন, 'জার্মানি দুর্দান্ত দল। শুক্রবারের ম্যাচটা অত্যন্ত কঠিন হতে চলেছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমরা যে কোনও দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্য তৈরি। জার্মানির বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে কঠোর প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

অনুশীলনের ফাঁকে ইকায় গুন্দোগানের সঙ্গে আড্ডায় লেরয় সানে।

যে কোনও জায়গায় খেলতে রাজি গ্রিজম্যান

পর্তুগাল ম্যাচের আগে মাস্ক সমস্যায় এমবাপে

ডুসেলডর্ফ, ২ জুলাই : 'ম্যাচ জিতলেও মন জিততে পারেনি ফ্রান্স।'

বেলজিয়ামকে ১-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর ফরাসি দলের পারফরমেন্স নিয়ে সমাজমাধ্যমে এমনই মন্তব্য করছেন ফুটবলপ্রেমীদের একাংশ। সিংহভাগ বল দখলে রেখেও গ্রুপ পর্বের মতোই নকআউটেও সেভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারলেন না আতোঁয়া গ্রিজম্যানরা। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের বিরুদ্ধে নামার আগে ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশাঁর চিন্তা বাড়িয়েছে কিলিয়ান এমবাপের মাস্ক।

চলতি ইউরো কাপে গোলের থেকেও বেশি সংখ্যক মাস্ক ব্যবহার করে ফেলেছেন এমবাপে। নাকে চোট পাওয়ার পর তিনটি পৃথক মুখাবরণ পরে খেলে ফেললেন ফরাসি তারকা। তবে এখনও যে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যভাবে খেলতে পারছেন, এমনটা নয়। আগের ম্যাচগুলির মতো বেলজিয়ামের বিরুদ্ধেও বারবার তাঁকে মুখাবরণ ঠিক করতে দেখা যায়। এই নিয়ে দেশাঁ ম্যাচের পর বলেছেন, 'ঘামের জন্য সমস্যা তো রয়েইছে। বারবার চোখে ঘাম পড়ায় যে ওর সমস্যা হচ্ছে, সেটা আমরা জানি। এতে ওর দেখতে সমস্যা হচ্ছে। তবে এমবাপে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ও সামনের সবকিছু ভালোভাবে দেখতে পারছে। তবে দূরে দেখার ক্ষেত্রে অর্থাৎ পেরিফেরিয়াল ভিশনে সমস্যা হচ্ছে।'

ম্যাচের আগে এমবাপে নিজেই বলেছিলেন, মাস্ক পরে খেলতে তাঁর অস্বস্তি হচ্ছে। নায়কের বিরুদ্ধে নিজের সেরাটা দেওয়ার ক্ষেত্রে মাস্ক যাতে বাধা না হয়, সেজন্য আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ফরাসি তারকাকে সমাধান সূত্র বের করতে হবে।

এমবাপের মাস্ক সমস্যার পাশাপাশি আক্রমণভাগে যথেষ্ট ভুলত্রুটি রয়েছে। যদিও বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে দলের পারফরমেন্সে অভিভূত দেশাঁ বলেছেন, 'আমরা সুন্দর ফুটবল খেলেছি। বেশিরভাগ সময় বল দখলে রেখে নিজেদের মধ্যে পাস খেলে আক্রমণ তৈরি করেছি। একটা কঠিন ম্যাচ জিতে আমি তৃপ্ত। ভুললে চলবে না আমরা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠছি। মুহূর্তটা উপভোগ করতে চাই।' পাশাপাশি গোলের সুযোগ নষ্টের প্রসঙ্গে ঘুরিয়ে বলেন, 'আমরা যদি গোলে শট নাই মারতাম, তাহলে গোলটা হত কী করে? র‍্যান্ডাল কোলো মুয়ানি পরিবর্ত হিসাবে নেমে অনবদ্য খেলেছে। দল হিসাবে আমরা অনেক উন্নতি করেছি।'

এদিকে মার্কাস থুরামকে খেলানোর জন্য নতুন পজিশনে গ্রিজম্যানকে ব্যবহার করেন দেশাঁ। নতুন ভূমিকায় খেলার অনুভূতি নিয়ে আটলেটিকো মাদ্রিদের তারকা স্ট্রাইকার বলেছেন, 'ম্যাচের আগে কোচ আমার ঘরে এসে বলেছিলেন, তিনি আমায় নতুন পজেশনে খেলাতে চান। আমি কোনও আপত্তি করিনি। আমি দেশের জন্য যে কোনও জায়গায় খেলতে রাজি। ওঁর আমার ওপর আস্থা রয়েছে। আমিও সেই আস্থা রাখার চেষ্টা করব।'

মাস্ক পরে খেলার জন্য বারবার সমস্যায় পড়ছেন কিলিয়ান এমবাপে। সোমবার বেলজিয়ামের বিরুদ্ধেও অস্বস্তি লক্ষ্য করা গিয়েছে তাঁর।

উইম্বলডনে প্রথম রাউন্ডে জয়ের পথে নোভাক জকোভিচ।

প্রত্যাবর্তনে জয় জোকারের

লন্ডন, ২ জুলাই : চোট কাটিয়ে রাজকীয় মেজাজে সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ। মঙ্গলবার উইম্বলডনে প্রথম রাউন্ডে জয় পেলেন তিনি। চেক প্রজাতন্ত্রের ভিট কোপ্রিভাকে ৬-১, ৬-২, ৬-২ গেমে উড়িয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে পা রাখলেন সর্বাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী তারকা। প্রথম রাউন্ডে জয়ের পর তিনি বলেছেন, ' হাঁটুতে চোটের জন্য ফরাসি ওপেন থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। কিন্তু এদিন ফের নিজের সেরাটা খেলতে পেরে ভালো লাগছে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ম্যাচ চলাকালীন চোট নিয়ে না ভেবে প্রতিটা শট নিখুঁতভাবে মারার চেষ্টা করেছি।'

এদিকে, প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন অ্যান্ডি মারে চোটের জন্য সিঙ্গলস থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তবে ডাবলসে তিনি খেলবেন। অন্যদিকে প্রথম রাউন্ডে জয় পেয়েছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। তিনি মার্ক লাজালকে ৭-৬, ৭-৫, ৬-২ গেমে হারিয়েছেন। কষ্টার্জিত জয়ের পর আলকারাজ বলেছেন, 'মার্ক দুর্দান্ত খেলেছে। ওর পারফরমেন্স আমাকে অবাক করে দিয়েছে। তবে প্রথম ম্যাচে জয় পেয়ে আমি খুশি।' পাশাপাশি শীর্ষবাছাই জানিক সিনারও জয় দিয়েই উইম্বলডন যাত্রা শুরু করেছেন। তিনি জার্মান খেলোয়াড় ইয়ানিক হফম্যানকে ৬-৩, ৬-৪, ৩-৬, ৬-৩ গেমে হারিয়েছেন। চতুর্থ বাছাই আলেকজান্ডার ভেরেভ ৬-২, ৬-৪, ৬-২ গেমে রবার্তো কারবালেস বায়েনাকে হারান।

বাগানের জয় রুখলেন প্রিয়ান্ত

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (শিবাজিৎ)
ভবানীপুর ক্লাব-১ (জিতেন)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও ইস্টবেঙ্গল জিতে কলকাতা লিগ শুরু করলেও আটকে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ভবানীপুর ক্লাবের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ১-১ গোলে ড্র করল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড।

ভুল বোঝাবুঝি ও ছন্নছাড়া ফুটবলে প্রথম ম্যাচে নজর কাড়তে ব্যর্থ ডেগি কার্ডোজোর দল। অন্তত ১ পয়েন্ট পাওয়ার জন্য দুই শিবিরেরই তাদের গোলরক্ষককে ধন্যবাদ জানানো উচিত। তেকাঠির নীচে সবুজ-মেরুন জার্সিতে অভিষেকেই উজ্জ্বল রাজা বর্মন। এই শিলিগুড়ি তনয়ের দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া সেভ ম্যাচে রাখে মেরিনার্সকে। আবার ম্যাচের শেষমুহূর্তে প্রিয়ন্ত সিংয়ের অনবদ্য সেভে হার বাঁচায় ভবানীপুর।

ম্যাচের গতির বিপরীতে ১১ মিনিটে বাগানের শিবাজিৎ সিংয়ের গোল। বক্সের ঠিক বাইরে থেকে পাওয়া ফ্রি কিক মানবপ্রাচীরের ওপর দিয়ে না মেরে বুদ্ধি করে প্রথম পোস্টেই রাখেন মণিপুরের এই ১৯ বছরের মিডিও। একসময়ে মোহনবাগানে খেলা ভবানীপুরের গোলরক্ষক শংকর রায় শট নেওয়ার আগেই দ্বিতীয় পোস্টের দিকে সরে যাওয়ায় বলের নাগাল পাননি।

তারপর ক্রমাগত মোহনবাগান রক্ষণকে চাপে রাখে শাহিদ রামনের দল। এর ফলশ্রুতিতে ২৮ মিনিটে জিতেনের গোল। ডান প্রান্ত দিয়ে

অভিষেকেই অনবদ্য রাজা

উমের মুথারের সেন্টার বিনা বাধায় ছোট বক্সে রিসিভ করে আগুয়ান রাজার ওপর দিয়ে লব করে দেন। এক্ষেত্রে বাগানের দুই নবাগত সেন্টারব্যাক সৌরভ ভানুয়ালা ও সায়ন দর্শকের ভূমিকায়। ৫৯ মিনিটে ফারদিন আলি মোল্লার গোল অফসাইডের জন্য বাতিল হয়।

এরপরই পরীক্ষার সম্মুখীন হন রাজা। ডানপ্রান্ত দিয়ে রাখা সেন্টার গোলে ঠেলার জন্য ফাঁকায় দাঁড়িয়েছিলেন ভবানীপুরের ফরোয়ার্ড। বিপদ বুঝে দ্রুত গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে চাপড়ে বলটিকে বিপন্মুক্ত করার চেষ্টা করেন রাজা। কিন্তু ফিরতি বল পান জিতেন। তাঁর শট গোলে ঢোকার মুখে শুয়ে থাকা অবস্থাতেই সেভ করেন ২৩ বছরের গোলরক্ষক। ম্যাচের শেষমুহূর্তে নির্ণায়ক সেভটি করেন দ্বিতীয়ার্ধে শংকরের জায়গায় নামা প্রিয়ান্ত সিং। সংযুক্তি সময়ে মোহনবাগানের রাজ বাসফোরের হেড অনবদ্য ক্ষিপ্রতায় বাঁচান তিনি।

দলের পারফরমেন্সে অখুশি বাগান কোচ ডেগি বলেছেন, 'আমরা পরিকল্পনামাফিক খেলতে পারিনি। এর চেয়ে অনেক ভালো খেলার ক্ষমতা আমাদের আছে।' অন্যদিকে রেফারিং নিয়ে ক্ষুব্ধ ভবানীপুর কোচ শাহিদ বলেছেন, 'ফ্রি কিকের সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল। ওটা নাহলে আমরাই জিততাম।' এদিন অন্য ম্যাচে ভবানী জয়সওয়ারের হ্যাটট্রিকের সৌজন্যে ইস্টার্ন রেলকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে টালিগঞ্জ অগ্রগামী। আবার কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন বনাম পুলিশ এসি ম্যাচটি ভারী বৃষ্টির জন্য স্থগিত রাখা হয়।

জয়ের হ্যাটট্রিক উরুগুয়ের

উরুগুয়ে-১ (অলিভিয়েরা)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-০

কানসাস সিটি, ২ জুলাই : উরুগুয়ের কাছে হেরে কোপা থেকে বিদায় নিল আয়োজক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার গ্রুপ 'সি'-র তৃতীয় ম্যাচে মার্সেলো বিয়েসলার দলের কাছে ১-০ গোলে হারলেন ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচরা। পাশাপাশি অন্য ম্যাচে বলিভিয়াকে ৩-১ গোলে

গোল নিয়ে বিতর্ক

হারিয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে নকআউটে উঠল পানামা।

এদিন ৬৬ মিনিটে উরুগুয়ের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন ডিফেন্ডার ম্যাথিয়াস অলিভিয়েরা। নিকোলাস ডে লার ফ্রি কিক থেকে রোনাল্ড আরাউহোর হেড বাঁচিয়ে দেন মার্কিন গোলরক্ষক ম্যাট টার্নার। ফিরতি বল থেকে গোল করেন অলিভিয়েরা। তবে এই গোলটি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন শিবিরের দাবি, আরাউহো যখন হেড দিচ্ছিলেন সেসময় অলিভিয়েরা অফসাইডে ছিলেন। যদিও রেফারি কেভিন ওর্তেগা ভিএআর চেক করে গোলের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। গোলের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ মার্কিন অধিনায়ক পুলিসিচ রেফারিকে বলেছেন, 'আপনি কেন উরুগুয়ের খেলোয়াড়দের সঙ্গে সেলিব্রেশন করছেন না?' ম্যাচের পর মার্কিন অধিনায়ক রেফারির সঙ্গে হাত মেলাতে গেলে রেফারি তাঁকে এড়িয়ে যান। এদিকে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায়ের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন সমর্থকরা।

মঙ্গলবার আয়োজক দেশের বিরুদ্ধে জয়ের সুবাদে তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে উরুগুয়ে। গ্রুপের অন্য ম্যাচে বলিভিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে পানামা। ২২ মিনিটে হোসে ফাহার্দোর গোলে এগিয়ে যায় পানামা। ৬৯ মিনিটে বলিভিয়াকে সমতায় ফেরান ব্রুনো মিরান্ডা। ৭৯ মিনিটে এডুয়ার্দো গুয়েরেরো পানামার হয়ে গোল করেন। সংযোজিত সময়ে পানামার হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন সিজার ইয়ানিস। নক আউটে গ্রুপ 'ডি'-র রানার্স দলের সঙ্গে খেলবে উরুগুয়ে। পাশাপাশি পানামা এই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দলের মুখোমুখি হবে। বুধবার ব্রাজিল-কলম্বিয়া ও কোস্টারিকা-প্যারাগুয়ে ম্যাচের পর গ্রুপ 'ডি'-র চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স ঠিক হবে।

গোল বাতিল হওয়ায় রেফারি কেভিন ওর্তেগার ওপর ক্ষেপে গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ।

অনুশীলনে ফিরলেন মেসি

ওয়াশিংটন, ২ জুলাই : সোমবার থেকে অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। চিলির বিরুদ্ধে গ্রুপপর্বের ম্যাচে তিনি চোট পেয়েছিলেন। তাই শেষ ম্যাচে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। তবে ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে নকআউট ম্যাচে ফিরছেন মেসি।

এদিকে, তরুণ আলেহান্দ্রো গারনাচোর পারফরমেন্সে মুগ্ধ গোটা আর্জেন্টিনা। স্পেনের যুব দলের হয়ে খেললেও বছর দুই আগে নীল-সাদা জার্সিতেই আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শুরু করেন তিনি। মাত্র ২০ বছর বয়সেও বিশ্ব ফুটবলের দুই মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও মেসির সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করেছেন তিনি। রোনাল্ডোকে নিজের আদর্শ মনে করা গারনাচো কিন্তু নকআউটে লিওনেল স্কালোনির তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন। তবে শুধু গারনাচো নয়, দারুণ ছন্দে রয়েছেন লওটারো মার্টিনেজও। তারওপর মেসি ফেরায় দলের আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে।

শিলিগুড়িতে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে টেবিল টেনিস ফেরানোর কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : মাত্র ৩ দিন হয়েছে বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিবের দায়িত্ব নিয়েছেন রজত দাস। এরই মধ্যে উত্তরবঙ্গের টেবিল টেনিসের জন্য কাজ শুরু করে দিল নতুন কমিটি। প্রাক্তন হয়ে গেলেও এই ব্যাপারে পাশেই আছেন মান্তু ঘোষ-সুব্রত রায়রা। মঙ্গলবার সকালে বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার সচিব তথা পুরোনো কমিটির সদস্য অনুপ বসু শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর হাতে ফুলের তোড়া হাতে তুলে দেওয়ার পর রজত বলেছেন, 'মান্তু-সুব্রত গতকালই ইন্ডোর স্টেডিয়ামে গিয়েছিল। দেখে এসেছে পুরনিগমের তরফে স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ শেষ। এবার কাঠের বদলে সিমেন্টের মেঝে হয়েছে। বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের চ্যাম্পটার টুয়ের অধীনে সিন্থেটিক কোর্ট থাকায় এই নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না।' তাঁকে সমর্থন করে সুব্রতবাবুর সংযোজন, 'বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের চ্যাম্পটার টুয়ের অধীনে ১১-১৩ জুলাই রয়েছে পুরনিগমের মেয়র কাপ আন্তঃস্কুল টেবিল টেনিস। মেয়র গৌতম দেব আমাকে জানিয়েছেন, এরপরই তিনি চান ইন্ডোর স্টেডিয়ামে টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, দাবা শিবির শুরু করতে। আমরাও চাই শিলিগুড়িতে বিভিন্ন ক্লাবে অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্টেডিয়ামে কেন্দ্রীয় শিবির শুরু করতে। মেয়রের অনুমতি পেলেই কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।'

শুধু শিলিগুড়ি নয়, নতুন কমিটির পরিকল্পনায় আছে জলপাইগুড়ি-দার্জিলিংয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নও। রজতবাবু বলেছেন, 'জলপাইগুড়িতে শিল্পসমিতি পাড়ায় ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ২০১৬ সাল পর্যন্ত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ চলত। কিন্তু নানা কারণে বর্তমানে তা বন্ধ আছে। আমরা চাই, তা আবার শুরু করতে। দার্জিলিংয়েও একটা সময়ে জিমখানা হলে টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ হত। সংস্কারের পর সেখানে ট্রান্সপারেন্ট ছাদ বসানোয় গত বছর একটি টুর্নামেন্ট দিয়েও তা অন্যত্র সরিয়ে নিতে হয়। আমরা ওখানকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে দার্জিলিংয়েও টেবিল টেনিসের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চাই।'

> কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়া দপ্তর থেকে প্রতিটি খেলার জাতীয় ফেডারেশনকে স্পোর্টস কোড গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল। সেই অনুসারে ২০১৯ সালে টেবিল টেনিস ফেডারেশন তা লাগু করে। কিন্তু তখন অধিন্যস্ত রাজ্য সংস্থাগুলিকে নিয়ে কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তাই বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনও তা গ্রহণ করেনি। তবে ২০২২ সালে ফেডারেশনের নির্বাচনের সময় প্রতিটি রাজ্য সংস্থাকে স্পোর্টস কোড লাগু করতে বলা হয়। তাই আমরা (সুব্রত-মান্তু-অনুপ বসু-রানা দে সরকার) স্পোর্টস কোড মেনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছি।
>
> **মান্তু ঘোষ** (বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার বিদায়ি যুগ্ম সচিব)

বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার নতুন যুগ্ম সচিব রজত দাসকে সংবর্ধনা।

শিলিগুড়িতে এদিন না থাকলেও বালুরঘাট থেকে কার্যনির্বাহী সমিতিতে জায়গা পাওয়া অমিতাভ চক্রবর্তী ও প্রণব কর্মকার উত্তেজিত নতুন কমিটির সঙ্গে কাজ করতে। অমিতাভ বলেছেন, 'বালুরঘাটে কচিকলা অ্যাকাডেমি, নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবে নিয়মিত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ চলে। এখানকার খেলোয়াড়দের উৎসাহ বাড়াতে চেষ্টা করব বিভিন্ন র‍্যাংকিং টুর্নামেন্ট বালুরঘাটে নিয়ে আসার।' বালুরঘাট থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় তুলে আনতে প্রণবের পরিকল্পনা, নতুন কমিটির সঙ্গে কথা বলে কলকাতা-শিলিগুড়ি থেকে অভিজ্ঞ কোচ নিয়ে আসার।

নতুন কমিটির অন্তত ১৫ জনের মনোনয়ন স্পোর্টস কোড মেনে হয়নি বলে শুরু থেকেই অভিযোগ উঠেছে। মান্তু বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়া দপ্তর থেকে প্রতিটি খেলার জাতীয় ফেডারেশনকে স্পোর্টস কোড গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল। সেই অনুসারে ২০১৯ সালে টেবিল টেনিস ফেডারেশন তা লাগু করে। কিন্তু তখন অধিন্যস্ত রাজ্য সংস্থাগুলিকে নিয়ে কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তাই বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিসও তা গ্রহণ করেনি। তবে ২০২২ সালে টেবল টেনিস ফেডারেশনের নির্বাচনের সময় প্রতিটি রাজ্য সংস্থাকে স্পোর্টস কোড লাগু করতে বলা হয়। তাই আমরা (সুব্রত-মান্তু-অনুপ-রানা দে সরকার) স্পোর্টস কোড মেনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছি।' আদালতে বিচারাধীন বিষয় হওয়ায় এর বেশি এই নিয়ে তিনি মন্তব্য করতে চাননি।

রজতবাবু ছাড়াও এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে নতুন সহ সভাপতি অলোকভূষণ দেব, সহ সচিব উত্তরা ঘোষ ও কোষাধ্যক্ষ অর্পিতা দে সরকারকে।

অংশুমানের পাশে বোর্ডকে দাঁড়ানোর আর্জি পাতিলের

লন্ডন, ২ জুলাই : মারণ রোগ ক্যানসারে আক্রান্ত প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার তথা কোচ অংশুমান গায়কোয়াড়। লন্ডনের কিংস কলেজ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। সেখানে তাঁকে দেখতে যান দিলীপ বেঙ্গসরকার ও সন্দীপ পাতিল। পরে পাতিল বলেছেন, 'অংশুর থেকে শুনলাম চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নেই ওর কাছে। তারপরই আমি ও দিলীপ ফোন করি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ আশিস সেলারকে।' বোর্ডের কাছে দ্রুত সাহায্যের আবেদন রেখে পাতিলের সংযোজন, 'আমরা

আশাবাদী আশিস প্রয়োজনীয় সাহায্য করবে। কোনও ক্রিকেটারের পাশে তাঁর দেশের বোর্ড দাঁড়াবে এটাই তো স্বাভাবিক। তবে অংশুর বিষয়টা বোর্ডের দ্রুত দেখা উচিত।'

দেশের হয়ে অংশুমান ৪০ টেস্ট খেলে জোড়া শতরান করা ছাড়াও দশবার পঞ্চাশের গণ্ডি পেরিয়ে ছিলেন। খেলেছেন ১৫টি একদিনের ম্যাচও। তিনি ভারতীয় দলের কোচ থাকার সময়ই অনিল কুম্বলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে এক ইনিংসে দশ উইকেট নেন। সম্প্রতি টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারতীয় বোর্ড ক্রিকেটারদের জন্য ১২৫ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। নেটিজেনদের দাবি এবার দেশের প্রাক্তন তারকার পাশেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে বোর্ডকে।

মোহনবাগানে স্কটিশ ডিফেন্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : হেক্টর ইউসতে ও ব্রেন্ডান হামিলকে ছেড়ে দেওয়ার কথা দিন কয়েক আগেই সরকারিভাবে ঘোষণা করে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। স্বাভাবিকভাবেই সমর্থকরা চিন্তিত ছিলেন, এই দুইজনের জায়গা কে নেবেন? এদিন ক্লাব ম্যানেজমেন্টের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, স্কটিশ ডিফেন্ডার টমাস অ্যালড্রেড ব্রিসবেন রোর থেকে যোগ দিচ্ছেন মোহনবাগানে। তাঁর দিকে নজর ছিল কেরালা ব্লাস্টার্স ও ইস্টবেঙ্গলেরও।

> মোহনবাগানের দুর্দান্ত ইতিহাসের কথা জানি। সাম্প্রতিক সাফল্য সম্পর্কেও ধারণা আছে। নিজের সেরাটা দিতে চাই এই রকম একটা ক্লাবের জন্য। কলকাতায় পৌঁছে সকলের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার আর তর সইছে না। আশা করছি, দ্রুত সবার সঙ্গে দেখা হবে।
>
> **টমাস অ্যালড্রেড**

গত মরশুমে এই ডিফেন্ডার ব্রিসবেন রোরের হয়ে 'এ' লিগে মোট ২৫টি ম্যাচ খেলেন ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার এই সেন্টার ব্যাক। তিনি এখন অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। গত ২০১৯ সালে অ্যালড্রেড ব্রিসবেন রোরে যোগ দেন। এ লিগে মোট ১০২টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। তাঁর দলে যোগদান প্রসঙ্গে কোচ হোসে মোলিনা বলেছেন, 'অ্যালড্রেডের মতো অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার দলে আসায় রক্ষণ শক্তিশালী হবে। ওর শারীরিক গঠন ও সক্ষমতা খুবই ভালো এবং আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে রক্ষণ সামাল দেয়। এরিয়াল বলে ওর আধিপত্য থাকে বেশি। খেলা বিল্ড আপ করতে

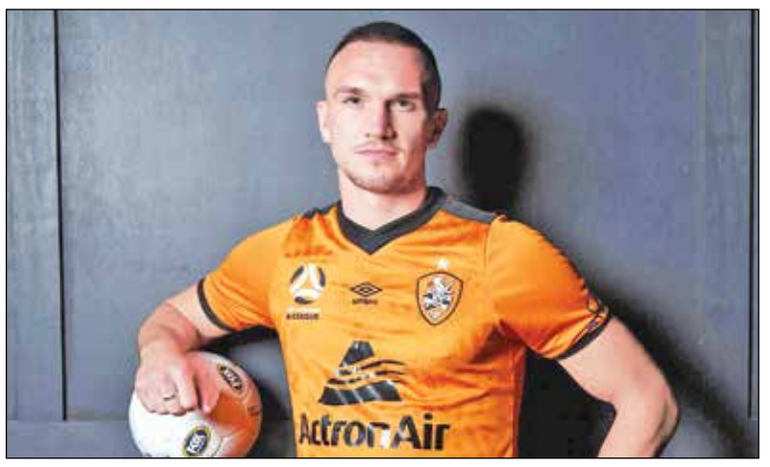

ব্রিসবেন রোর থেকে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে আসছেন স্কটিশ ডিফেন্ডার টমাস অ্যালড্রেড।

জানে।' কোচ এই কথা বললে, অ্যালড্রেডের মন্তব্য, 'সবুজ-মেরুন জার্সি পরার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত। মাঠে নামার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার পর এবার ভারতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আইএসএল

আজ শহরে কোয়াদ্রাত

ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বাগানের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে সাফল্য এনে দিতে চাই ক্লাবকে।' মোহনবাগানের ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল অ্যালড্রেড বলেছেন, 'মোহনবাগানের দুর্দান্ত ইতিহাসের কথা জানি। সাম্প্রতিক সাফল্য সম্পর্কেও ধারণা আছে। নিজের সেরাটা দিতে চাই এই রকম একটা ক্লাবের জন্য। কলকাতায় পৌঁছে সকলের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার আর তর সইছে না। আশা করছি, দ্রুত সবার সঙ্গে দেখা হবে।' অ্যালড্রেডের যোগদানে মোহনবাগানের চারজন বিদেশি পাকা হয়ে গেল। যদিও জেমি ম্যাকলারেনের নাম এখনও সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি। এছাড়া পুরোনোদের মধ্যে থেকে গেছেন জেসন কামিন্স ও দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

ইস্টবেঙ্গলও জামশেদপুর এফসি থেকে ডিফেন্সে প্রভাত লাকরার দলে যোগদানের কথা জানাল। তাঁর সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করা হয়েছে। এদিন বেশি রাতে কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছেন কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত, সহকারী ডিমাস দেলগাদো, গোলকিপিং কোচ জেভিয়ার পিনিলোস ও মিডফিল্ডার সাউল ক্রেসপো। শহরে পৌঁছেই যে কোয়াদ্রাত এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-২ প্লে-অফের প্রস্তুতি শুরু করে দেবেন, তা বলাই বাহুল্য। এদিকে, মুম্বই সিটি এফসি-তে যোগ দিলেন স্প্যানিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার জন টোরাল।

বজরংয়ের তোপে নাডা

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : সোমবার জাতীয় ডোপিং বিরোধী সংস্থার (নাডা) বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বজরং পুনিয়া। ২৬ জুন দ্বিতীয়বার নাডার নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েছিলেন তিনি। যদিও তার আগে প্রথম নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়েছিল অ্যান্ট ডোপিং ডিসিপ্লিনারি প্যানেল। বজরংয়ের অভিযোগ, নাডার সমালোচনা করার জন্যই তাঁকে 'হেনস্তার শিকার' হতে হচ্ছে। সমাজমাধ্যম এক্সে তিনি লিখেছেন, 'নাডা কীভাবে আমাকে নিশানা বানিয়েছে তা এই ঘটনা (দ্বিতীয়বার নিষেধাজ্ঞা) থেকে পরিষ্কার। ওরা যে কোনও মূল্যে আমাকে কুস্তি থেকে দূরে রাখতে চায়। নিজেদের ভুলের দায়িত্ব ওরা নিতে চায় না, আমার প্রশ্নের কোনও জবাব ওদের কাছে নেই। নাডা চায় না ওদের বিরুদ্ধে কেউ প্রশ্ন করুক। যদি কেউ প্রশ্ন করে তাকে নিশানা বানানো হয় যাতে সে খেলতেই না পারে।' তাঁর প্রশ্ন, 'কেন নাডা বাতিল হয়ে যাওয়া কিট পাঠিয়েছিল নমুনা সংগ্রহের জন্য? কেন নথিভুক্ত না থাকা এক ব্যক্তি আমার থেকে নমুনা সংগ্রহের জন্য এসেছিল এবং আমার উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল? যখন ওরা জানত যে দুটি ম্যাচের মাঝে মাত্র ২০ মিনিট সময় ছিল আমার কাছে, তখনই কেন ওরা নমুনা সংগ্রহের জন্য এসেছিল?' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'দাম্ভিক নাডা যদি কুস্তিগিরদের চ্যালেঞ্জ জানাতে চায় তাহলে ওদের তা করতে দিন। আমার আইনজীবী যথাসময়ে উত্তর দিয়ে দেবেন।'

দাপট দেখিয়েই কোয়ার্টারে ডাচরা

বার্লিন, ২ জুলাই : কিছুটা ভাগ্যের সাহায্য প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল তারা। চলতি ইউরো কাপে গ্রুপ পর্বে নেদারল্যান্ডসের খেলা বিশেষজ্ঞদের একেবারেই খুশি করতে পারেনি। সঙ্গে ছিল গত ইউরো কাপে শেষ ষোলো থেকে ছিটকে যাওয়ার জঘন্য পরিসংখ্যান। কিন্তু মঙ্গলবার

গোলের পর ভার্জিল ভ্যান ডায়েককে নিয়ে উল্লাস কোডি গাকপোর।

দাপুটে জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন রোনাল্ড কোয়েম্যানের ছেলেরা। বার্লিনে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ডাচরা ৩-০ গোলে রোমানিয়াকে হারাল।

গ্রুপ পর্বে শেষ ম্যাচে অস্ট্রিয়ার কাছে ৩-২ গোলে হেরেছিল নেদারল্যান্ডস। দলের পারফরমেন্স দেখে প্রাক্তন ডাচ তারকা রাফায়েল ভ্যান ডার ভার্ট বলেছিলেন, 'এই দলটার খেলা দেখে কাঁদতে ইচ্ছা করছে।' মঙ্গলবার অবশ্য মেম্ফিস ডিপে, কোডি গাকপোরা সমর্থকদের শুধুই খুশি উপহার দিলেন। যার নেপথ্যে রয়েছে কোচ কোয়েম্যানের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রবণতা। অস্ট্রিয়া ফর্মেশনে বদল করতে গিয়ে দলের নম্বর টেন জাভি সিমন্সকে প্রথম একাদশের বাইরে রেখেছিলেন কোয়েম্যান। ডাচদেরও কিছুটা বিবর্ণ লেগেছিল। এদিন ৪-২-৩-১ ছকে ফিরে এসে সিমন্সকে শুরু থেকেই খেলান তিনি। দলও যার সুফল পেল। গোটা ম্যাচে দুরন্ত খেললেন ২১ বছরের এই মিডফিল্ডার।

ম্যাচের প্রথম ১৫ মিনিট অবশ্য ইউরোর নক আউটে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করা রোমানিয়ার। ৯ মিনিটে রোমানিয়ান কিংবদন্তি ঘিয়র্ঘে হাজির ছেলে ইয়ানিস মাথায় চোট পেলেও ডেনিস ড্রাগুস, ডেনিস ম্যানরা বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করলেন। কিন্তু ২০ মিনিটে সিমন্সের পাস থেকে লিভারপুলের স্ট্রাইকার গাকপোর গোল ডাচদের ম্যাচে ফেরায়। এখানেই যেন রোমানিয়ার সমস্ত উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে যায়।

ম্যাচের বাকি সময়ে কমলা ঝড় দেখল বার্লিনের অলিম্পিয়া স্টেডিওন।

দুই সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার তিজানি রেইন্ডারস ও জের্ডি সাউটেনের সঙ্গে আক্রমণভাগে দুর্দান্ত বোঝাপড়া তৈরি করলেন সিমন্স। যার সুযোগে মনের সুখে অ্যাটাক করে গেলেন ডিপে, গাকপোরা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে স্টিভেন বার্গওয়াইনের পরিবর্তে রাইট উইংয়ে ডনইয়েল মালেনকে নামানো কোয়েম্যানের আরও একটি মাস্টারস্ট্রোক।

মালেন নামার পর ডাচদের আর আটকানো যায়নি। সিমন্স-মালেন-

মুম্বইয়ে ক্লিফোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : মুম্বই সিটি এফসি-তে সহকারী কোচ হিসেবে যোগ দিলেন ক্লিফোর্ড মিরান্ডা। আগের মরশুমে তিনি মোহনবাগানের সহকারী কোচের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। জুয়ান ফেরান্দোকে কোচের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর ক্লিফোর্ডের প্রশিক্ষণেই সুপার কাপ খেলেছিল সবুজ-মেরুন শিবির।

ভেঙ্কটেশ প্রসাদের থেকে বোলিং শিখছে আমন সিং। পাশে আকাশ তরফদার।

সিএবি-র ভিশন ২০২৮-এ শিলিগুড়ির আকাশ, আমন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : সিএবি-র ভিশন ২০২৮-এ সুযোগ পেল শিলিগুড়ির আকাশ তরফদার ও আমন সিং। এই দুই পেস বোলার বাংলার অনূর্ধ্ব-১৬ শিবিরে প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছে। আকাশ ও আমন শিলিগুড়িতে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের কোচিং ক্যাম্পের খেলোয়াড়। বাঘা যতীনের ক্রিকেট সচিব হিন্দোল সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, ভিশন ২০২৮-এ পেসারদের দায়িত্বে রয়েছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন ফাস্ট বোলার ভেঙ্কটেশ প্রসাদ। আকাশ ও আমন বর্তমানে কলকাতায় শিবিরে প্রসাদের অধীনে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন মাদুরাই-এর এক বাসিন্দা

55G 38523 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে একটি নতুন পথ দেখিয়েছে যা খুবই উজ্জ্বল এবং সুন্দর। আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি। এটি আমাকে এবং আমার পরিবারকে অনেক আনন্দিত করেছে। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

তামিলনাড়ু, মাদুরাই - এর একজন বাসিন্দা কুমারেশ নীলামেগাম রেঙ্গন - কে 25.04.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর